মার্চ ২০২০ ■ বর্ষ ০৫ ■ সংখ্যা ০৩

বন্দর বার্তা

মেরিটাইম বিষয়ক মাসিক প্রকাশনা

মুজিব শতবর্ষ MUJIB 100

চট্টগ্রাম বন্দরে জেন্ডার নীতি নারীর ক্ষমতায়নে আলোকবর্তিকা

শ্রদ্ধাঞ্জলি: হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি

মেরিটাইম বিশ্বের প্রভাবশালী দশ নারী

সদস্য দেশগুলোকে জ্বালানি সহায়তা বাড়ানোর আহ্বান বিমসটেকের

মার্চ ২০২০
বর্ষ ০৫, সংখ্যা ০৩

বন্দরবার্তা
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের মেরিটাইম
বিষয়ক মাসিক প্রকাশনা

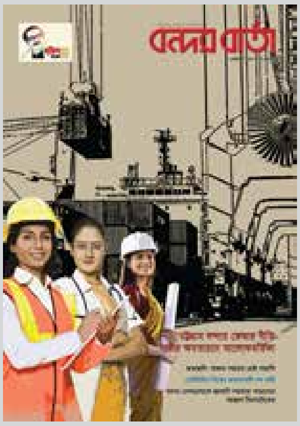

প্রধান পৃষ্ঠপোষক
রিয়ার এডমিরাল জুলফিকার আজিজ
(ই), পিএসসি

সম্পাদক
জাফর আলম

সম্পাদনা পর্ষদ
রম্য রহিম চৌধুরী
মো. মমিনুর রশিদ
মো. ওমর ফারুক
মাহবুব মোরশেদ চৌধুরী

নির্বাহী সম্পাদক
তাজুল হক

সহযোগী সম্পাদক
বিপ্লব সরকার

নিয়মিত প্রদায়ক
এনামুল করিম
কাজী মেরাজ উদ্দিন আরিফ

প্রতিবেদক
ওমর ফারুক ইমন

ব্যবস্থাপনা সম্পাদক
মনির খান শিমুল

জনসংযোগ
মোহাম্মদ আজিজুল মওলা
মো. শফিউল আজম খান

আলোকচিত্রী
এস এম শামসুল হুদা

ডিজাইন ও ডিটিপি
তৌফিক আহমেদ
আবিদা হাফছা
উজ্জল আহমেদ

মুদ্রণ ব্যবস্থাপনা
হাবিবুর রহমান সুমন, আলেয়া ফেরদৌসী

প্রকাশক চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ-এর পক্ষে
কনটেন্ট পরিকল্পনা ও প্রণয়ন,
ডিজাইন, প্রকাশনা:

এনলাইটেন ভাইবস
বাড়ি ৬, সড়ক ৩, সেক্টর ৫
উত্তরা, ঢাকা-১২৩০
ফোন: ০২-৪৮৯৫৬৭৪৮
ইমেইল: enlightenvibes@gmail.com

সম্পাদকীয় যোগাযোগ
বন্দরবার্তা
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ
বন্দরভবন, ৩য় তলা, চট্টগ্রাম।
ফোন: ০৩১-২৫১০৮৬৯
ইমেইল: bandarbarta@gmail.com

সম্পাদকীয়

বঙ্গবন্ধুই পেরেছেন বাঙালির স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবে পরিণত করতে

বাংলাদেশের অন্তর্গত ভূখণ্ডের রাজনৈতিক ইতিহাসের দিকে ফিরে তাকালে আমরা দেখি, হাজার বছর ধরে এই অঞ্চল বহিরাগত শাসকেরা শাসন করে গেছেন। একক কিংবা সংঘবদ্ধভাবে অনেকেই এইসব বহিরাগত শাসনের বিরুদ্ধে লড়াই করে আমাদের পথ দেখালেও শেষ পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানই এই ভূখণ্ডের অখণ্ড স্বাধীনতা এনে দিতে পেরেছেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একটা সাধারণ পরিবারে জন্ম নিয়ে একেবারে নিজের প্রচেষ্টায় হয়ে ওঠেন বাঙালি জাতির স্বপ্নপূরণের সারথী, বিশ্বের বিরলপ্রজ নেতাদের একজন। তাঁর ৭ মার্চের ভাষণ বাংলাদেশের স্বাধীনতার গতিপথ নির্ধারণ করে দিয়েছিল, একাত্ম করেছিল সমগ্র বাঙালি জাতিকে। তাঁর দিকনির্দেশনায় মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে এদেশের তরুণ-যুবারা, ৩০ লাখ শহীদের বিনিময়ে জাতি পায় নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের অধিকার। অভ্যুদয় হয় স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের। এখানেই তিনি অনন্য, হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি। তিনিই পেরেছেন বাঙালির হাজার বছরের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবে পরিণত করতে।

এ বছরের মার্চ মাস এক অন্যরকম আবেগ নিয়ে হাজির হয়েছে আমাদের জাতীয় জীবনে। ১৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শততম জন্মদিন। এই বিশেষ ক্ষণটিকে স্মরণীয় করে রাখতে ২০২০ সালকে বাংলাদেশ সরকার মুজিববর্ষ হিসেবে ঘোষণা দিয়েছে। একই সাথে মুজিববর্ষকে আন্তর্জাতিকভাবে পালন করবে ইউনেস্কো। নানা আয়োজনে বছর জুড়ে স্মরণ করা হবে বাঙালির শ্রেষ্ঠ সন্তানকে। সেই ধারাবাহিকতায় চট্টগ্রাম বন্দর ও নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলো বিভিন্ন কর্মকাণ্ড ও আয়োজনের মধ্য দিয়ে মুজিববর্ষ উদ্‌যাপন করে জাতির পিতাকে শ্রদ্ধা জানাবে।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে নারীর অবদান যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। দ্য গ্লোবাল জেন্ডার গ্যাপ রিপোর্ট অনুযায়ী, নারীর ক্ষমতায়নের সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান ৫০তম। নেপাল, শ্রীলংকা, ভারত, ভুটান ও পাকিস্তানের অবস্থান যথাক্রমে ১০১, ১০২, ১১২, ১৩১ ও ১৫১তম। অর্থাৎ দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশের তুলনায় নারীর কর্মসংস্থান ও ক্ষমতায়নের দিক থেকে বাংলাদেশ অনেক এগিয়ে আছে। তবে বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো আমাদের মেরিটাইম সেক্টরেও নারীর অংশগ্রহণ খুবই কম। এই অবস্থা থেকে উত্তরণে চট্টগ্রাম বন্দর বেশ কিছু উদ্যোগ নিয়েছে যার মধ্যে অন্যতম জেন্ডার নীতি প্রণয়ন। এর মাধ্যমে প্রশিক্ষণ থেকে শুরু করে সব পর্যায়ে বন্দরে কাজ করার ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সমান সুযোগ পাবেন। এ ছাড়া বাংলাদেশ সরকারের নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের জেন্ডারভিত্তিক বাজেট এবং কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের জন্যও সহায়ক হবে এ নীতিমালা। বন্দরে জেন্ডার নীতি প্রণয়নের আদ্যোপান্ত থাকছে প্রধান রচনায়।

সারা বিশ্বেই সংসারের হাল ধরার ক্ষেত্রে নারীরা যতখানি সম্মুখসারিতে, ঠিক ততখানিই যেন পিছিয়ে জাহাজের হাল ধরার ক্ষেত্রে। যেসব খাতে নারীদের অংশগ্রহণ এখনও অত্যধিক কম মেরিটাইম শিল্প তাদের মধ্যে অন্যতম। শত শত বছরের সংস্কার আর পুরুষতান্ত্রিকতার কারণে সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিকভাবে নারীদের মেরিটাইম পেশায় স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে উৎসাহিত করা হয় না। তবে পরিবর্তনশীল বৈশ্বিক চাহিদার প্রেক্ষিতে এ অসঙ্গতি দূর করার চেষ্টা করে যাচ্ছে মেরিটাইম সংশ্লিষ্ট খাতগুলো। তার ফলও মিলছে, সংখ্যায় অল্প হলেও মেরিটাইম শিল্পে প্রভাববিস্তারী বেশ কিছু সংস্থার নীতিনির্ধারক পদে আসীন হয়েছেন নারীরা। পুরুষশাসিত মেরিটাইম শিল্পের দৃষ্টিভঙ্গি বদলে দেওয়া এরকম দশ জন নারীর সাথে পরিচিত হবো 'অন্য আলো' বিভাগে।

প্রিয় পাঠক, আমরা চাই এদেশের মেরিটাইম চর্চাকে একটি সুদৃঢ় ভিত্তিতে দাঁড় করাতে। বৈচিত্র্যময় আঙ্গিকে, সমৃদ্ধ কলেবরে বন্দরবার্তার পথচলা বাংলাদেশের মেরিটাইম খাতের বিকাশে আরও সহায়ক হবে-সেই প্রত্যাশা। সবাইকে মুজিববর্ষের শুভেচ্ছা।

জাফর আলম
সম্পাদক

বন্দর বার্তা

এ সংখ্যায় থাকছে

০৬

নারীর কর্মসংস্থান ও ক্ষমতায়নে অনেক উন্নত দেশ থেকেই এগিয়ে বাংলাদেশ। তবে বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো আমাদের মেরিটাইম সেক্টরেও নারীর অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্য নয়। এই অবস্থা থেকে উত্তরণে চট্টগ্রাম বন্দর বেশ কিছু উদ্যোগ নিয়েছে যার মধ্যে অন্যতম জেন্ডার নীতি প্রণয়ন। এর মাধ্যমে প্রশিক্ষণ থেকে শুরু করে বন্দরের সব পর্যায়ে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে বৈষম্যহীন এবং সুষ্ঠু পরিবেশে কাজ করার সমান সুযোগ পাবেন।

সম্পাদকীয় ▪ ০২

মুখর বন্দর ▪ ১৯

- নতুন নৌসচিব মোহাম্মদ মেজবাহ্ উদ্দিন চৌধুরী
- সদস্য দেশগুলোকে জ্বালানি সহায়তা বাড়ানোর আহ্বান বিমসটেকের
- পণ্য পরিবহনে জাহাজ ভাড়া বেড়েছে
- চট্টগ্রাম বন্দরে কনটেইনার জাহাজের অপেক্ষমাণ সময় শূন্য দিনে নেমেছে
- আন্তর্জাতিক নৌপথে চলাচলে ছয়টি বড় জাহাজ ক্রয়ের পরিকল্পনা
- বন্দরে আটককৃত নয় হাজার কোটি টাকার কোকেন মাটিচাপা
- বাংলাদেশে বিনিয়োগ বাড়াতে আগ্রহী সিঙ্গাপুর
- বন্দরের চার একর ভূমি উদ্ধার
- সুতার পরিবর্তে এলো বালু
- অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদে তিন মাস সময় পেল বন্দর কর্তৃপক্ষ
- চার দিনের পরিবহন ধর্মঘটে আমদানি-রপ্তানিতে ব্যাপক ক্ষতি
- বন্দরে পণ্য আসার তিন দিনের মধ্যে কাগজপত্র জমা না দিলে জরিমানা
- করোনা ভাইরাস আতঙ্ক কাটিয়ে চীন থেকে পণ্য আসা শুরু
- চট্টগ্রাম বন্দরে নতুন দুই স্ক্যানার

খতিয়ান ▪ ২৩

বন্দরের আয়-ব্যয়, কনটেইনার ওঠানামার তুলনামূলক মাসিক পরিসংখ্যান

বন্দর বিচিত্রা ▪ ১৭

গ্রন্থ পরিচিতি: *ফিফটি শিপস দ্যাট চেঞ্জড দ্য কোর্স অব দ্য হিস্ট্রি*

বন্দর পরিচিতি: *চিংদাও বন্দর*

মেরিটাইম ফ্যাক্ট: *ব্যারোমিটার*

ব্যক্তিত্ব: *স্যার জন শার্ডান*

মেরিটাইম ইভেন্টস: *মেরিটাইম বিষয়ক বিভিন্ন আয়োজনের সূচি*

আন্তর্জাতিক সংবাদ ▪ ১১

- শিপিং খাতে অতি-নির্ভর চীনের অর্থনীতিতে করোনার প্রভাব
- জাহাজে স্ক্রাবার ইনস্টলেশনে বেড়েছে ব্যস্ততা
- শূন্য নিঃসরণ রোডম্যাপ প্রণয়নের উদ্যোগ
- আর্কটিকে ভারী জ্বালানি তেলে নিষেধাজ্ঞার উদ্যোগ
- বিশ্বের প্রথম স্ব-জীবাণুমুক্তকরণ জাহাজ বহর আনলো লিন্ডব্লাড
- উচ্চ সালফারযুক্ত তেল পরিবহনও নিষিদ্ধ হচ্ছে
- বাল্ক ক্যারিয়ারে থ্রিডি প্রিন্টেড স্কাপার প্লাগ
- ব্রেক্সিটের প্রভাব মোকাবিলায় প্রস্তুত যুক্তরাজ্যের বন্দরগুলো
- আইএমও-তে উঠেছে স্ক্রাবার বর্জ্য বিতর্ক
- ডিপি ওয়ার্ল্ড অস্ট্রেলিয়ার টার্মিনালে শ্রমিক বিক্ষোভের ওপর স্থগিতাদেশ
- এক বছরে ইউরোপে রেকর্ড ৩.৬ গিগাওয়াট অফশোর বায়ুবিদ্যুৎ
- চূড়ান্ত হচ্ছে জাহাজের স্ট্যাবিলিটি ক্রাইটেরিয়া
- ২০১৯ সালে এলএনজি সরবরাহে রেকর্ড প্রবৃদ্ধি
- প্রস্তুত বিশ্বের প্রথম ভাসমান অফশোর সোলার ফার্ম

০৪

শ্রদ্ধাঞ্জলি

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একটা সাধারণ পরিবারে জন্ম নিয়ে একেবারে নিজের প্রচেষ্টায় হয়ে ওঠেন বাঙালি জাতির স্বপ্নপূরণের সারথী, বিশ্বের বিরলপ্রজ নেতাদের একজন। তাঁর ৭ মার্চের ভাষণ বাংলাদেশের স্বাধীনতার গতিপথ নির্ধারণ করে দিয়েছিল, একাত্ম করেছিল সমগ্র বাঙালি জাতিকে। তাঁর দিকনির্দেশনায় মুক্তিযুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়ে এদেশের তরুণ-যুবারা, ৩০ লাখ শহীদের বিনিময়ে জাতি পায় নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের অধিকার। অভ্যুদয় হয় স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের। এখানেই তিনি অনন্য, হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি।

১৫

অন্য আলো

মেরিটাইম বিশ্বের প্রভাবশালী দশ নারী

সংসারের হাল ধরার ক্ষেত্রে নারীরা যতখানি সম্মুখসারিতে, ঠিক ততখানিই যেন পিছিয়ে জাহাজের হাল ধরার ক্ষেত্রে। যেসব খাতে নারীদের অংশগ্রহণ এখনও অত্যধিক কম মেরিটাইম শিল্প তাদের মধ্যে অন্যতম। সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিকভাবে নারীদের মেরিটাইম পেশায় স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে উৎসাহিত করা হয় না। তবে পরিবর্তনশীল বৈশ্বিক চাহিদার প্রেক্ষিতে এ অসঙ্গতি দূর করার চেষ্টা করে যাচ্ছে মেরিটাইম সংশ্লিষ্ট খাতগুলো। তার ফলও মিলছে, সংখ্যায় অল্প হলেও মেরিটাইম শিল্পে প্রভাববিস্তারী বেশ কিছু সংস্থার নীতিনির্ধারক পদে আসীন হয়েছেন নারীরা।

১৯

এশিয়া ও ওশেনিয়া মহাদেশের দেশগুলোতে বিনিয়োগের জন্য জাপানি প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রথম পছন্দ বাংলাদেশ

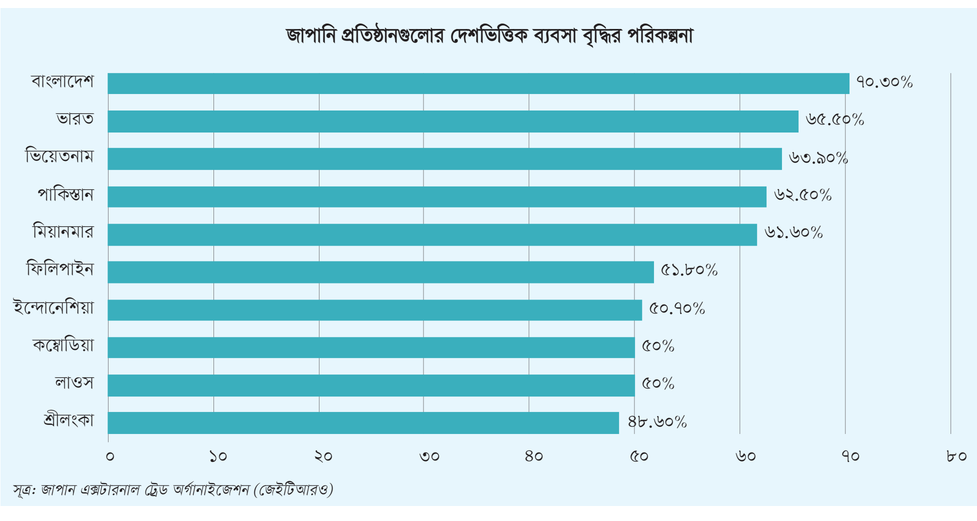

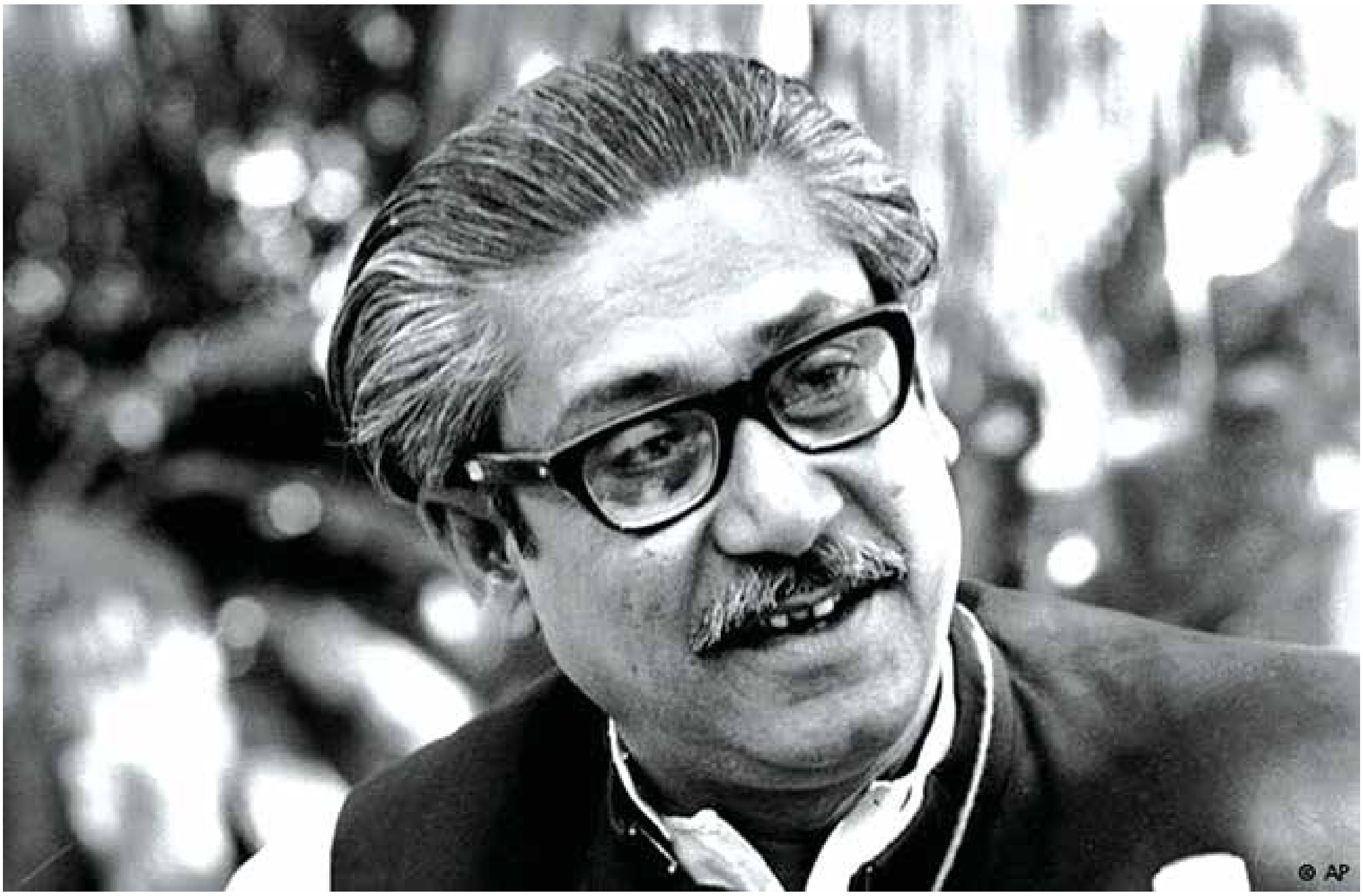

© AP

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি

জাফর আলম

আমাদের জাতীয় জীবনে বিশেষ একটি বছর ২০২০ সাল। এ বছর ১৭ মার্চ পূর্ণ হচ্ছে স্বাধীন বাংলাদেশের রূপকার, হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষ। বিশেষ এই ক্ষণটিকে স্মরণীয় করে রাখতে ২০২০ সালের ১৭ মার্চ থেকে ২০২১ সালের ১৭ মার্চ পর্যন্ত সময়কালকে বাংলাদেশ সরকার মুজিববর্ষ হিসেবে ঘোষণা করেছে। একইসাথে ইউনেস্কোর মাধ্যমে মুজিববর্ষ পালিত হবে আন্তর্জাতিকভাবেও। বছরজুড়ে নানা আয়োজনে স্মরণ করা হবে বাঙালির শ্রেষ্ঠ সন্তানকে।

নিঃসন্দেহে তিনিই হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি। প্রজ্ঞা, দূরদৃষ্টি, মানবিকতাবোধ, প্রাণশক্তির প্রাচুর্য্য এবং সুদক্ষ নেতৃত্বে তিনি হয়ে উঠেছিলেন বাংলার অবিসংবাদিত নেতা, বঙ্গবন্ধু। ইতিহাস ও রাষ্ট্রদর্শনের তাত্ত্বিক বিচারেই তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসের দিকে ফিরে তাকালে, আমরা মৌর্য যুগ পর্যন্ত তথ্য পাই। তবে পাল রাজাদের শাসনকাল থেকে ধারাবাহিকভাবে বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাস সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়। তার আগ পর্যন্ত বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাস সম্পর্কে সুনির্দিষ্টভাবে জানা যায় না। এ সময়কালে কোনো শাসক দীর্ঘদিন সমগ্র বাংলা জুড়ে শাসন করতে পারেননি। তাই বিচ্ছিন্নভাবেই বাংলার রাজনৈতিক জীবনের বিকাশ ঘটেছে। মৌর্য ও গুপ্ত শাসনের অবসানের পর এক অস্থিতিশীল অবস্থার সৃষ্টি হয়। এরই মধ্য দিয়ে উত্থান ঘটে কিছু স্বাধীন রাজ্যের। স্বাধীন রাজ্য উত্থানের যুগে সপ্তম শতকের প্রথম দিকে উত্তর বাংলার প্রভাবশালী রাজা ছিলেন শশাংক। তাঁর মৃত্যুর পর দীর্ঘকাল বাংলায় কোনো যোগ্য শাসক ছিলেন না। ফলে রাজ্য জুড়ে অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। কথিত আছে, প্রায় এক শ বছর পর বীতশ্রদ্ধ জনগণ এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য গোপাল নামের এক ব্যক্তিকে তাদের রাজা বানিয়ে দেন। এই রাজা গোপালই পাল বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। বারো শতকের মাঝামাঝি পাল বংশের পতন ঘটে। সেই অর্থে পাল বংশ ছিল এই অঞ্চলের কারো বাংলা শাসনের শেষ উদাহরণ। এরপর দক্ষিণ ভারতের কর্ণাট থেকে আগত সেন বংশ পূর্ব বাংলায় রাজ্য স্থাপন করে। প্রায় দুই শ বছর সেন রাজত্বের পর তের শতকের প্রথম দশকে বাংলায় মুসলমান শাসনের সূচনা ঘটে। তারপর ব্রিটিশ হয়ে আমরা পাকিস্তানিদের দ্বারা শোষিত হতে থাকি। অর্থাৎ প্রায় হাজার বছর ধরে বহিরাগত বা বিদেশি শাসকেরা আমাদের শাসন করে গেছেন। বিপ্লবী সৈয়দ মীর নিসার আলী তিতুমীর এবং নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর মতো বেশ কিছু বীর বাঙালি বিভিন্ন সময়ে একক কিংবা সংঘবদ্ধভাবে বিদেশি শাসনের বিরুদ্ধে লড়াই করে আমাদের পথ দেখালেও শেষ পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানই এই ভূখণ্ড তথা বাংলাদেশকে প্রকৃত স্বাধীনতা এনে দিতে পেরেছেন।

গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়ায় একটা সাধারণ পরিবারে জন্ম নিয়ে ধীরে ধীরে শেখ মুজিবুর রহমান হয়ে ওঠেন বাঙালি জাতির স্বপ্নপূরণের সারথী, বিশ্বের বিরলপ্রজ নেতাদের একজন। একটি জাতির পূর্ণাঙ্গ গঠনের জন্য বিশেষভাবে প্রয়োজন ভৌগলিকভাবে নির্দিষ্ট একটি অবস্থান এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা। রাষ্ট্রীয় আনুকূল্য না পাওয়া বাঙালি জাতির ভৌগলিক অবস্থান সুনির্দিষ্ট ছিল না, নিশ্চিত ছিল না রাজনৈতিক অংশীদারিত্ব। জাতি ছিল বিচ্ছিন্ন ও অসংগঠিত। এই অপূর্ণ জাতিসত্তাকে সুস্পষ্ট রাজনৈতিক লক্ষ্যে সময়োপযোগী কর্মসূচির

মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ করার কাজটি করেছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তাঁর ৭ মার্চের ভাষণ বাংলাদেশের স্বাধীনতার গতিপথ নির্ধারণ করে দিয়েছিল, একাত্ম করেছিল সমগ্র বাঙালি জাতিকে। বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ মানব ইতিহাসে শোষকের বিরুদ্ধের অধিকার আদায়ে শোষিতের হয়ে গর্জে ওঠার এক অনন্য দলিল। বিভিন্ন ধর্ম বর্ণে গড়ে ওঠা বাঙালি জাতিকে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে ঐক্যবদ্ধ করে বঙ্গবন্ধু উচ্চারণ করেন, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' হাজার বছর ধরে বাঙালি জাতি যেন এমনই বজ্রকণ্ঠের অপেক্ষায় ছিল। এই অবিসংবাদিত নেতাকে সামনে রেখে একাত্তরে আধুনিক মারণাস্ত্রসমৃদ্ধ দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে মরণপণ যুদ্ধে নামতে দ্বিধা করেননি জাতি। তাঁর দিকনির্দেশনায় মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে এদেশের তরুণ-যুবারা, ৩০ লাখ শহীদের বিনিময়ে জাতি পায় নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের অধিকার। অভ্যুদয় হয় স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের। এখানেই তিনি অনন্য, হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি। তিনিই পেরেছেন বাঙালির হাজার বছরের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাতে বাস্তবে পরিণত করতে। বিবিসি'র জরিপে বঙ্গবন্ধুর হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি হওয়াটা সেই সত্যকেই প্রতিফলিত করে।

বঙ্গবন্ধু অনেক আগেই দেশ গঠনে সম্ভাবনাময় সমুদ্র সম্পদ ও সমুদ্র অর্থনীতির গুরুত্ব অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। তাঁর ছয় দফাতেও ছিল সেই প্রতিফলন। বঙ্গবন্ধু তাঁর কূটনৈতিক প্রজ্ঞা দিয়ে দেশ স্বাধীন হওয়ার অল্প কিছুদিনের মধ্যেই সোভিয়েত সরকারকে রাজি করিয়ে ফেলেন পুরোপুরি বিধ্বস্ত, মাইনে পূর্ণ বিপজ্জনক চট্টগ্রাম বন্দরকে কার্যক্ষম করে তুলতে। ওই বছর জুলাই মাসে তিনি চট্টগ্রাম বন্দর আংশিক এবং ১৯৭৪ এর জুনে পুরোপুরি চালু করতে সক্ষম হন।

১৯৭২ সালে তিনি বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন (বিএসসি) প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তী তিন বছরে বিএসসির জন্য ১৯টি সমুদ্রগামী জাহাজ সংগ্রহ করেন। নৌপরিবহন ও সামুদ্রিক মৎস্য খাতে দক্ষ জনবল তৈরি করতে বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং মেরিন ফিশারিজ একাডেমি প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৭৩ সালে বঙ্গোপসাগরে তেল-গ্যাস অনুসন্ধানের সূচনা তাঁর দিকনির্দেশনাতেই শুরু হয় এবং এর জন্য পেট্রোলিয়াম অ্যাক্ট-১৯৭৪ প্রণয়ন করেন।

বঙ্গবন্ধু এগিয়ে ছিলেন তাঁর সময়ের থেকেও অনেক আগে। গভীর প্রজ্ঞা এবং দূরদৃষ্টি দিয়ে তিনি বুঝেছিলেন বঙ্গোপসাগরে অধিকার সুসংহত করতে দরকার একটি সুবিন্যস্ত নীতিমালা। এরই ফলশ্রুতিতে ১৯৭৪ সালে প্রণয়ন করেন সমুদ্রাঞ্চল বিষয়ক আইন 'টেরিটোরিয়াল ওয়াটার অ্যান্ড মেরিটাইম জোনস অ্যাক্ট-১৯৭৪'। বাংলাদেশ পরিণত হয় সমুদ্র আইন প্রণয়নকারী প্রথম দিকের দেশগুলোর একটিতে। পরবর্তীতে এই আইনের সুরক্ষা দ্বারাই আমরা আন্তর্জাতিক আদালতের মাধ্যমে প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে শান্তিপূর্ণভাবে আমাদের সমুদ্রসীমা নির্ধারণ করতে পেরেছি। বর্তমানে আমাদের সমুদ্রসীমার মোট আয়তন ১,১৮,৮১৩ বর্গকিলোমিটার যা কিনা আমাদের দেশের স্থলভাগের আয়তনের প্রায় সমান। বঙ্গবন্ধু

নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব নিজ হাতে রেখে মেরিটাইম খাতকে সঠিক পথে চালিত করেন। স্বাধীন দেশে প্রথমবারের মতো ১৯৭৩ সালের ৮ ডিসেম্বর তিনি চট্টগ্রাম বন্দর সফর করেন এবং বন্দর পরিচালনার দিকনির্দেশনা দেন। তাঁর দেখানো সেই পথ ধরে চট্টগ্রাম বন্দর এগিয়ে চলেছে তার নিজস্ব আয়ে আর বন্দরের সাথে সাথে এগিয়ে চলেছে দেশ।

জাফর আলম
সদস্য (প্রশাসন ও পরিকল্পনা)
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

নির্যাতিত ও অবহেলিত নারী সমাজের উন্নয়নে ১৯৯৭ সালে দেশে প্রথমবারের মতো জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি প্রণীত হয়

দ্য গ্লোবাল জেন্ডার গ্যাপ রিপোর্ট অনুযায়ী, নারীর ক্ষমতায়নে বাংলাদেশের অবস্থান বিশ্বে ৫০তম

চট্টগ্রাম বন্দরে জেন্ডার নীতি

নারীর ক্ষমতায়নে আলোকবর্তিকা

আফরোজা বিথী

বাংলাদেশের জনসংখ্যার ঠিক অর্ধেক অংশ নারী। নারী উন্নয়ন তাই জাতীয় উন্নয়নের অন্যতম পূর্বশর্ত। কিন্তু সেটা বাস্তবায়ন করতে চাইলে প্রয়োজন সকল ক্ষেত্রে নারীর সমান সুযোগ ও সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা করা। ১৯৯৭ সালে তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার দেশে প্রথমবারের মতো জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি প্রণয়ন করে, যার প্রধান লক্ষ্য ছিল বহুকাল ধরে নির্যাতিত ও অবহেলিত এদেশের বৃহত্তর নারী সমাজের ভাগ্যোন্নয়ন করা। যুগ পরিবর্তনের পথ ধরে এরপর আসে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১। চলতি বছর সরকার-নিয়ন্ত্রিত প্রতিষ্ঠান এবং একটি স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা হিসেবে নিজস্ব জেন্ডার নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে যাচ্ছে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ। স্বভাবতই মুজিববর্ষে চট্টগ্রাম বন্দরের জন্য অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ও গৌরবোজ্জ্বল মাইলফলক হতে চলেছে এই জেন্ডার নীতি।

নারী উন্নয়নে রোল মডেল বাংলাদেশ

যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ থেকে মধ্যম আয়ের দেশ, সেখান থেকে এখন উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের পথে আছে বাংলাদেশ। এ কথা স্বীকার করতেই হবে, বাংলাদেশের উন্নয়নের পেছনে অনেকটাই নারীর অবদান। দ্য গ্লোবাল জেন্ডার গ্যাপ রিপোর্ট অনুযায়ী, নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান ৫০তম। নেপাল, শ্রীলংকা, ভারত, ভুটান ও পাকিস্তানের অবস্থান যথাক্রমে ১০১, ১০২, ১১২, ১৩১ ও ১৫১তম। অর্থাৎ এশিয়ার অন্যান্য দেশের তুলনায় নারীর কর্মসংস্থান ও ক্ষমতায়নের দিক থেকে বাংলাদেশ অনেক এগিয়ে আছে। বাংলাদেশে নারীর ক্ষমতায়নে এই সূচকের উন্নয়ন আশার সঞ্চার করে। একমাত্র বাংলাদেশেই প্রধানমন্ত্রী, বিরোধীদলীয় নেতা এবং সংসদের স্পিকার–তিনজনই নারী। নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান সাত। প্রথম ছয়টি দেশ হলো আইসল্যান্ড, নিকারাগুয়া, নরওয়ে, রুয়ান্ডা, ফিনল্যান্ড ও কোস্টারিকা। গত এক দশকে দেশে কন্যা শিশু শিক্ষার হার বেড়েছে, মাতৃমৃত্যু কমেছে, পুরুষ ও নারীর মধ্যে মজুরিবৈষম্যও কমেছে উল্লেখযোগ্য হারে। এভাবে নারীর ক্ষমতায়ন একটি দেশের সার্বিক উন্নয়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

বন্দরে নারীর অবস্থান

দেশের শতকরা ৯২ ভাগ আমদানি-রপ্তানি যার মাধ্যমে হয়, সেই চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের অধীনে স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান। এখানকার প্রবৃদ্ধির প্রতিফলন ঘটে সারা দেশেই। সরকারি-বেসরকারি, দেশি-বিদেশি স্টেকহোল্ডারদের সাথে নিয়ে আন্তর্জাতিক নিয়মকানুন মেনে অত্যন্ত সুনাম ও দক্ষতার সাথে কাজ করে যাচ্ছে বন্দর কর্তৃপক্ষ। বন্দর সদাপরিবর্তনশীল প্রযুক্তিনির্ভর একটি সংস্থা, যেখানে সফলভাবে টিকে থাকতে হলে হালনাগাদ জ্ঞানের কোনো বিকল্প নেই। এখানে কাজ করতে গেলে পেশাগত মনোভাব, দক্ষতার পাশাপাশি সকল বিষয়ের ওপর দখল, চ্যালেঞ্জ নেওয়ার মানসিকতা ও দৃঢ় মনোবল থাকতে হয়। সে ক্ষেত্রেও যে নারীরা সামনে এগিয়ে যাচ্ছেন তার প্রমাণ, দেশের প্রথম নারী ট্রাফিক অফিসার বা স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রথমবার একজন নারী হয়ে প্রধান চিকিৎসা কর্মকর্তার পদ অলঙ্কৃত করেছেন এখানেই। তবে বন্দরের মতো নারীদের পিছিয়ে পড়া খাতগুলোতে সমান সুযোগই যথেষ্ট নয়, কখনও কখনও প্রয়োজন হয়ে পড়ে অগ্রাধিকারও। সেক্ষেত্রে প্রয়োজন সুনির্দিষ্ট জেন্ডার নীতি। সে লক্ষ্যেই নিজস্ব বিধিমালা, জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি এবং আইএমও'র নীতিমালার আলোকে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ প্রণয়ন করতে যাচ্ছে বন্দরের জেন্ডার নীতি (২০২০-২০২৩)। 'বৈচিত্র্যেই টেকসই উদ্ভাবন' স্লোগান নিয়ে অচিরেই কার্যকর হতে যাওয়া এ নীতি দেশের অন্যান্য সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে নারীর ক্ষমতায়নে মাইলফলক হয়ে থাকবে।

কী এই জেন্ডার নীতি

বাসে নারীর জন্য সংরক্ষিত সিট আছে, তাহলে পুরুষদের জন্য সেরকম কোনো সুবিধা নাই কেন?

বিশ্বের মোট কর্মজীবী জনশক্তির
৩৯.৩ শতাংশ নারী কিন্তু
নৌপরিবহন শিল্পখাতে এ সংখ্যা ২%

বঙ্গবন্ধুর সরকার ১৯৭২ সালে
বাংলাদেশ নারী পুনর্বাসন বোর্ড
প্রতিষ্ঠা করে

তর্কের জন্য বেশ যুতসই একটি বিষয়। ভালো করে ভাবলে বোঝা কঠিন নয়, দেশের সাধারণ আইনগুলো আসলে শুধু পুরুষের জন্য নয়, নারী-পুরুষ সবার জন্য সমান। একইভাবে বাসের সাধারণ সিটগুলোও সবার জন্য, তাই আলাদা পুরুষ সিট থাকে না।

এখন প্রশ্নটা হচ্ছে, নারীর জন্য তবে বিশেষ সুবিধা কেন? নারীর জন্য বিশেষায়িত আইনের দরকার হয়, কারণ নারীরা সমাজের পিছিয়ে থাকা অংশ। তাদের বাড়তি কিছু সাপোর্ট দরকার হয় সমান অবস্থানে আসার জন্য। ধরা যাক, ক এর কাছে ত্রিশ টাকা আছে আর খ এর কাছে ষাট টাকা। আমরা চাই দুইজনেরই এক শ টাকা করে থাকুক। তাহলে ক'কে আমাদের দিতে হবে সত্তর টাকা, আর খ'কে চল্লিশ টাকা। এটাই হলো সাম্যতা (ইক্যুয়ালিটি) আর ন্যায্যতার (ইকুইটি) মধ্যেকার তফাৎ। চট্টগ্রাম বন্দরের জেন্ডার নীতিও ঠিক এভাবেই কর্মক্ষেত্রে নারীর জন্য সাম্যতার পাশাপাশি ন্যায্যতাও প্রতিষ্ঠা করবে।

জেন্ডার ইক্যুয়ালিটি কেন দরকার

এমন কিছু বৈষম্য আছে যেটার শিকার হয়ত নারী-পুরুষ উভয়েই হয়, কিন্তু সেটার মোকাবিলা করার ক্ষেত্রে পুরুষ সামাজিক কারণে কিছু সুবিধা পায় যা নারী পায় না। আবার সন্তান জন্মদান এবং লালন-পালনে নারীর ভূমিকাও তাঁকে কর্মক্ষেত্রে বিকশিত হওয়ার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। আমাদের দেশে মাতৃত্বকালীন ছুটির মেয়াদ ছয় মাস, যা অনেক উন্নত দেশের চেয়ে বেশি। কিন্তু এর পরবর্তী সময়ে ঘরে পরিচর্যাকারী বা কর্মক্ষেত্রে মানসম্পন্ন শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের অভাবে অনেক নারীই কাজ ছাড়তে বাধ্য হন। এই বৈষম্যের ফাঁকগুলো দূর করতে বাড়তি আইনের দ্বারা নারীদের সুরক্ষা দেওয়ার একটা চেষ্টা করা হয়। ঠিক এ কারণেই নারীর জন্য বিশেষায়িত নীতির প্রয়োজন। জনসংখ্যার অর্ধেক অংশকে উপেক্ষা করে, পিছিয়ে রেখে জীবনমান উন্নয়নের চিন্তা করাও বাতুলতা। বরং নারী-পুরুষের সমতা প্রতিষ্ঠার চেতনাকে ধারণ করে নারীকে ক্ষমতায়িত, সংগঠিত ও অনুপ্রাণিত করা গেলেই কেবল বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের ক্ষুধামুক্ত ও আত্মনির্ভরশীল বাংলাদেশ গড়ে তোলা সম্ভব।

আন্তর্জাতিক মেরিটাইম শিল্পে নারী

নানা রকম বিধিনিষেধের ফাঁদে পড়ে এক সময় পর্দার আড়ালে থাকা নারী আজ নিজ যোগ্যতায় ছড়িয়ে পড়েছে সর্বক্ষেত্রে। মহাকাশচারী থেকে সাগরের অতলে গবেষণা, আকাশযানে উড়ান থেকে ন্যানোপ্রযুক্তির উদ্ভাবক–সর্বত্র তাঁর আত্মবিশ্বাসী পদচারণা। কিন্তু বিস্ময়করভাবে পোর্ট ম্যানেজমেন্ট, সমুদ্র যাত্রায় বা নৌপ্রকৌশলে নারীদের অংশগ্রহণ খুব কম। আমাদের দেশে তো বটেই, উন্নত দেশগুলোতেও এর হার খুব একটা সন্তোষজনক নয়। বিশ্বের মোট কর্মজীবী জনশক্তির ৩৯.৩ শতাংশ নারী হলেও নৌপরিবহন শিল্পে নারীর অংশগ্রহণ মাত্র ২ শতাংশ। মেয়েদের জীবনের সবচাইতে বড় চ্যালেঞ্জ সম্ভবত ব্যক্তিগত আর পেশাগত জীবনের ভারসাম্য রক্ষা করা। মাতৃত্ব, পরিবার ইত্যাদি নিয়ে একটি মেয়ে যেভাবে ভূমিকা রাখে, সেটা করতে গিয়ে স্বভাবতই সে অনেক সময় সমকক্ষ পুরুষটির চেয়ে কর্মক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়তে বাধ্য হয়। নব্বই দশকেও মেরিটাইম খাতে কর্মরত নারী বলতে প্রমোদ তরীতে খাবার সরবরাহ ও পরিবেশনকারী নারীর কথাই ভাবতেন বেশিরভাগ মানুষ। তবে বিংশ শতকে এসে এ চিত্র বদলাতে শুরু করে। এখন ইনস্যুরেন্স, ব্যাংকের মতো আর্থিক প্রতিষ্ঠান, ড্রাই বাল্ক, ট্যাঙ্কার এমনকি জাহাজের ক্যাপ্টেন থেকে বন্দর পরিচালনা–পুরুষশাসিত মেরিটাইম শিল্পের সকল ক্ষেত্রেই নিজেদের অবস্থান দিন দিন দৃঢ় করে তুলছেন নারীরা। মায়ের্স্ক, বিপি শিপিং, ন্যাভিওস, ইন্টারট্যাঙ্কো, সিএমএ সিজিএম, এমএসসির মতো শিপিং টাইকুনদের হাল ধরে আছেন নারী। গ্রিস, নাইজেরিয়ার বন্দরের প্রধান নির্বাহী পদে আছেন নারী। তবে বড় বড় প্রতিষ্ঠানের পরিচালক হিসেবে বা উচ্চপর্যায়ের কোনো পদে নারীদের অংশগ্রহণ সে অর্থে এখনও খুব একটা বেশি না।

পুরুষশাসিত মেরিটাইম ইন্ডাস্ট্রিতে বিশ্বব্যাপী নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি, বিভিন্ন বন্দরে যারা ইতিমধ্যে কর্মরত আছেন তাদের উন্নত প্রশিক্ষণ, বন্দর বা এর সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের উর্ধ্বতন পদে কাজ করার সক্ষমতার হার বাড়ানোর লক্ষ্যে জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অনুযায়ী বিশ্বব্যাপী লিঙ্গ বৈষম্যের বিরুদ্ধে সচেতনতা বৃদ্ধিতে কাজ করছে শিপিংয়ের অভিভাবক সংস্থা আইএমও। সেক্ষেত্রে লিঙ্গ বৈষম্য কমিয়ে আনার ব্যাপারটিকে প্রাধান্য দিতে চায় প্রতিষ্ঠানটি। মেরিটাইম খাতে বিশ্বের সমগ্র নারীদের অবদান তুলে ধরতে এবং ভবিষ্যৎ মেরিটাইম শিল্পে নারীর অংশগ্রহণ বাড়াতে, আইএমও সেক্রেটারি জেনারেল কাইতাক লিমের প্রস্তাবনা অনুযায়ী ২০১৯ সালের মেরিটাইম দিবসের প্রতিপাদ্য ছিলো 'নারীর ক্ষমতায়ন'। নেতিবাচক সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি, পারিবারিক অসহযোগিতা, মানসম্মত প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের অভাব, যৌন হয়রানির মতো বেশ কয়েকটি কারণে অন্যান্য পেশার তুলনায় নৌপরিবহন খাত নারীর ক্ষমতায়নে তুলনামূলকভাবে অনেক পিছিয়ে আছে। এই লিঙ্গবৈষম্য ঘুচাতে আইএমও এখন অনেক বেশি সচেষ্ট। 'জেন্ডার অ্যান্ড ক্যাপাবিলিটি' প্রোগ্রামের অধীনে এই উদ্যোগ বাস্তবায়নে কাজ করছে বৈশ্বিক প্রতিষ্ঠানটি।

এর সুফলও মিলছে। বর্তমানে ওয়ার্ল্ড মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি, ইন্টারন্যাশনাল মেরিটাইম ল ইনস্টিটিউটের মতো আন্তর্জাতিক মেরিটাইম শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান থেকে স্নাতক করা নারীরা মেরিটাইম প্রশাসন এবং নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে অবদান রাখছে।

জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনায় নারী

১৯৭১ সালে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে একটি রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। স্বাধীনতা যুদ্ধে পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও অসামান্য অবদান রেখেছিল। মুক্ত বাংলাদেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৭৩-৭৮) স্বাধীনতা যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত, ছিন্নমূল নারীর পুনর্বাসনের লক্ষ্যে কর্মসূচি গৃহীত হয়। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকবাহিনীর হাতে সম্ভ্রম হারানো মা-বোনদের আত্মত্যাগকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণীয় করে রাখার জন্য 'বীরাঙ্গনা' উপাধিতে ভূষিত করেন। বঙ্গবন্ধুর সরকার ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ নারী পুনর্বাসন বোর্ড প্রতিষ্ঠা করে। এই বোর্ডের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম ছিল: (ক) স্বাধীনতা যুদ্ধে

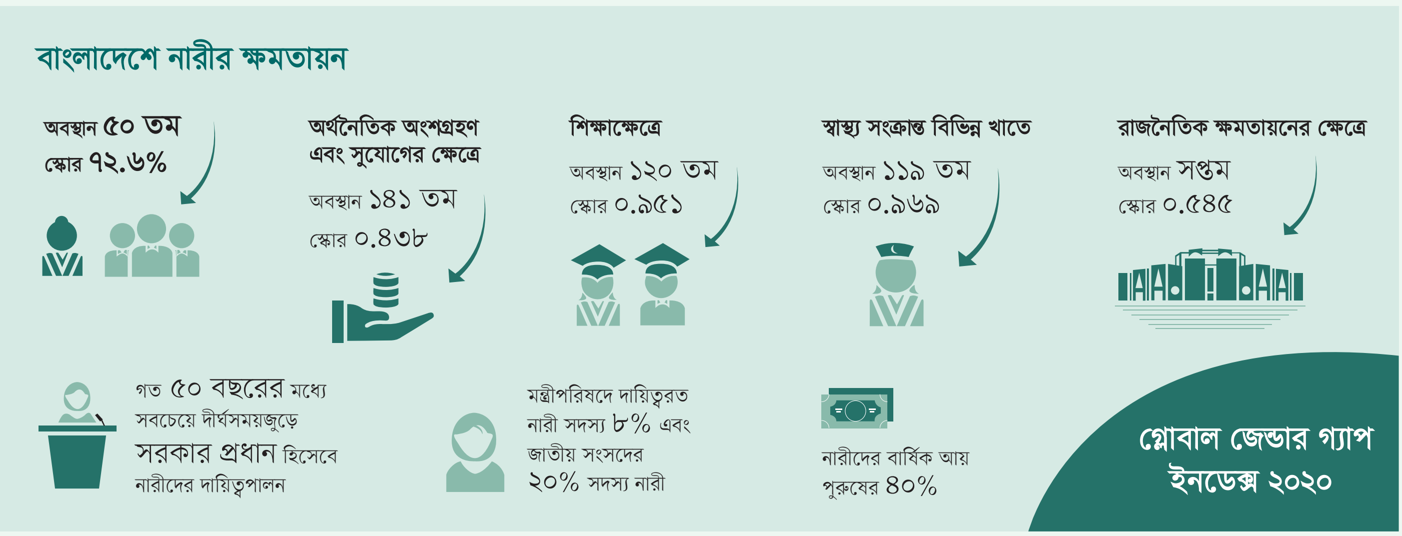

২২টি মূল লক্ষ্যকে সামনে নিয়ে
২০১১ সালে প্রণীত হয়
জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১

২০১৯ সালের মার্চ মাসের হিসাব অনুযায়ী
চট্টগ্রাম বন্দরের মোট ৫,২২৮ জন কর্মীর মধ্যে
৪,৮১৯ জন পুরুষ এবং ৪০৯ জন নারী

জাতিসংঘের প্রতিবেদন অনুযায়ী মজুরিতে লিঙ্গবৈষম্য

দেশ	নির্দিষ্ট মজুরি শ্রেণি	প্রতি ঘণ্টায় মজুরিবৈষম্য (শতাংশ)	প্রতি মাসে সৃষ্ট মজুরিবৈষম্য (শতাংশ)
বাংলাদেশ	নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণি	-৪.৭	২.২
নেপাল	নিম্নবিত্ত শ্রেণি	১৮.৯	২৬.৭
শ্রীলংকা	নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণি	২৪.০	২৭.৩
পাকিস্তান	নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণি	৩৬.৩	৪৩.৮

নির্যাতিত নারী ও শিশুর সঠিক তথ্য আহরণের জন্য জরিপ কাজ পরিচালনা করা এবং তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা; (খ) যুদ্ধে নির্যাতিত নারীদের বিভিন্ন বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

নারী পুনর্বাসন বোর্ডের দায়িত্ব ও কার্যপরিধি ক্রমশ বৃদ্ধি পাওয়ায় ১৯৭৪ সালে এই বোর্ডকে বৃহত্তর কলেবরে পুনর্গঠিত করে নারী পুনর্বাসন ও কল্যাণ ফাউন্ডেশনে রূপান্তরিত করা হয়। সরকারের দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৭৮-১৯৮০) নারী কর্মসংস্থান ও দক্ষতা বৃদ্ধি কর্মসূচি গ্রহণ করা হয় এবং তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৮৫-৯০) একই কর্মসূচি গৃহীত হয়।

চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৯০-৯৫) নারী উন্নয়নকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের অংশ হিসেবে চিহ্নিত করে উন্নয়নের মূলধারায় সম্পৃক্তকরণের লক্ষ্যে আন্তঃখাত উদ্যোগ গৃহীত হয়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বে ১৯৯৮ সালে শুরু হয় বিধবা ও দুঃস্থ নারীদের ভাতা প্রদান কার্যক্রম। বর্তমানে দেশে ৯,২০,০০০ নারী এই কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত। প্রতি মাসে একজন বিধবা নারী ৩০০ টাকা হারে ভাতা পেয়ে থাকেন। সেই সাথে রয়েছে মাতৃত্বকালীন ভাতা। মোট ৮৮,০০০ দরিদ্র মা এই কর্মসূচির আওতায় প্রতি মাসে ৩৫০ টাকা ভাতা প্রাপ্ত হন। এ ছাড়াও বয়স্ক ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা কার্যক্রম চলমান যা থেকে নারীরা উপকৃত হন। বিত্তহীন নারীর দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচির (ভিজিডি) আওতায় খাদ্য নিরাপত্তারূপে ৭,৫০,০০০ দরিদ্র নারীকে প্রতি মাসে ৩০ কেজি চাল বা ২৫ কেজি পুষ্টি আটা বিতরণ করা হয়।

২০০৮ সালের জাতীয় নির্বাচনে বিজয়ের পর বর্তমান সরকার নির্বাচনী অঙ্গীকার বাস্তবায়নে এবং নারীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ প্রণয়ন করে। জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিতে ২২টি মূল লক্ষ্য রয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য লক্ষ্যগুলো হলো:

- দেশের সংবিধানের আলোকে রাষ্ট্রীয় ও গণজীবনের সকল ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা
- নারীর মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণ
- কন্যা শিশুর উন্নয়ন
- নারীর প্রতি সকল নির্যাতন দূরীকরণ
- যথাযথ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ
- নারীর দারিদ্র্য দূরীকরণ
- নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন
- নারীর কর্মসংস্থান তৈরি
- শিল্প ও সংস্কৃতিতে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি ইত্যাদি

চট্টগ্রাম বন্দর জেন্ডার নীতি (২০২০-২০২৩)

গত বছরের ২৫ নভেম্বর থেকে ৪ ডিসেম্বর লন্ডনে অনুষ্ঠিত হয় আইএমও অ্যাসেম্বলির ৩১তম অধিবেশন। মেরিটাইম খাতে জেন্ডার ইক্যুয়ালিটি নিয়ে আসার উদ্দেশ্যে এ সেশনে গুরুত্বপূর্ণ একটি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। যার উদ্দেশ্য হবে ২০১৯ সালের বিশ্ব মেরিটাইম দিবসের প্রতিপাদ্যকে ধরে রাখা এবং নারীর জন্য প্রতিবন্ধকতাহীন কর্মপরিবেশ গড়ে তোলা। বিভিন্ন দেশের সরকার, মেরিটাইম সংস্থা এবং ইন্ডাস্ট্রি সংশ্লিষ্ট সকলকে সাথে নিয়ে একযোগে কাজ করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয় এ সময়। যাতে সকল শ্রেণি এবং জাতীয়তার নারী নিরাপদে, দ্বিধাহীন চিত্তে, কোনো প্রকারের বাধার সম্মুখীন না হয়ে মেরিটাইম ইন্ডাস্ট্রির সকল শাখায় কাজ করতে সক্ষম হন।

সিদ্ধান্তের প্রতিফলন হিসেবে ডাচ সরকারের অর্থায়নে চট্টগ্রাম বন্দর প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে উন্নয়ন কার্যক্রম চলছে। এ প্রকল্পের অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে প্রশিক্ষণ এবং ব্যবস্থাপনা পর্যায়ে নারী-পুরুষের সমান অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। যাকে দেশের জন্য উচ্চতর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জনবল তৈরি, বন্দরের সার্বিক উন্নয়ন এবং বিশ্বমানের সেবাদানের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে দেশের সুনাম ও জাতীয় অর্থনীতি মজবুত রাখার যে মূলনীতি রয়েছে চট্টগ্রাম বন্দরের, তার সমার্থক বলা চলে।

চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবস্থাপনা বোর্ডের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানের সকল ক্ষেত্রে বাস্তবায়নের জন্য একটি অভিন্ন ও একক নীতি থাকা উচিত। যার মাধ্যমে প্রশিক্ষণ থেকে শুরু করে সব পর্যায়ে বন্দরে কাজ করার সময় নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সমান সুযোগ পাবেন। এ ছাড়া বাংলাদেশ সরকারের নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের জেন্ডারভিত্তিক বাজেট এবং কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের জন্যও সহায়ক হবে এ নীতি।

এই জেন্ডার নীতি অনুযায়ী নারী-পুরুষ সমান হয়ে যাবে না। বরং কর্মক্ষেত্রে অধিকার প্রাপ্যতা, দায়িত্ব পালন এবং সুযোগ প্রাপ্তিতে নারী বা পুরুষ হিসেবে জন্মানোর কারণে কাউকে আলাদাভাবে সুবিধা প্রদান বা বঞ্চিত করা হবে না, সেটি নিশ্চিত করাই এ নীতির লক্ষ্য। জেন্ডার ইক্যুয়ালিটির প্রধান উদ্দেশ্য নারী-পুরুষ দুই পক্ষেরই আগ্রহ, প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার দিয়ে বৈচিত্র্যকে স্বীকৃতি দেওয়া। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (২০১৬-২০২০) জেন্ডার সমতাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নে বেশ কয়েকটি মন্ত্রণালয় এবং বিভাগ তাদের নিজস্ব জেন্ডার পলিসির খসড়া চূড়ান্ত করেছে। এরই পথ ধরে আলোর মুখ দেখতে চলেছে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের জেন্ডার নীতি।

চট্টগ্রাম বন্দরে জেন্ডার পরিস্থিতি

দ্য চিটাগাং পোর্ট অথরিটি অর্ডন্যান্স ১৯৭৬ অনুযায়ী চট্টগ্রাম বন্দর আংশিকভাবে আর্থিক এবং প্রশাসনিকভাবে পূর্ণ স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা। বন্দরের মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং পরিচালনায় নিজস্ব নীতিমালা রয়েছে। বর্তমান বিধিমালাগুলোর আওতায় বরাবরই কর্মক্ষেত্রে পুরুষ এবং নারীকে সমান সুযোগ দিয়ে এসেছে চট্টগ্রাম বন্দর। তাহলে কেন আলাদা করে জেন্ডার নীতি নিতে হচ্ছে? কারণ সামাজিক ও ধর্মীয় নানা ট্যাবুর কারণে এখনও অনেক পুরুষ সহকর্মী বা অন্যরা কর্মজীবী মহিলাদের প্রতি নেতিবাচক মনোভাব পোষণ করেন। প্রতিষ্ঠান সমান সুযোগ দিলেও নানাবিধ মন-মানসিকতার স্টেকহোল্ডারদের নিয়ে মাঠ পর্যায়ে কাজ করা একেবারে ভিন্ন বিষয়। এ কারণে বন্দরের মতো অপারেশনাল এবং চব্বিশ ঘন্টা চলমান একটি প্রতিষ্ঠানে নারীদের অন্তর্ভুক্তি খুবই ধীরে গ্রহণযোগ্যতা পাচ্ছে। আবার শুধু যে পুরুষদের অসহযোগিতামূলক মনোভাব থাকে, তা নয়। অন্য চাকুরির তুলনায় কায়িক পরিশ্রম বেশি করতে হয় বলে বন্দরে চাকুরির ক্ষেত্রে নারীরা আবেদন করেন কম। অনেকে বিশ্বাস করেন যে, তারা এ ধরনের কাজ করতে সক্ষম নন বা পুরুষ সহকর্মীর সমান কাজ করতে গেলে পরিবারকে যথেষ্ট সময় দেওয়া কঠিন হবে।

চট্টগ্রাম বন্দরে কর্মরত নারী কর্মীদের নিয়ে উইমেনস ফোরাম নামে একটি অলাভজনক সংগঠন যাত্রা শুরু করে ২০১০ সালে। এ ফোরামের ঐকান্তিক চেষ্টায় নারীদের জন্য ভিন্ন শৌচাগার স্থাপন ছাড়াও পুরুষ কর্মীদের মতো নারীদের পিতা-মাতাও বর্তমানে সমান স্বাস্থ্য পরিষেবা পেয়ে থাকেন। ২০১৯ সালের মার্চ মাসের হিসাব অনুযায়ী, কর্মকর্তা-কর্মচারী মিলে মোট ৫,২২৮ জন কর্মী বর্তমানে চট্টগ্রাম বন্দরের পে-স্কেলে আছেন, যাদের মধ্যে ৪,৮১৯ জন পুরুষ এবং ৪০৯ জন নারী। দশম গ্রেড বা তদূর্ধ্ব পদে কর্মরত ৩৬৪ জনের মধ্যে ৩০৬ জনই পুরুষ, বাকি ৫৮ জন নারী। কর্মকর্তা পর্যায়ের নারীদের মধ্যে বেশিরভাগ কাজ

২০১৯ সালে নিয়োগপ্রাপ্ত
৩৫০ জন নতুন কর্মীর মধ্যে ১১ জন নারী
এর মধ্যে ২ জন ট্রাফিক অফিসার

সিপিএটিআইতে নতুন যোগদানকৃত কর্মীদের
ফাউন্ডেশন কোর্সসহ বর্তমানে সমস্ত
প্রশিক্ষণে জেন্ডার ইস্যু সংযুক্ত থাকছে

করছেন শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য সেবা খাতে। বন্দরে মোট ৪০০ ধরনের পদে নিয়োগ দেওয়া হয়, যার মধ্যে ২টি পদের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে শুধু পুরুষদের আবেদনের কথা উল্লেখ করা থাকে। কারণ জুনিয়র আউটডোর অ্যাসিস্টেন্ট ধরনের পদে কাজ করতে গেলে চব্বিশ ঘন্টা দাঁড়িয়ে থেকে জাহাজ অফলোডিং তদারকি করতে হয়। গত বছর ৩৫০ জন নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মীদের মধ্যে ১১ জন ছিলেন নারী। এদের মধ্যে দুই জন ট্রাফিক অফিসার হিসেবে সরাসরি অপারেশন্সে নিয়োগ পেয়েছেন।

চট্টগ্রাম বন্দরের ব্যবস্থাপনা বোর্ডে কোনো নারী সদস্য নেই, কখনও ছিল না। কিন্তু ১৫টি বিভাগের মধ্যে একটির শীর্ষ নেতৃত্বে অতিসম্প্রতি একজন নারী ছিলেন। সেটি পরিচালক (প্রশাসন) পদে। তিনি অবসরে যাওয়ার পর সেই পদে পুনরায় একজন পুরুষ নিয়োগ পেয়েছেন। তাই বিধি মোতাবেক পুরুষ ও মহিলাদের জন্য সমান সুযোগ থাকা সত্ত্বেও কর্মীদের মধ্যে তুলনামূলকভাবে কম সংখ্যক নারী প্রতিনিধিত্বকে বিবেচনায় রেখে এ প্রতিষ্ঠানে লিঙ্গসমতা আনতে বিশেষ নীতি প্রয়োজন। কারণ এ ছাড়া বহু বছরের পুরুষতান্ত্রিক মনোভাব থেকে বের হয়ে আসার কোনো উপায় নেই। যেমন, অনেক ক্ষেত্রেই মাতৃত্বকালীন ছুটিকে টানা ছয় মাসের 'সবেতন ছুটি' বিবেচনা করে নারীর প্রতি তাঁর পুরুষ সহকর্মীরাই সবার আগে বিরূপ ধারণা পোষণ করেন। আরও বেশি নারী নিয়োগ এবং পদোন্নতি দ্রুততর করা গেলে সামগ্রিক দৃশ্যপট বদলাতে শুরু করবে।

নিয়োগপ্রাপ্ত অনেক কর্মকর্তা ও কর্মচারী প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, পলিটেকনিক এবং কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে পড়াশোনা শেষ করে আসেন। তবে এসব প্রতিষ্ঠানে নারীর অংশগ্রহণ কম। সংখ্যাগরিষ্ঠ নারী দেশের মূল ধারার শিক্ষায় আগ্রহী। স্বভাবতই যথাযথ প্রযুক্তিজ্ঞানের অভাব বন্দরের মূল ধারায় নারী নিয়োগের ক্ষেত্রে একটা বড় চ্যালেঞ্জ। তাই এ খাতে পেশাগত উৎকর্ষের সুযোগ এবং কর্মপরিবেশ সম্পর্কে দেশের বৃহত্তর অংশের নারীদের সচেতন করা জরুরি। জেন্ডার স্টেরিওটাইপিং কাটাতে প্রাথমিক শিক্ষার পর্যায়ে থাকতেই শিশুদের মনে প্রযুক্তিগত পড়াশোনার প্রতি আগ্রহ জাগিয়ে তোলার কোনো বিকল্প নেই।

পেশার খাতিরে বন্দরের নারী কর্মকর্তাদের বিদেশ ভ্রমণে অংশগ্রহণ আগের চেয়ে অনেক বেড়েছে। এসব উদ্যোগ থেকে পরিষ্কার ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, কেবল অংশগ্রহণই নয়, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ নারীর ক্ষমতায়ন এবং সমবন্টনেও আগ্রহী।

দরকার আরও উদ্যোগ

বাংলাদেশের সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ের অধিকাংশ কর্মক্ষেত্রের তুলনায় চট্টগ্রাম বন্দরে নারীদের কর্মপরিবেশ উন্নত। এখানে গর্ভবতী নারীর জন্য পৃথক বিশ্রামাগারের ব্যবস্থা রয়েছে, যেখানে সে কিছু সময়ের জন্য বিশ্রাম নিতে পারে। ফলে গর্ভকালীন সময়েও কাজে দীর্ঘ সময় ধরে মনোনিবেশ করাটা সহজ হয়। দুগ্ধদানকারী মায়ের শিশুকে দুধ পান করানোর জন্যও আছে আলাদা কক্ষ। বন্দরে কর্মরত নারী কর্মীদের জন্য পৃথক যাতায়াতের সুব্যবস্থা রয়েছে।

বন্দর ভবনে নারীদের জন্য পৃথক শৌচাগার আছে বটে; কিন্তু অবস্থানগত কারণে সেখানে যাওয়া-আসাটা বেশ বিব্রতকর। বিশাল বড় প্রশাসনিক ভবনের জন্য অল্প কয়টি শৌচাগার মোটেই যথেষ্ট নয়। এ ছাড়া শিশুর অসুস্থতা বা অন্যান্য প্রয়োজনে বাসায় আসা-যাওয়ার জন্য একজন কর্মজীবী মাকে দিনের কাজের মাঝে লম্বা বিরতি দিতে হয়। তাই বন্দর ভবনে মানসম্পন্ন শিশু দিবা যত্ন কেন্দ্র থাকলে সকলেই উপকৃত হবেন। বন্দরে চাকুরিরত কর্মীদের বাচ্চার জন্য সম্প্রতি চালু হয়েছে শিশু দিবা যত্ন কেন্দ্র। যথাযথ সরঞ্জাম এবং শিশুপালনে অভিজ্ঞ ব্যক্তি নিয়োগের মাধ্যমে এটিকে একটি আদর্শ শিশু প্রতিপালন কেন্দ্রে রূপ দিতে ঐকান্তিক চেষ্টা চলছে।

বন্দরে কর্মরত নারী কর্মকর্তারা দেশে বিদেশে নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রের ওপর উচ্চতর প্রশিক্ষণে অংশ নিচ্ছেন। এ সংখ্যা আরও বাড়ানোর চেষ্টা চলছে। কারণ কর্মদক্ষতা বৃদ্ধিতে নিজেকে আরও হালনাগাদ করার কোনো বিকল্প নেই।

জেন্ডার সচেতনতায় প্রচার-প্রচারণা

লিঙ্গবৈষম্য বা সবার জন্য সমান সুবিধার ওপর চট্টগ্রাম বন্দরের কোনো আলাদা সার্ভিস রুল বা কোড অব কন্ডাক্ট নেই। বেশ কিছু নিয়মকানুন এবং বিধিমালার সম্মিলনে যে সার্ভিস রুল রয়েছে, তাতে চাকুরিকালীন সময়ের আচরণবিধি ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তাতে জেন্ডারের কোনো প্রসঙ্গ আসেনি। চট্টগ্রাম পোর্ট অথরিটি ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের (সিপিএটিআই) সকল প্রশিক্ষণ বা কর্মশালায়ও সাধারণভাবে সকল গ্রাহক এবং সহকর্মীদের সাথে কেমন ব্যবহার করা উচিৎ সে বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

কোনো ধরনের হয়রানির শিকার হলে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবাই প্রশাসনিক বিভাগের লাইন ম্যানেজারের কাছে অভিযোগ দায়ের করতে পারেন। কিন্তু মানসিক সাপোর্টের জন্য আলাদা কোনো কনফিডেনশিয়াল কাউন্সেলর নিয়োগ দেওয়া হয়নি। ২০১৮ সিপিএটিআইতে জেন্ডার ইস্যু নিয়ে এক দিনের প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছিল। কর্মকর্তা এবং কর্মচারী উভয়ের জন্য প্রতি বছর নিয়মিতভাবে এ কোর্সটি সম্পাদনের পরিকল্পনা রয়েছে। বন্দরের পর্ষদ সদস্য জাফর আলম এ কোর্সের মূল প্রশিক্ষক। পাশাপাশি চট্টগ্রাম জেলা আদালতের আইনজীবী বা এ ধরনের সফল পেশাজীবীদের মধ্য থেকে অতিথি বক্তারাও উপস্থিত থাকেন। সিপিএটিআইতে নতুন যোগদানকৃত কর্মীদের ফাউন্ডেশন কোর্সসহ বর্তমানে সমস্ত প্রশিক্ষণে জেন্ডার ইস্যু সংযুক্ত থাকছে।

বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত বন্দরের নিয়মিত মুখপত্র বন্দরবার্তা ও সিপিএ নিউজে মেরিটাইম সেক্টরে কর্মরত নারীদের নিয়ে বিশেষ নিবন্ধ ছাপা হয়েছে। বন্দর এবং তার সহযোগী প্রতিষ্ঠানে কর্মজীবী নারীদের অংশগ্রহণের বর্তমান পরিস্থিতি এবং ভবিষ্যত উদ্যোগ উঠে আসে এসব নিবন্ধে। বাংলা ও আন্তর্জাতিক ভাষায় প্রকাশিত হওয়ায় দেশি-বিদেশি সহযোগী সংস্থা ও স্টেকহোল্ডারদের কাছে পৌঁছে যায় এসব উদ্যোগ, সাধুবাদ পায় চট্টগ্রাম বন্দর। কিন্তু দুঃখজনক হলো, বন্দরের নিজস্ব মানবসম্পদের বেশিরভাগই এ সম্পর্কে এখনও অন্ধকারে রয়ে গেছেন।

বন্দরে জেন্ডার নীতির মূল উদ্দেশ্য

বন্দরের জেন্ডার নীতির মূল উদ্দেশ্য হলো, চট্টগ্রাম বন্দরে জনবল নিয়োগ ও নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে নারীর ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি, একইসাথে বন্দরকে নারীর জন্য নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য কর্মস্থল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা। মানবসম্পদে বৈচিত্র্য আনা গেলে সেটা সামগ্রিক উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনায়ও ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। এ নীতির সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যের মধ্যে আছে:

১. পুরুষ এবং নারীদের জন্য সমান সুযোগ ও সমতার গুরুত্ব বোঝাতে কর্মীদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি

২. উচ্চশিক্ষিত ও যোগ্যতাসম্পন্ন নারীদের কাছে আকর্ষণীয় কর্মক্ষেত্র হিসেবে বন্দরকে তুলে ধরতে উদ্যোগ গ্রহণ

৩.বন্দরের অধীনস্থ সব বিভাগে সকল পর্যায়ের পদে নারী নিয়োগ বৃদ্ধি

৪. ব্যবস্থাপনা পর্যায়ে নারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণের সুযোগ বাড়ানো

চট্টগ্রাম বন্দরের জেন্ডার নীতির একটি মূল লক্ষ্য হলো কর্মক্ষেত্রে অংশগ্রহণ বাড়িয়ে নারীর ক্ষমতায়নকে প্রতিষ্ঠা করা

তিন বছর মেয়াদি জেন্ডার কমিটির সদস্যরা নিযুক্ত হবেন প্রশাসন বিভাগের পরিচালকের সরাসরি নির্দেশের মাধ্যমে

বিশেষজ্ঞ মতামত এবং জেন্ডার কমিটির অনুমোদনের পরই চূড়ান্ত হবে জেন্ডার নীতির অ্যাকশন প্ল্যান

বন্দরের নিজস্ব জেন্ডার নীতি এবং নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ বাস্তবায়নে কাজ করে যাবে সাত সদস্যবিশিষ্ট জেন্ডার কমিটি

৫.নারী-পুরুষ সকলের জন্য কর্মপরিবেশ ও বিভিন্ন সেবার মান উন্নত করা

৬.বন্দর প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট এবং অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জেন্ডার সচেতনতা গড়ে তুলতে ট্রেনিং কনটেন্টে এ ধরনের পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্তি

৭. লিঙ্গবৈচিত্র্য মাথায় রেখে পরিকল্পনা ও বাজেট প্রণয়ন

কীভাবে বাস্তবায়িত হবে এ নীতি

বন্দরে জেন্ডার নীতির বাস্তবায়নে সহায়তার জন্য বন্দরের সকল বিভাগের অংশগ্রহণে একটি অভ্যন্তরীণ পরিকাঠামো তৈরি করা হবে। তিনটি মূল স্তম্ভের ওপর ভিত্তি করে এ কাঠামো কাজ করবে।

১. প্রশাসনিক বিভাগ, বন্দর প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং অপারেশন ডিপার্টমেন্টে কর্মরত নারী ও পুরুষ উভয়ের সমন্বয়ে একটি জেন্ডার কমিটি গঠন করা হবে।

২. একজন জেন্ডার কমিটি কোঅর্ডিনেটর, যিনি একই সাথে কনট্যাক্ট পারসন এবং জেন্ডার নীতির সমন্বয়ক হিসেবে কাজ করবেন।

৩. একজন পুরুষ ও একজন নারী–দুই জন কনফিডেনশিয়াল কাউন্সেলর থাকবেন। কর্মী, দর্শনার্থী এবং বন্দরে আগত স্টেকহোল্ডারদের প্রতিনিধিদের জন্য ফার্স্ট কনট্যাক্ট পারসন হিসেবে থাকবেন তাঁরা। যেকোনো ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত, বৈষম্যমূলক, আগ্রাসী বা যৌন হয়রানিমূলক আচরণের শিকার হলে প্রথমে তাদের কাছেই অভিযোগ জানাতে হবে।

বন্দর ব্যবস্থাপনা পর্ষদ সদস্য (প্রশাসন ও পরিকল্পনা) জাফর আলমের নেতৃত্বে সাত সদস্যের জেন্ডার কমিটি গঠিত হয়েছে চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে। বন্দরের নিজস্ব জেন্ডার নীতি বাস্তবায়নের পাশাপাশি জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ এর আলোকে লিঙ্গসাম্য আনতে কাজ করবে এ কমিটি। সেই সাথে বৈষম্যহীন এবং নারীর জন্য ভোগান্তিমুক্ত কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করতে বন্দরকে সার্বিক দিকনির্দেশনা দিবে। বন্দর প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের সিনিয়র প্রশিক্ষক, অভিজ্ঞ চিকিৎসা কর্মকর্তা, বন্দরের অধীনস্থ কলেজের উপাধ্যাক্ষ, অপারেশন তথা ট্রাফিক বিভাগের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা–মোট কথা, নারী উন্নয়নের সাথে সক্রিয়ভাবে জড়িত এবং নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে যোগ্য ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে এ জেন্ডার কমিটি। রিসোর্স পারসন হিসেবে কমিটির দুজন সদস্য জেন্ডার ইস্যু সংক্রান্ত ডেটা, নিবন্ধ এবং দলিলাদি সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করবেন। তিন বছর মেয়াদি এ কমিটির সদস্যরা প্রশাসন বিভাগের পরিচালকের সরাসরি অফিস অর্ডারের মাধ্যমে নিয়োগকৃত। প্রতি ছয় মাস অন্তর কমিটি বন্দর চেয়ারম্যানকে তাঁদের কর্মকাণ্ডের অগ্রগতির প্রতিবেদন জমা দিবে এবং পরবর্তী নির্দেশনা অবধি বিধি মোতাবেক কার্যক্রম চালিয়ে যাবে।

নেদারল্যান্ডসের সহযোগিতায় চট্টগ্রাম বন্দরে জেন্ডার ফোকাল পয়েন্ট অফিসার নামে একটি পদ সৃষ্টি করা হয়েছে যা বর্তমানে চূড়ান্ত সরকারি অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে। এই ফোকাল পয়েন্ট অফিসার হবেন একজন নারী, যিনি অপারেশনের ম্যানেজমেন্ট শাখার অধীনে কাজ করবেন।

পরিকল্পনা, তদারকি ও মূল্যায়ন

কোনো নীতি বা পলিসিই ধ্রুব নয়। যুগের সাথে, পরিবর্তিত সমাজের চাহিদার সাথে তাল মিলিয়ে এতে সর্বদা সংযোজন, বিয়োজন চলতে থাকে। আবার কোনো একটি নীতিমালা তৈরি এক কথা, কিন্তু সুষ্ঠুভাবে এর বাস্তবায়ন সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়। বন্দরে জেন্ডার পলিসি বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় অ্যাকশন প্ল্যান বিশেষজ্ঞ মতামতের ভিত্তিতে তৈরি করা হবে। জেন্ডার কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষে অ্যাকশন প্ল্যান চূড়ান্ত করা হবে।

জেন্ডার অ্যাকশন প্ল্যানে বর্ণিত প্রতিটি ধাপ বাস্তবায়নের জন্য পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ প্রয়োজন। এই ব্যয় নির্বাহ করতে বন্দরের বার্ষিক বাজেটে জেন্ডার অ্যাকটিভিটিজ বাবদ আলাদা বরাদ্দ রাখা হবে। জেন্ডার কমিটির প্রতিটি সদস্য তাঁদের সংশ্লিষ্ট বিভাগ বা ইউনিটের মধ্যে অনুমোদিত বার্ষিক বাজেটের অংশ ব্যয় পরিচালনা ও দেখভাল করবেন।

যেকোনো পরিকল্পনা এবং এর ভিত্তিতে গৃহীত সিদ্ধান্ত সঠিক হয়েছে কিনা তা জানার মূল উপায় হলো নিয়মিত তদারকি এবং মূল্যায়ন। অনুমোদন পাওয়ার দেড় বছর পর একটি মধ্যমেয়াদি এবং তিন বছর পর পূর্ণাঙ্গ মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যাবে এ নীতিটি। আর জেন্ডার নীতির সম্ভাব্য ভুলত্রুটি বা বিচ্যুতি সংশোধনের উদ্দেশ্যে নিয়মিত এর অধীনে পরিচালিত সকল কার্যক্রম পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে রেকর্ড করবে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ। এ উদ্দেশ্যে:

- অ্যাকশন প্ল্যান সুচারুরূপে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে কিনা সেটা দেখতে জেন্ডার কমিটির এক অথবা একাধিক সদস্যকে নিয়োগ করা হবে।
- উক্ত সদস্য বা সদস্যরা নিয়মিত (প্রতি ছয় মাসে একবার) ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ এবং জেন্ডার কমিটিকে পলিসি এবং অ্যাকশন প্ল্যানের অগ্রগতি এবং বাস্তবায়নের ওপর রিপোর্ট জমা দেবেন।
- পলিসি বাস্তবায়নের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে বন্দর কর্মীদের অবগত করতে উক্ত সদস্য বা সদস্যরা বার্ষিক একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করবেন।
- নীতিমালা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে উন্নয়ন সূচক নির্ধারণ করবে জেন্ডার কমিটি।

শেষ কথা

ইসলাম পূর্ব যুগে বিবি খাদিজা বিধবা হয়ে স্বামীর রেখে যাওয়া ব্যবসা নিজে নিয়ন্ত্রণ করতেন। তিনি আমাদের নবী হযরত মোহাম্মদ (দঃ) কে তাঁর ব্যবসা দেখাশোনার কাজে নিয়োগ করেন। পরে তাঁর সততা, আদর্শ ও দক্ষতায় মুগ্ধ হয়ে তাঁকে বিবাহ করেন এবং তিনিই প্রথম মানুষ যিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। সে যুগে বিবি খাদিজার এই অর্জন আজকের নারীর কাছে এ এক মহাঅনুকরণীয় আদর্শ। আমাদের সংবিধান, জাতিসংঘ সনদ, জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১, আইএমও জেন্ডার পলিসির ধারাবাহিকতায় গড়ে তোলা চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের জেন্ডার নীতি বাংলাদেশের নারীর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও পারিবারিক উন্নয়নের চাবিকাঠি। যদি যথাযথভাবে কার্যকর করা হয়, তাহলে এ অঞ্চলের নারী-পুরুষের বৈষম্য দূর হবে, নারীর প্রকৃত ক্ষমতায়ন হবে। মানব উন্নয়ন সূচকে বিশ্ব দরবারে আমরা আরও মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারব।

আফরোজা বিথী
প্রদায়ক, বন্দরবার্তা

শিপিং খাতে অতি-নির্ভর চীনের অর্থনীতিতে করোনার প্রভাব

চীনে করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের প্রভাব নিয়ে সর্তক করেছে শিপিং অ্যাসোসিয়েশন বিমকো। সংগঠনটি জানিয়েছে, যদি গণস্বাস্থ্য সুরক্ষায় গৃহীত কঠোর পদক্ষেপগুলো আরও দীর্ঘায়িত হয় তাহলে দেশটির শিপিং খাতে অপূরণীয় ক্ষতি হবে।

করোনা ভাইরাসের প্রভাব এরই মধ্যে প্রবল হতে শুরু করেছে। আলপাইনারের হিসাব অনুযায়ী, জানুয়ারির শেষ থেকে চীন থেকে ১৭ লাখ টিইইউ কনটেইনারভর্তি পণ্য রপ্তানি বাতিল হয়েছে। পাশাপাশি অনেক জাহাজই সক্ষমতার পুরোটুকু ব্যবহার করতে পারছে না। বিমকো'র মুখ্য বিশ্লেষক পিটার স্যান্ড শিপিং খাতের ওপর করোনা ভাইরাসের প্রভাব নিয়ে তিনটি সম্ভাব্য পরিস্থিতি তুলে ধরেছেন। প্রথমটি হচ্ছে, চীনের নিয়ন্ত্রণমূলক প্রভাব সফল হবে এবং মার্চের মধ্যেই চীনা কারখানাগুলো স্বাভাবিক উৎপাদন কার্যক্রম শুরু করবে। ফলে শিপিংয়ের চাহিদাও ফিরে আসবে। দ্বিতীয়টি হচ্ছে, এপ্রিলের আগ পর্যন্ত পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে না। আর সর্বশেষ বাজে পরিস্থিতিটি হচ্ছে, ভাইরাসটি এমনভাবে ছড়িয়ে পড়ছে যে, এর প্রভাব অপ্রত্যাশিতভাবে দীর্ঘায়িত হবে।

প্রথম পরিস্থিতি অনুযায়ী, বৈশ্বিক সরবরাহ শৃঙ্খলে সামান্য প্রভাব পড়বে এবং ক্যারিয়ারগুলো সে প্রভাব সহসাই সামাল দিতে পারবে। দ্বিতীয় পরিস্থিতিতে উৎপাদন ব্যবস্থা বাধাগ্রস্ত হবে, সড়ক পরিবহন ও বন্দর কার্যক্রমে বিঘ্ন ঘটবে। এটা বৈশ্বিক সরবরাহ শৃঙ্খলে খুচরা ও উৎপাদিত পণ্যের স্বল্পতা সৃষ্টি করবে। ট্যাঙ্কারগুলো ইতিমধ্যে যথেষ্ট ক্ষতির মুখোমুখি হয়েছে। ভাড়ার হার ডিসেম্বরে দিনপ্রতি এক লাখ ডলার থেকে নেমে জানুয়ারিতে ১৮ হাজার ডলারে ঠেকেছে। চীনের অর্থনীতির ওপর বৈশ্বিক শিপিং শিল্পের নির্ভরশীলতা করোনা ভাইরাসের প্রভাবে স্পষ্ট হয়েছে। যদি চীনের শ্রমশক্তির বড় অংশ কোয়ারান্টাইনে থাকে, তাহলে বাণিজ্যিক শিপিং খাতের সামনে অপেক্ষা করছে অন্ধকার ভবিষ্যৎ।

বিশ্বের প্রথম স্ব-জীবাণুমুক্তকরণ জাহাজ বহর আনলো লিন্ডব্লান্ড

করোনা ভাইরাসসৃষ্ট মহামারীর কারণে এশিয়াজুড়ে ক্রুজ জাহাজগুলোর কার্যক্রম সংকুচিত হয়ে এসেছে। এ অবস্থায় ন্যাশনাল জিয়োগ্রাফিকের অভিযান পরিচালনাকারী ক্রুজ অপারেটর লিন্ডব্লাড জানিয়েছে, তারাই বিশ্বের প্রথম স্ব-জীবাণুমুক্তকরণ জাহাজ বহর নিয়ে এসেছে। ডেনমার্কের কোম্পানি এসিটি গ্লোবালের তৈরি টাইটানিয়াম ডাইঅক্সাইডের ফটোক্যাটালাইটিক উপকরণ সমৃদ্ধ বিশেষ ধরনের কোটিং বা আবরণ ব্যবহার করা হয়েছে এ জাহাজে। যা বায়ুবাহিত জলজ অণু থেকে মুক্ত মৌল সৃষ্টি করে। আলোর সংস্পর্শে এলে এ আবরণ জলীয়বাষ্পকে হাইড্রোক্সিল আয়নে রূপান্তরিত করে, যা ভেঙে ফেলে ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, বায়ুবাহিত অ্যালার্জি এবং ভলাটাইল অর্গানিক কম্পাউন্ড (ভিওসি)। লিন্ডব্লাড জানিয়েছে, এসিটি গ্লোবালের বিশেষ এই আবরণ পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যকর জাহাজ নির্মাণে ভূমিকা রাখার পাশাপাশি পরিবেশের ওপর নেতিবাচক প্রভাবও হ্রাস করবে।

উচ্চ সালফারযুক্ত তেল পরিবহনও নিষিদ্ধ হচ্ছে

চলতি বছরের ১ মার্চ থেকে নিষিদ্ধ হচ্ছে ভারী জ্বালানি তেল পরিবহন। আইএমও'র পল্যুশন প্রিভেনশন অ্যান্ড রেসপন্স সাব-কমিটি গত ফেব্রুয়ারিতে জাহাজে পরিবহন করা জ্বালানি তেলে সালফারের মাত্রা পরীক্ষার খসড়া নির্দেশিকা চূড়ান্ত করেছে।

গবেষণা ও পরামর্শক প্রতিষ্ঠান উড ম্যাকেঞ্জির বিশ্লেষক মার্ক উইলিয়ামস বলেন, উত্তর আমেরিকা ও ইউরোপে আমরা উচ্চমাত্রায় কমপ্লায়েন্স আশা করছি। তবে এর বাইরে প্রধান বাঙ্কারিং হাব যেমন এশিয়া, আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য এবং কিছুমাত্রায় ল্যাটিন আমেরিকায় কমপ্লায়েন্স ইস্যুটি ততটা জোরালো থাকবে বলে মনে হয় না।

উইলিয়ামস বলেন, নামকরা শিপারগুলো এরই মধ্যে সালফার সীমা মেনে চলছে। তবে উচ্চ সালফারযুক্ত জ্বালানি বহনকারী কোনো ট্যাঙ্কার উন্মুক্ত সাগরে আরেকটি ভেসেলে এ জ্বালানি স্থানান্তর করতেই পারে। তবে এ ধরনের প্রতারণার সংখ্যা বেশ কম হবে বলেই আশা করছি।

বাল্ক ক্যারিয়ারে থ্রিডি প্রিন্টেড স্কাপার প্লাগ

'বার্জ মাফাদি' নামের একটি বার্জ বাল্ক ভেসেলে বিশ্বে প্রথমবারের মতো বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদিত থ্রিডি প্রিন্টেড স্কাপার প্লাগ সরবরাহ করা হয়েছে। ইভালদি গ্রুপের সঙ্গে চলমান সহযোগিতার অংশ হিসেবে চলমান ভিলহেমসেন'স আর্লি অ্যাডপ্টার কর্মসূচির অধীনে এ প্লাগগুলো সরবরাহ করা হয়। চাহিদা অনুযায়ী ছয়টি গ্রাহক কোম্পানিকে ভিলহেমসেন এভাবে খুচরা যন্ত্রাংশ সরবরাহ করবে। এরা হলো বার্জ বাল্ক, কার্নিভাল মেরিটাইম, থম শিপ ম্যানেজমেন্ট, ওএসএম মেরিটাইম গ্রুপ, এক্সিকিউটিভ শিপ ম্যানেজমেন্ট এবং ভিলহেমসেন শিপ ম্যানেজমেন্ট। যন্ত্রাংশগুলোর গুণমান পরীক্ষা করছে ক্লাস সোসাইটি ডিএনভি জিএল। একটি অনন্য সিলেকশন, ডিজিটাইজেশন এবং ডকুমেন্টেশন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে প্রতিটি উৎপাদিত যন্ত্রাংশকে একটি প্রিন্ট পাসপোর্ট নম্বর প্রদান করা হয়। থ্রিডি প্রিন্টিংয়ের মাধ্যমে এ ধরনের যন্ত্রাংশ উৎপাদন বেশ সময় ও ব্যয় সাশ্রয়ী।

ব্রেক্সিটের প্রভাব মোকাবিলায় প্রস্তুত যুক্তরাজ্যের বন্দরগুলো

ব্রেক্সিট-পরবর্তী সবচেয়ে বাজে পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে যুক্তরাজ্যের অধিকাংশ বন্দর প্রস্তুতিমূলক পদক্ষেপ নিয়েছে। এ কারণে ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে আনুষ্ঠানিক প্রস্থানের পর সম্ভাব্য বাণিজ্য-বিঘ্নতার কারণে বন্দরগুলোয় খুব বেশি জট তৈরি হবে না বলে জানিয়েছে ব্রিটিশ পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন (বিপিএ)। বন্দরে জট বা বাণিজ্য-বিঘ্নতার কারণে ব্যবসায়ী, উৎপাদক ও গ্রাহকদের ব্যয় বেড়ে

সংবাদ সংক্ষেপ

এমভি স্টেলার ব্যানারের সম্ভাব্য দূষণ রোধে ব্যবস্থা

ব্রাজিলের স্যান লুইস উপকূল থেকে ১০০ কিলোমিটার দূরে চড়ায় আটকে পড়া বিশাল আকরিকবাহী জাহাজ এমভি স্টেলার ব্যানার থেকে সম্ভাব্য দূষণ রোধে নড়েচড়ে বসছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এবং কোম্পানিগুলো। দেশটির নেভাল কর্তৃপক্ষ ব্রাজিলের আকরিক কোম্পানি ভেইল এসএ, ব্রাজিলিয়ান ইনস্টিটিউট অব দ্য এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড রিনিউয়েবল ন্যাচরাল রিসোর্স (ইবামা), স্যালভ্যাজ কোম্পানি আর্ডেন্ট গ্লোবাল, ইটাকুই বন্দরের পরিবেশ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষসহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে আলোচনা করছে। ইতিমধ্যে ইবামাকে ওই এলাকায় উদ্ধারকারী জাহাজ এবং ক্ষতিকর উপাদানগুলো সরানোর যন্ত্রপাতি মোতায়েনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

আয়ারল্যান্ডের দক্ষিণ উপকূলে ভুতুড়ে জাহাজ

একটি রহস্যময় কার্গো জাহাজ ১৭ ফেব্রুয়ারি আয়ারল্যান্ডের দক্ষিণ উপকূলের এক স্থানের তীরে উঠে আসলে কৌতুহলের সৃষ্টি হয়। পরবর্তীতে আইরিস কোস্ট গার্ড জানায়, ৭৭ মিটার দীর্ঘ এমভি আলটা নামের এই কার্গো জাহাজটি ২০১৮ সালে গ্রিস থেকে হাইতি যাওয়ার পথে দুর্ঘটনার শিকার হয়ে সমুদ্রে পরিত্যক্ত হয়। প্রায় এক বছর ধরে উত্তর আটলান্টিকে ভেসে বেড়ানোর পর পরিত্যক্ত জাহাজটি ঘণ্টায় ১১০ কিলোমিটার গতিসম্পন্ন ঝড় ডেনিস-এর তোড়ে এসে তীরে থাকা পাথরে আটকে যায়।

দক্ষিণ কোরিয়ার বিরুদ্ধে এবার ডব্লিউটিও-এ পিটিশন

স্থানীয় জাহাজনির্মাণ শিল্পকে বৈশ্বিক চাহিদা এবং প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে দক্ষিণ কোরিয়া বিশেষ প্রণোদনা দিচ্ছে। তবে পার্শ্ববর্তী দেশ জাপানের মতে, এই খাতে মাত্রাতিরিক্ত ঋণসুবিধা, গ্যারান্টি, ইনস্যুরেন্স এবং অন্যান্য আর্থিক প্রণোদনা বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (ডব্লিউটিও) নিয়মগুলোকে ভঙ্গ করছে। এ নিয়ে তারা ডব্লিউটিও'র কাছে সম্প্রতি একটি পিটিশন দায়ের করেছে। উল্লেখ্য, ২০১৮ সালেও দক্ষিণ কোরিয়ার বিরুদ্ধে জাপান একই অভিযোগ আনে। তখন দেশদুটি দ্বিপাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে বিষয়টি সমাধানে ব্যর্থ হয়।

নতুন বন্দর নির্মিত হচ্ছে ভারতের মহারাষ্ট্রে

সম্প্রতি ভারতের প্রধানমন্ত্রী মহারাষ্ট্র রাজ্যের পশ্চিম উপকূলের ধধবনে একটি নতুন বন্দর নির্মাণ প্রকল্পের অনুমোদন দিয়েছেন। এই প্রকল্পে জওহরলাল নেহরু পোর্ট ট্রাস্ট (জেএনপিটি) ৫০ শতাংশ অর্থায়ন করবে। নির্মিতব্য এই বন্দরে বিশ্বের সর্ববৃহৎ কনটেইনার শিপগুলো নোঙর করতে সক্ষম হবে এবং ২০২৩ সাল নাগাদ এটি জেএনপিটি'র কার্যক্রমে ১০ মিলিয়ন টিইইউ হ্যান্ডলিং সক্ষমতা যুক্ত করবে। আর নতুন এই বন্দরে প্রাকৃতিকভাবেই পাওয়া যাবে প্রায় ২০ মিটার ড্রাফট।

সংবাদ সংক্ষেপ

বিসি ফেরিসের দুটি হাইব্রিড ইলেকট্রিক শিপের নামকরণ

কানাডার ফেরি অপারেটর বিসি ফেরিস একটি নামকরণ অনুষ্ঠানে তাদের প্রথম দুটো আইল্যান্ড ক্লাস ফেরির নাম প্রকাশ করেছে। প্রয়োজনে পুরোপুরি ব্যাটারিতে চলতে সক্ষম এই ফেরি দুটির একটি আইল্যান্ড ডিসকভারি এবং অন্যটি আইল্যান্ড অরোরা। ২০২০ সালের মধ্যভাগে যোগ দিতে যাওয়া জাহাজনির্মাতা প্রতিষ্ঠান ড্যামেন ফেরি দুটি নির্মাণ করেছে। এই ক্লাসের ফেরি ৪৭টি যান এবং ৩০০ থেকে ৪৫০ জন যাত্রী ও নাবিক পরিবহন করতে সক্ষম। প্রাথমিকভাবে আইল্যান্ড ডিসকভারি পাওয়েল নদী-টেক্সাডা দ্বীপ রুটে এবং আইল্যান্ড অরোরা পোর্ট ম্যাকনেইল-অ্যালার্ট বে-সয়েনটুলা রুটে চলবে।

চালু হয়েছে ম্যাগমা মেরিটাইমের শিপ ফাইন্যান্স প্লাটফর্ম

সম্প্রতি লন্ডনভিত্তিক সংস্থা ম্যাগমা মেরিটাইম জাহাজে অর্থায়নের একটি প্লাটফর্ম চালু করেছে। টোকেনাইজেশনের মাধ্যমে কার্গো ভেসেলের আংশিক মালিকানাকে উৎসাহিত করা হবে এই প্লাটফর্মের মাধ্যমে। এর মূল উদ্দেশ্য টোকেনাইজড ওনারশিপ স্ট্রাকচারের আওতায় ২০০ মিলিয়ন ডলার ফান্ড সংগ্রহ, যার মাধ্যমে আধুনিক জাহাজ সংগ্রহ করা হবে। উল্লেখ্য, জানুয়ারিতে হামবুর্গভিত্তিক প্রতিষ্ঠান নিউ শোর ইনভেস্ট এ ধরনের একটি টোকেনভিত্তিক শিপ ফাইন্যান্সিং প্লাটফর্ম প্রথম চালু করেছে।

রটারড্যাম বন্দরে বেড়েছে নিম্ন সালফারযুক্ত জ্বালানির চাহিদা

২০১৯ সালে রটারড্যাম বন্দরে এলএনজি, জৈব এবং নিম্ন-সালফারযুক্ত বাঙ্কার জ্বালানির চাহিদা বেশ বেড়ে গেছে। ডিসেম্বরে মোট জ্বালানি বিক্রির ৬২ শতাংশই ছিল ভেরি লো সালফার ফুয়েল, আর পুরো শেষ প্রান্তিক জুড়ে এই পরিমাণ ছিল ৪৮ শতাংশ। আর আল্ট্রা লো সালফার ফুয়েল বিক্রি হয়েছিল মোট বিক্রির ১৩ শতাংশ। এ ছাড়াও এলএনজি বিক্রি বেড়েছে প্রায় তিন গুণ। উল্লেখ্য, ২০১৫ সাল থেকে নেদারল্যান্ডস এবং উত্তর সাগরের উপকূলে অন্যান্য দেশের জলসীমায় ০.১ শতাংশ সালফার সমৃদ্ধ জ্বালানি ব্যবহার করা হচ্ছে।

ক্যানাভেরাল বন্দরে আসছে প্রথম ইলেকট্রিক পাইলট বোট

ক্যানাভেরাল পাইলটস অ্যাসোসিয়েশন সম্প্রতি নেভাল আর্কিটেকচার ফার্ম গ্লোস্টেন অ্যান্ড রে হান্ট ডিজাইন এর সাথে বিদ্যুচ্চালিত পাইলট বোটের নকশা, নির্মাণ এবং পরিচালনা সংক্রান্ত একটি পরীক্ষামূলক প্রকল্প সম্পাদনের উদ্দেশ্যে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে। বোটটিতে ইলেকট্রিক প্রপালশন সিস্টেমের সাথে থাকবে জরুরি প্রয়োজনে ব্যবহারের জন্য ডিজেল ইঞ্জিন। পরীক্ষামূলক প্রকল্পটি সফল হলে এটি ফ্লোরিডার ক্যানাভেরাল বন্দরে পাইলটেজ অপারেশনে ব্যবহৃত হবে।

জাহাজে স্ক্রাবার ইনস্টলেশনে বেড়েছে ব্যস্ততা

কত দ্রুত সময়ের মধ্যে জাহাজে এক্সজস্ট গ্যাস ক্লিনিং সিস্টেম (স্ক্রাবার) স্থাপন করা যাবে সে বিষয়ক তথ্য অনুসন্ধানের পালে যেন তীব্র হাওয়া লেগেছে। স্বল্প সালফারযুক্ত জ্বালানি তেল ব্যবহারের বাধ্যবাধকতা এবং এ তেলের উচ্চমূল্যের কারণে বিকল্প পদ্ধতি হিসেবে জাহাজে স্ক্রাবার স্থাপনের চাহিদা বেড়েছে। নেভাল আর্কিটেক্ট ও মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে বিশেষজ্ঞ প্রতিষ্ঠান ফোরশিপ এ তথ্য জানিয়েছে।

পরামর্শক প্রতিষ্ঠানটি জানিয়েছে, স্বল্প সালফারযুক্ত জ্বালানি তেলের সঙ্গে ব্ল্যাক কার্বন নির্গমনের বিষয়টি প্রকাশিত হওয়ার পর থেকেই স্ক্রাবার ক্রমে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। পাশাপাশি অনেক প্রতিষ্ঠানই স্বল্প সালফারযুক্ত জ্বালানি তেলের পরিবর্তে জাহাজে স্ক্রাবার সংযুক্ত করে পুরানো তেল ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আন্তর্জাতিক মেরিটাইম অর্গানাইজেশন (আইএমও) ১ জানুয়ারি থেকে ৩ দশমিক ৫ শতাংশ সালফারযুক্ত জ্বালানি তেলের পরিবর্তে শূন্য দশমিক ৫ শতাংশ সালফারযুক্ত জ্বালানি তেল ব্যবহার বাধ্যতামূলক করেছে। তবে নীতিমালা অনুযায়ী, জাহাজে স্ক্রাবার থাকলে উচ্চ সালফারযুক্ত তেল ব্যবহার করা যাবে।

পরামর্শক প্রতিষ্ঠান সিআরইউয়ের তথ্য অনুযায়ী, ৩ হাজার ৭৫৬টি জাহাজে হয় স্ক্রাবার যুক্ত রয়েছে বা ইনস্টলের কাজ চলছে। চলতি বছর শেষে সমুদ্রগামী ফ্রেইটের ১৫ শতাংশে স্ক্রাবার যুক্ত হবে। আর ২০২৫ সালের মধ্যে তা দাঁড়াবে ২০ শতাংশে। ফোরশিপের স্ক্রাবার প্রকল্প প্রধান অলি সমারকালিও বলেন, স্ক্রাবার পেব্যাক সময়সীমা ১২ থেকে ১৮ মাসে নামিয়ে আনতে ফোরশিপ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। তিনি বলেন, সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানগুলো ইনস্টলেশন সময় কমিয়ে আনতে যথেষ্ট পরিশ্রম করেছে। অনেক ভেসেলে ব্যবহার করা হয়েছে প্রি-আউটফিটেট মডিউল। তবে এক্সজস্ট গ্যাস ক্লিনিং সিস্টেম যে সবচেয়ে কার্যকর এক ব্যবস্থা সে বিষয়ে সময় স্বল্পতা সত্ত্বেও জাহাজ মালিকরা আশ্বস্ত হতে চাইছে।

যেতে পারে। এ কারণে যুক্তরাজ্যের বাণিজ্য ও শিল্প নীতিমালা নিয়ে একটি স্পষ্ট ও পূর্ণাঙ্গ অবস্থান তুলে ধরার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে বিপিএ। বিপিএ'র প্রধান নির্বাহী রিচার্ড ব্যালেন্টাইন এক বিবৃতিতে জানান, ২০২১ সালের জানুয়ারি থেকে ইউরোপ ও গোটা বিশ্বের সঙ্গে যুক্তরাজ্যের বাণিজ্য ও শিল্প কৌশলের একটি স্পষ্ট অবস্থান এখন দেশটির ফ্রেইট খাতের জানা প্রয়োজন।

আইএমও-তে উঠেছে স্ক্রাবার বর্জ্য বিতর্ক

ফেব্রুয়ারির শেষদিকে লন্ডনে আন্তর্জাতিক মেরিটাইম অর্গানাইজেশনের (আইএমও) পল্যুশন প্রিভেনশন অ্যান্ড রেসপন্স সাব-কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এবারের বৈঠকের মূল আলোচ্যসূচির মধ্যে ছিল ২০১৫ সালের এক্সজস্ট গ্যাস ক্লিনিং সিস্টেমস নির্দেশিকা পর্যালোচনা এবং স্ক্রাবার থেকে তরল বর্জ্য পানিতে অপসারণ বিষয়ক নিয়ম ও নির্দেশনাগুলো পুনর্মূল্যায়ন।

বৈঠকে সাব-কমিটির কাছে জমা দেওয়া বেশ কয়েকটি প্রতিবেদন নিয়ে আলোচনা হয়। প্রতিবেদনগুলোতে সামুদ্রিক প্রাণীর ওপর স্ক্রাবার বর্জ্যের নেতিবাচক প্রভাবগুলো উঠে এসেছে। ওয়ার্ল্ড ওয়াইল্ডলাইফ ফান্ড (ডব্লিউডব্লিউএফ) এবং প্যাসিফিক এনভায়রনমেন্টের উপস্থাপিত একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ওপেন-লুপ স্ক্রাবার উষ্ণ ও অ্যাসিডিক বর্জ্য সমুদ্রের পানিতে উন্মুক্ত করে, যাতে থাকে কারসিনোজেনিক উপাদান ও ভারী ধাতু। এ বর্জ্য জলজ প্রাণিকূল, বিশেষ করে বিলুপ্তপ্রায় কিলার হোয়েলের মতো সামুদ্রিক প্রাণীর জীবনকে হুমকির মধ্যে ফেলে দিচ্ছে।

বিশ্বজুড়ে চলছে ১৭৫টি এলএনজি-চালিত জাহাজ

বর্তমানে ১৭৫টি এলএনজি-চালিত জাহাজ সমুদ্রে চলাচল করছে। আর কার্যাদেশ রয়েছে ২০৩টি জাহাজের। জাহাজের জ্বালানি হিসেবে এলএনজির ব্যবহার বাড়াতে উদ্যোগী যুক্তরাজ্যভিত্তিক প্রতিষ্ঠান সি/লিংক এ তথ্য জানিয়েছে।

২০১৯ সাল জুড়ে শিপিংয়ের বিভিন্ন খাতে এ জ্বালানির উচ্চ চাহিদা দেখা গেছে, বিশেষ করে নতুন নির্মিত জাহাজের ক্ষেত্রে। এলএনজির প্রতি আগ্রহ সৃষ্টির অন্যতম কারণ হচ্ছে সহায়ক অবকাঠামো উন্নয়ন। সি/লিংকের তথ্যে দেখা গেছে, বিশ্বের ৯৩টি বন্দরে জাহাজে এলএনজি সরবরাহের ব্যবস্থা রয়েছে। আরও ৫৪টি বন্দর এলএনজি বাঙ্কারিং ও পরিচালনায় বিনিয়োগ করেছে। অন্যদিকে গত বছরের শুরুর দিকে বিশ্বে বাঙ্কারিং ভেসেলের সংখ্যা ছিল মাত্র ছয়টি। চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে সে সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১২টিতে আর কার্যাদেশ রয়েছে আরও ২৭টির।

ডিপি ওয়ার্ল্ড অস্ট্রেলিয়ার টার্মিনালে শ্রমিক বিক্ষোভের ওপর স্থগিতাদেশ

অস্ট্রেলিয়ার ফেডারেল আদালত ডিপি ওয়ার্ল্ডও টার্মিনালগুলোয় গত জানুয়ারিতে ঘোষিত শ্রমপদক্ষেপের ওপর অন্তর্বর্তীকালীন স্থগিতাদেশ জারি করেছে। ফলে মেলবোর্ন, সিডনি, ব্রিজবেন ও ফ্রেম্যান্টেল টার্মিনালে কর্মরত প্রায় ১ হাজার ৮০০ শ্রমিক আগামী ১৩ মার্চ পর্যন্ত আইনগতভাবে সুরক্ষিত কোনো শ্রমসংশ্লিষ্ট পদক্ষেপ (ধর্মঘট, কর্মবিরতি ইত্যাদি) গ্রহণ করতে পারবে না। কনস্ট্রাকশন ফরেস্ট্রি মেরিটাইম মাইনিং এনার্জি ইউনিয়ন শ্রমবিরতির ডাক দিলে ডিপি ওয়ার্ল্ড অস্ট্রেলিয়া আদালতের শরণাপন্ন হয়। আদালতের আদেশের পর টার্মিনালগুলোর স্বাভাবিক কার্যক্রমে কোনো ধরনের প্রতিবন্ধকতা থাকবে না।

তবে মেরিটাইম ইউনিয়ন অব অস্ট্রেলিয়ার মতে, আদালতের এ সিদ্ধান্ত বিদেশি ও স্থানীয় কর্পোরেশনগুলোর ক্ষমতাকে আরও পাকাপোক্ত করেছে এবং কর্মস্থলে বৈষম্য ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের সংগঠিত হওয়ার অধিকারকে ক্ষুণ্ন করেছে।

এক বছরে ইউরোপে রেকর্ড ৩.৬ গিগাওয়াট অফশোর বায়ুবিদ্যুৎ

২০১৯ সালে ইউরোপে রেকর্ড ৩ দশমিক ৬ গিগাওয়াট অফশোর বায়ুবিদ্যুৎ সক্ষমতা যুক্ত হয়েছে। উইন্ড ইউরোপ জানিয়েছে, মহাদেশের পাঁচটি দেশে নতুন ১০টি অফশোর বায়ুবিদ্যুৎ কেন্দ্র চালু হয়েছে। নতুন যুক্ত সক্ষমতার প্রায় অর্ধেক অর্থাৎ ১ দশমিক ৭ গিগাওয়াট যুক্ত হয়েছে যুক্তরাজ্যে। এর পরের অবস্থানে জার্মানি। দেশটিতে যুক্ত হয়েছে ১ দশমিক ১ গিগাওয়াট বিদ্যুৎ। ডেনমার্ক ও বেলজিয়ামে যুক্ত হয়েছে যথাক্রমে ৩৭৪ ও ৩৭০ মেগাওয়াট। পর্তুগালে ৮ মেগাওয়াট সক্ষমতার একটি ভাসমান বায়ু বিদ্যুৎকেন্দ্র চালু হয়েছে। ইউরোপে এখন মোট অফশোর বায়ুবিদ্যুতের সক্ষমতা ২২ গিগাওয়াটে দাঁড়িয়েছে। গত বছর স্থাপিত অফশোর টার্বাইনগুলোর গড় উৎপাদন ক্ষমতা ৭ দশমিক ৮ মেগাওয়াট। সবচেয়ে বেশি সক্ষমতার টার্বাইন (১২ মেগাওয়াট) স্থাপন করা হয় রটারড্যামে।

ইউরোপের গ্রিন ডিলে সমর্থন ১৫ সংস্থার

ইউরোপীয় ইউনিয়নের গ্রিন ডিলের পক্ষে সমর্থন জানিয়েছে ইউরোপের ১৫টি প্রতিষ্ঠান। গত বছরের শেষ দিকে প্রকাশিত এ পরিবেশ সুরক্ষা ম্যানিফেস্টোর লক্ষ্য ২০৩০ সালের মধ্যে কার্বন নিঃসরণ ৫০ শতাংশ হ্রাস এবং ২০৫০ সালের মধ্যে কার্বন-নিউট্রাল মহাদেশ হয়ে ওঠা।

লজিস্টিকস, বন্দর, রেল ও জাহাজ নির্মাণে যুক্ত এ ১৫টি প্রতিষ্ঠান এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, এ উদ্যোগের মাধ্যমে সামনে আসা 'নতুন প্রবৃদ্ধি কৌশল' থেকে ইউরোপীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলো আরও টেকসই উপায়ে লাভবান হতে পারে। পাশাপাশি এ কৌশল তাদের প্রতিযোগিতার সক্ষমতা বাড়াতে সহায়তা করবে। প্রতিষ্ঠানগুলোর মতে, এ উদ্যোগের সফলতা নির্ভর করছে আইনি কাঠামো ও আর্থিক চুক্তির ওপর, যা নতুন উদ্ভাবন ও কর্মকৌশলকে এগিয়ে নিতে ভূমিকা রাখবে।

টোটালের সঙ্গে হোগ এলএনজির বিরোধ নিষ্পত্তি

নেপচুন ও কেপ অ্যান নামে দুটি এলএনজি রিগ্যাসিফিকেশন ভেসেল সংক্রান্ত বিরোধ মীমাংসায় সম্মত হয়েছে নরওয়ের কোম্পানি হোগ এলএনজি এবং ফরাসি জ্বালানি কোম্পানি টোটাল। ২ কোটি ৩৭ লাখ ডলারে নিষ্পন্ন এ মীমাংসার অর্থ চলতি বছরজুড়ে কিস্তিতে পরিশোধ করা হবে জানা গেছে। ভেসেলগুলোর মালিক যৌথভাবে এ অর্থ পরিশোধ করবে। হোগ এলএনজি এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, ২০১৭ সালে সম্পাদিত এক বিধানের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এ বিরোধ মীমাংসা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে হোগ এলএনজি হোল্ডিংস এ অর্থের ৫০ শতাংশ অর্থ হোগ এনার্জি পার্টনার্সকে পরিশোধ করবে। এর আগে একটি যৌথ উদ্যোগ নেপচুন ও কেপ অ্যান টাইম চার্টার মেয়াদের মধ্যে নির্দিষ্ট পারফরম্যান্স স্ট্যান্ডার্ড পূরণ করতে পেরেছে কিনা তা নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হয়।

চূড়ান্ত হচ্ছে জাহাজের স্ট্যাবিলিটি ক্রাইটেরিয়া

অত্যাধুনিক কম্পিউটার প্রযুক্তি জাহাজকে 'দ্বিতীয় প্রজন্মের' ইন্ট্যাক্ট স্ট্যাবিলিটি অর্জনে সক্ষম করে তুলছে। এ প্রেক্ষাপটে আন্তর্জাতিক মেরিটাইম অর্গানাইজেশনের (আইএমও) সাব-কমিটি শিপ ডিজাইন অ্যান্ড কনস্ট্রাকশন (এসডিসি) জাহাজের স্ট্যাবিলিটি নিশ্চিতে নতুন এক গুচ্ছ নির্দেশনা চূড়ান্ত করছে। এ সুপারিশমালায় অন্তর্ভুক্ত থাকবে ভালনারাবিলিটি ক্রাইটেরিয়া, ডিরেক্ট স্ট্যাবিলিটি ফেইলিয়র অ্যাসেসমেন্ট এবং অপারেশনাল মেজারস বিষয়ক নির্দেশিকা। পাশাপাশি অধিবেশন চলাকালে সংশ্লিষ্ট ব্যাখ্যামূলক টিকাও প্রণয়ন করা হবে। অন্যদিকে, সোলাস চ্যাপ্টার টু-ওয়ান সাবডিভিশন এবং ড্যামেজ স্ট্যাবিলিটি রেগুলেশনসের পরিমার্জিত ব্যাখ্যামূলক টিকাগুলোর খসড়া সংশোধনী চূড়ান্ত করার উদ্যোগ

শূন্য নিঃসরণ রোডম্যাপ প্রণয়নের উদ্যোগ

২০৩০ সালের মধ্যে বাণিজ্যিকভাবে টেকসই গভীর সমুদ্রগামী শূন্য নিঃসরণ জাহাজ চলাচলে কাজ করছে 'গেটিং টু জিরো কোয়ালিশন'। প্রতিষ্ঠার পাঁচ মাস পর এই প্রথম জোটভুক্ত প্রায় ১০০টি সদস্য প্রতিষ্ঠান আগামী দুই বছরের কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে কোপেনহেগেন বৈঠক করেছে।

মেরিটাইম, জ্বালানি, অবকাঠামো ও আর্থিক খাতের ১২০টি বেসরকারি ও সরকারি প্রতিষ্ঠান নিয়ে গঠিত হয়েছে গেটিং টু জিরো কোয়ালিশন। এর লক্ষ্য ২০৩০ সালের মধ্যে গভীর সমুদ্রের বাণিজ্যপথ দিয়ে বাণিজ্যিকভাবে টেকসই শূন্য নিঃসরণ জাহাজ পরিচালনা করা। এ ছাড়া আন্তর্জাতিক মেরিটাইম অর্গানাইজেশনের (আইএমও) গ্রিন হাউস গ্যাস নিঃসরণ কৌশলের সঙ্গেও তাদের লক্ষ্য সঙ্গতিপূর্ণ। আইএমও ২০৫০ সালের মধ্যে আন্তর্জাতিক শিপিং খাত থেকে ২০০৮ সালের তুলনায় গ্রিন হাউস গ্যাস নিঃসরণ অর্ধেকে নামিয়ে আনতে চায়। তবে গেটিং টু জিরো কোয়ালিশন এ শতাব্দীর মধ্যে যত দ্রুত সম্ভব কার্বন নিঃসরণকারী জাহাজ চলাচল বন্ধ করার উদ্যোগ নিয়েছে।

কোপেনগেহেনে অনুষ্ঠিত ওই বৈঠকে চারটি খাতে গুরুত্ব দিয়ে রোডম্যাপ প্রণয়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এগুলো হচ্ছে জ্বালানি ও প্রযুক্তি অনুসন্ধান এবং রূপান্তরকালীন পথনির্দেশনা প্রণয়ন; শিপিং খাতে শূন্য নিঃসরণ ভবিষ্যৎ ত্বরান্বিত করতে অগ্রগামী প্রতিষ্ঠানগুলোকে অনুপ্রেরণা প্রদান; শূন্য নিঃসরণ শিপিংয়ের জন্য প্রতিযোগিতামূলক ফাঁকফোকর বন্ধ করা; এবং শূন্য নিঃসরণ জ্বালানি রপ্তানির বৈশ্বিক সম্ভাবনা অনুসন্ধান। ফ্রেন্ডস অব ওশান অ্যাকশনের পরিচালক ক্রিশ্চিয়ান তেলেকি এ উদ্যোগ প্রসঙ্গে বলেন, স্বল্প-কার্বন অর্থনৈতিক রূপান্তরের গতি বৃদ্ধি এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষার মাত্রা বাড়াতে কীভাবে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলো যৌথভাবে সহযোগিতামূলক পদক্ষেপ নিতে পারে তার উজ্জ্বল উদাহরণ হচ্ছে গেটিং টু জিরো কোয়ালিশন।

সংবাদ সংক্ষেপ

নেদারল্যান্ডসে ইউরোপের সর্ববৃহৎ গ্রিন হাইড্রোজেন প্রকল্প

জ্বালানি প্রতিষ্ঠান শেল সম্প্রতি নেদারল্যান্ডসে একটি বায়ুবিদ্যুৎ ভিত্তিক গ্রিন হাইড্রোজেন প্রকল্প নির্মাণের পরিকল্পনা প্রকাশ করেছে। এটিই হবে ইউরোপের সর্ববৃহৎ গ্রিন হাইড্রোজেন প্রকল্প। উত্তর সাগরের উপকূলে স্থাপিত এই বায়ুবিদ্যুৎ ফার্মটি ২০৩০ সাল নাগাদ ৩ থেকে ৪ গিগাওয়াট সক্ষমতার হবে। ২০৪০ সাল নাগাদ এটি ১০ গিগাওয়াটে পৌঁছাবে এবং বার্ষিক ৮ লাখ টন হাইড্রোজেন উৎপাদন করতে পারবে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে কার্বন ডাইঅক্সাইড নিঃসরণ কমবে বার্ষিক প্রায় সাত মেগাটন এবং নেদারল্যান্ডসের প্রায় ১২.৫ মিলিয়ন বাড়িতে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা যাবে।

বি২০ জ্বালানি পরীক্ষা করছে হাপাগ-লয়েড

নৌপরিবহন সংস্থা হাপাগ-লয়েড সম্প্রতি তাদের জাহাজ মনট্রিল এক্সপ্রেসে পরীক্ষামূলকভাবে বি২০ জ্বালানি ব্যবহার করতে শুরু করেছে। ৮০ শতাংশ নিম্ন-সালফার জ্বালানি এবং ২০ শতাংশ বায়োডিজেলের মিশ্রণে তৈরি হয় বি২০ জ্বালানি। এই ধরনের বায়োডিজেল প্রচলিত জ্বালানির তুলনায় ৯০ শতাংশ পর্যন্ত কম কার্বন ডাইঅক্সাইড নিঃসরণ করে। হ্যাপাগ-লয়েড এই বছরের শেষ নাগাদ কার্বন ডাইঅক্সাইড নিঃসরণ ২০০৮ সালের তুলনায় ৫০ শতাংশ কমিয়ে আনার যে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে তা পূরণে এই জ্বালানি সাহায্য করবে বলে মনে করছে প্রতিষ্ঠানটি।

ধীরে ধীরে আস্থা বাড়ছে অটোমেশনে

সম্প্রতি নটিক্যাল ইনস্টিটিউট পরিচালিত একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে, জাহাজে ব্যবহৃত ক্রমবর্ধমান প্রযুক্তিকে নাবিক তথা মেরিনারগণ বেশ স্বাভাবিকভাবেই গ্রহণ করছে। মেরিনাররা এ খাতে আরও উন্নতির সম্ভাবনা দেখছে এবং এক্ষেত্রে প্রতিকূলতা ও হুমকিগুলো সম্পর্কেও তারা সচেতন। তবে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ এবং আত্মবিশ্বাসের অভাবে অটোমেটেড সিস্টেমগুলোতে তারা এখনও পুরোপুরি দক্ষতা অর্জন করতে পারেনি। ধারণা করা হচ্ছে দ্য নটিক্যাল ইনস্টিটিউট আয়োজিত এজিএম এবং ২০২০ সালের আন্তর্জাতিক কনফারেন্সে এই বিষয়টি বেশ গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হবে।

পরিবেশ সংরক্ষণে পাঁচ বিলিয়ন ডলার ঋণ নিবে মায়েস্ক

২০৩০ সালের মধ্যে কার্গো প্রতি কার্বন ডাইঅক্সাইড নিঃসরণের হার অন্তত ৬০ শতাংশ হ্রাস এবং ২০৫০ সালের মধ্যে কার্বন নিউট্রাল হওয়ার লক্ষ্য স্থির করেছে শিপিং জায়ান্ট এপি মোলার মায়েস্ক। উচ্চাভিলাষী এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের উপযোগী প্রযুক্তি এবং জ্বালানির পেছনে বিপুল অঙ্কের বিনিয়োগ প্রয়োজন। এ উদ্দেশ্যে পাঁচ বছরে পরিশোধ্যযোগ্য ঋণ হিসেবে ২৬টি ব্যাংকের এক সিন্ডিকেটের কাছ থেকে ৫.১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার সংগ্রহ করতে যাচ্ছে মায়েস্ক।

সংবাদ সংকেত

➤ নিম্নমাত্রার কার্বন জ্বালানির প্রসারে একযোগে কাজ করবে স্প্যানিশ অ্যাসোসিয়েশন অব অয়েল প্রোডাক্ট অপারেটরস (এওপি) এর দ্য ক্লাইমেট চেঞ্জ অ্যান্ড এনার্জি ট্রানজিশন কমিশন এবং জ্বালানি পরিবহন প্রতিষ্ঠান সিএলএইচ।

➤ গত বছরের জানুয়ারিতে কনটেইনারশিপ ইয়ানতিয়ান এক্সপ্রেসে সংঘটিত অগ্নি দুর্ঘটনার তদন্ত প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে জার্মানির ফেডারেল ব্যুরো অব মেরিটাইম ক্যাজুয়ালটি ইনভেস্টিগেশন। প্রতিবেদন বলছে, আগুনের সূত্রপাত হয় নারিকেলের কয়লা থেকে।

➤ উত্তর আমেরিকার পশ্চিম উপকূলের বৃহত্তম মাল্টিপারপাস টার্মিনাল কানাডার ফ্রেজার সারে ডকস অধিগ্রহণ করেছে দুবাইভিত্তিক পোর্ট অপারেটর ডিপি ওয়ার্ল্ড।

➤ ২০১৯ সালে ২.১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করেছে জার্মান কনটেইনার ক্যারিয়ার হাপাগ-লয়েড। যা আগের বছরের চেয়ে ৮০ শতাংশ বা ৮৮০ মিলিয়ন ডলার বেশি।

➤ ২০২০-২১ অর্থবছরের বাজেটে জাহাজের মাধ্যমে আমদানিকৃত অতি নিম্ন-সালফার জ্বালানির (ভিএলএসএফও) ক্ষেত্রে আমদানি কর রহিত করেছে ভারত।

➤ আইএমও'র ঘোষণা অনুযায়ী জাহাজে স্ক্রাবার ইনস্টল করা না থাকলে নন-কমপ্লায়েন্ট জ্বালানি বহন নিষিদ্ধ হতে যাচ্ছে চলতি বছরের মার্চ থেকে। এ ব্যাপারে ভেসেলগুলোকে পূর্বেই সতর্কবার্তা পাঠাচ্ছে ভারত মহাসাগরের তীরবর্তী দেশগুলোর সংগঠন ইনডিয়ান ওশান এমওইউ।

➤ দুবাইয়ের উত্তর-পশ্চিম উপকূলের ২১ নটিক্যাল মাইল দূরে পানামার পতাকাবাহী ৩,০০,৫০০ টনের ভেরি লার্জ ক্রুড ক্যারিয়ার জোয়া-১ সুপারট্যাঙ্কারে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় অন্তত চার নাবিকের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে, আহত হয়েছেন আরও আটজন।

➤ দেশের বাণিজ্যিক নৌবহরকে ঢেলে সাজানোর অংশ হিসেবে ১৫৮টি নতুন জাহাজ নির্মাণ করতে যাচ্ছে ইরান। যার ৬২ থেকে ৭০ শতাংশ নির্মিত হবে ইরানের বিভিন্ন শিপইয়ার্ডে।

➤ রাশিয়ার তাতারস্তানে অবস্থিত দেশটির অন্যতম বৃহৎ জাহাজনির্মাতা প্রতিষ্ঠান জেলেনোদোলস্ক প্ল্যান্ট শিপইয়ার্ডে নির্মিত হবে রাশিয়ার প্রথম এলএনজিচালিত যাত্রীবাহী জাহাজ চাইকা এলএনজি।

➤ পোর্ট অব রোসিথে চালু হয়েছে স্কটল্যান্ডের বৃহত্তম কৃষিপণ্য কেন্দ্র। আর্জেন্টিনা থেকে ৩০,০০০ টন গবাদি পশুখাদ্য নিয়ে বাল্টিক ম্যানটিস বাল্ক ক্যারিয়ার আগমনের মধ্য দিয়ে এ হাবের উদ্বোধন হয়।

➤ ভারতীয় শুল্ক বিভাগের সি কার্গো ম্যানিফেস্ট অ্যান্ড ট্রান্সশিপমেন্ট রেগুলেশন কার্যকর হচ্ছে এ বছরের ১৬ ফেব্রুয়ারি থেকে।

➤ দূষণ নিয়ন্ত্রণের কোনো ব্যবস্থা বা প্রযুক্তি ব্যবহার ছাড়াই নিজেদের ট্যাঙ্কার জাও গ্যালাক্সি থেকে তৈলাক্ত বর্জ্য নিষ্কাশনের দায়ে যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল আদালতে দোষী সাব্যস্ত হয়েছে সিঙ্গাপুরের শিপিং কোম্পানি ইউনিক্স লাইন।

আর্কটিকে ভারী জ্বালানি তেলে নিষেধাজ্ঞার উদ্যোগ

মারপোল অ্যানেক্স ওয়ান সনদের খসড়া সংশোধনীতে সম্মত হয়েছে আন্তর্জাতিক মেরিটাইম অর্গানাইজেশন (আইএমও) ও এর সদস্য দেশগুলো। এ সংশোধনীতে আগামী ২০২৪ সালের ১ জুলাই থেকে আর্কটিক জলসীমায় জাহাজগুলোতে ভারী জ্বালানি তেল (এইচএফও) ব্যবহার ও পরিবহন নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

অক্টোবরে অনুষ্ঠেয় মেরিন এনভায়রনমেন্ট প্রোটেকশন কমিটির ৭৬তম বৈঠকে (এমইপিসি ৭৬) খসড়া সংশোধনীটি উপস্থাপন করা হবে। আশা করা হচ্ছে, ২০২১ সালে অনুষ্ঠেয় কমিটির ৭৭তম বৈঠকে এটা অনুমোদন পাবে। নিষেধাজ্ঞার আওতাভুক্ত হবে ১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ৯০ কেজি/ঘন মিটারের চেয়ে বেশি ঘনত্বের তেল অথবা ৫০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় সেকেন্ডে ১৮০ বর্গমিলিমিটারের চেয়ে বেশি কাইনেমেটিক ভিসকোসিটি সম্পন্ন তেল।

জাহাজের নিরাপত্তায় নিয়োজিত থাকা জাহাজের পাশাপাশি অনুসন্ধান ও উদ্ধার অভিযানে নিয়োজিত জাহাজগুলো এ বাধ্যবাধকতার বাইরে থাকবে। সাগরে তেল ছড়িয়ে পড়া রোধে প্রস্তুত জাহাজগুলোও এ নীতিমালার আওতাবহির্ভূত হবে। এ ছাড়া খসড়া সংশোধনীতে বলা হয়েছে, জ্বালানি তেল ট্যাঙ্কার সুরক্ষায় নির্দিষ্ট নির্মাণবিধি মেনে চলা জাহাজগুলো ২০২৯ সালের ১ জুলাই পর্যন্ত এ বাধ্যবাধকতা থেকে ছাড়া পাবে।

আইএমও জানিয়েছে, মারপোলভুক্ত আর্কটিক জলসীমার সীমান্তবর্তী দেশগুলোর সার্বভৌমত্ব রক্ষায় নিয়োজিত পতাকাবাহী জাহাজগুলোও ২০২৯ সালের ১ জুলাই পর্যন্ত এ বাধ্যবাধকতার বাইরে থাকবে। ক্লিন আর্কটিক অ্যালায়েন্স ও ইনডিজেনাস গ্রুপের নেতৃত্বাধীন এনজিওগুলো সতর্কভাবে এ সংশোধনীকে স্বাগত জানিয়েছে। তবে এ সংশোধনীর ভাষায় ফাঁক রয়েছে বলে জানিয়েছে তারা। তাদের ভাষ্য হচ্ছে, ভাষাগত ফাঁকফোকরের কারণে ২০২৯ সালের আগে এ আইন কার্যকর হবে না। যদিও আইনটি ২০২৪ সালে কার্যকরের কথা বলা হয়েছে।

নেওয়া হয়েছে। এসডিসির সপ্তম বৈঠকে সোলাসের পঞ্চদশ অধ্যায় এবং ইন্টারন্যাশনাল কোড অব সেফটি ফর শিপস ক্যারিং ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্সোনেল-এর একটি নতুন খসড়াও চূড়ান্ত করা হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

২০১৯ সালে এলএনজি সরবরাহে রেকর্ড প্রবৃদ্ধি

জ্বালানি কোম্পানি শেল তাদের ২০২০ সালের এলএনজি আউটলুকে তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাসের চাহিদা ও প্রবৃদ্ধি তুলে ধরার পাশাপাশি জানিয়েছে, এলএনজি সরবরাহ প্রবৃদ্ধিতে ২০১৯ সাল রেকর্ড গড়েছে। শেল জানিয়েছে, ২০৪০ সাল নাগাদ বৈশ্বিক জ্বালানি চাহিদা প্রবৃদ্ধির ৮০ শতাংশ পূরণ হবে নবায়নযোগ্য জ্বালানি ও গ্যাসের মাধ্যমে। অন্যদিকে বর্ধিত গ্যাস চাহিদার ৬০ শতাংশ আসবে বিদ্যুৎ-বহির্ভূত খাত থেকে। গত বছর এলএনজির অতিরিক্ত সরবরাহ হয়েছে ৪ কোটি টন। এর ৩৭ শতাংশ এসেছে যুক্তরাষ্ট্র থেকে। তবে পারমাণবিক বিদ্যুৎ সক্ষমতা বৃদ্ধি ও মাঝারি তীব্রতার শীতের কারণে জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়ায় এলএনজির আমদানি কমেছে যথাক্রমে ৭ ও ৮ শতাংশ। ২০১৯ সালে কয়লা ও অন্যান্য কঠিন জ্বালানি ব্যবহারের দিক থেকে শীর্ষে ছিল চীন ও ভারত।

সবচেয়ে বড় মনুষ্যবিহীন রোবট জাহাজ বহর প্রস্তুত করছে ওশান ইনফিনিটি

আর্মাডা নামে একটি নতুন মেরিন টেকনোলজি ও ডাটা কোম্পানি উদ্বোধন করেছে সাবসি প্রযুক্তি কোম্পানি ওশান ইনফিনিটি। খুব শিগগিরই ওশান ইনফিনিটির স্বচালিত ডুবোযানের বর্তমান বহরে আরও ১৫টি মেরিন রোবট যোগ করবে আর্মাডা। প্রতিষ্ঠানটির মতে, এটিই হবে ইন্ডাস্ট্রিতে সবচেয়ে বড় মনষ্যবিহীন রোবট জাহাজ বহর। নির্মিত প্রতিটি সারফেস রোবট বিভিন্ন ধরনের কাজ সম্পাদনে সক্ষম হবে। অফশোর ডেটা সংগ্রহ থেকে শুরু করে জলের ছয় হাজার মিটার নিচেও ইন্টারভেনশন অভিযান পরিচালনা করতে পারবে এগুলো। ভিজ্যুয়াল ও অ্যাকুস্টিক ডেটা সংগ্রহের ক্ষেত্রে এ রোবট সর্বশেষ প্রযুক্তির সেন্সরের পাশাপাশি স্বচালিত ডুবোযান (এইউভি) ও দূর-নিয়ন্ত্রিত ডুবোযানও (আরওভি) মোতায়েন করতে সক্ষম। আর্মাডার বহরের ক্ষেত্রে অনবোর্ডে কোনো ব্যক্তি বা আশপাশে কোনো হোস্ট ভেসেলের প্রয়োজন হবে না। স্যাটেলাইটের মাধ্যমে অভিজ্ঞ নাবিকরা এগুলো নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করবেন।

বিশ্বের প্রথম ভাসমান অফশোর সোলার ফার্ম

ডাচ মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানি ওশানস অব এনার্জি উত্তর সাগরে বিশ্বের প্রথম ভাসমান অফশোর সোলার ফার্ম স্থাপন করেছে। প্লাটফর্মটি এরই মধ্যে পাঁচ মিটার উচ্চতার ঢেউ ও ৭০ কিলোনট গতিবেগের বেশ কয়েকটি শীতকালীন ঝড় সামাল দিয়েছে। 'সোলার অ্যাট সি' নামের এ মডুলার সিস্টেমটির সক্ষমতা সাড়ে আট কিলোওয়াট। শিগগিরই এ ক্ষমতা ৫০ কিলোওয়াটে পৌঁছাবে।

ওশানস অব এনার্জির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা অ্যালান ভান হোকেন বলেন, উন্মুক্ত সমুদ্রে অফশোর সোলার সিস্টেম এখন বিশ্বের নতুন বাস্তবতা। ভূমির ব্যবহার ছাড়াই পরিচ্ছন্ন বিদ্যুৎ উৎপাদন এখন ও আগামীতে সারা বিশ্বের জন্যই প্রয়োজন। চলতি বছর শেষ নাগাদ এ প্লাটফর্মের সক্ষমতা ১ মেগাওয়াটে উন্নীতকরণ এবং পর্যায়ক্রমে ১০০ মেগাওয়াট কিংবা আরও বেশি উৎপাদনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার লক্ষ্য রয়েছে প্রতিষ্ঠানটির।

মেরিটাইম বিশ্বের
প্রভাবশালী দশ নারী

বন্দরবার্তা ডেস্ক

মেরিটাইম ইন্ডাস্ট্রির শীর্ষ ১০০ প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব নিয়ে করা ২০১৯ সালের লয়েড'স লিস্টের তালিকায় আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে নারীর অন্তর্ভুক্তি বাড়লেও স্বাভাবিকভাবেই সেই সংখ্যা মুষ্টিমেয়। সংসারের হাল ধরার ক্ষেত্রে নারীরা যতখানি সম্মুখসারিতে, ঠিক ততখানিই যেন পিছিয়ে জাহাজের হাল ধরার ক্ষেত্রে। পুরুষশাসিত সমাজে সাধারণত সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিকভাবে নারীদের মেরিটাইম পেশায় স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে উৎসাহিত করা হয় না। তবে পরিবর্তনশীল বৈশ্বিক চাহিদার প্রেক্ষিতে এ অসঙ্গতি দূর করার চেষ্টা করে যাচ্ছে মেরিটাইম সংশ্লিষ্ট খাতগুলো। সংখ্যায় অল্প হলেও মেরিটাইম শিল্পে প্রভাববিস্তারী বেশ কিছু সংস্থার নীতিনির্ধারক পদে আসীন হয়েছেন নারীরা। মেরিটাইম শিল্পের দৃষ্টিভঙ্গি বদলে দেওয়া এমনই দশ জন নারীর সাথে পরিচিত হয়ে নিই।

তানিয়া সাদি জিনি

সিএমএ সিজিএম

ফরাসি কনটেইনার শিপিং গ্রুপ সিএমএ সিজিএমের বর্তমান প্রবৃদ্ধির পেছনের ব্যক্তিটি হলেন তানিয়া সাদি জিনি। প্রয়াত পিতা জ্যাকুয়েস সাদির প্রতিষ্ঠিত বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম শিপিং কোম্পানিটির নেতৃত্বে আছেন তানিয়ার ভাই রুডলফ সাদি। তানিয়া ১৯৯৫ সালে পারিবারিক ব্যবসায় যখন যোগ দেন, তখন সম্প্রসারণের কাজ চলছিল সিএমএ সিজিএমে। স্থানীয় শিপিং অপারেটর থেকে বৈশ্বিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হওয়ার পথে ২০১১ সালে তাঁকে পরিচালক পর্ষদের সদস্য করা হয়। ২০১৪ সালে তিনি প্রতিষ্ঠানের নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পান। এ সময় তাঁর কাজ ছিল অভ্যন্তরীণ এবং বহির্বিশ্বের সাথে যোগাযোগ, আন্তর্জাতিক হিসাব ও বিপণন, প্রশাসন, প্রাতিষ্ঠানিক যোগাযোগ এবং পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়াদি দেখাশোনা করা। সিএমএ সিজিএমের বড় অঙ্কের শেয়ারহোল্ডার হিসেবে এ গ্রুপের ব্যবসায়িক-সামাজিক দায়িত্বের কৌশল নির্ধারণেও তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

ক্যাথি স্ট্যানজেল

ইন্টারট্যাঙ্কো

একটি বাণিজ্য সংগঠন থেকে পুরো ইন্ডাস্ট্রির প্রতিনিধিত্ব করাটা বর্তমানে খুব কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। পরিবেশগত বিধিনিষেধ, নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলোর খবরদারি, ভিন্ন ভিন্ন দেশের ভিন্ন ভিন্ন আইনকানুনের বেড়াজাল মেনে চলতে হচ্ছে নৌপরিবহন সংক্রান্ত অ্যাসোসিয়েশনগুলোকে। এক্ষেত্রে ট্যাঙ্কার খাতের সৌভাগ্য যে, ক্যাথি স্ট্যানজেলের মতো দূরদর্শী নেতৃত্ব রয়েছে তাদের সাথে। ২০১২ সালে ইন্টারন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অব ইনডিপেনডেন্ট ট্যাঙ্কার ওনার্স (ইন্টারট্যাঙ্কো) এর দায়িত্ব পাওয়ার পর থেকে পরিশ্রম, কর্মদক্ষতা এবং নেতৃত্বগুণে নৌবাণিজ্যের অন্যতম প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়ে উঠেছেন ক্যাথি। অ্যাসোসিয়েশনের পঁয়তাল্লিশ বছরের ইতিহাসে পঞ্চম মহাপরিচালক হলেও তিনিই প্রথম প্রতিষ্ঠানের নীতিমালায় পরিবেশগত এবং বৈজ্ঞানিক মতামত যোগ করেন। ট্যাঙ্কার সেক্টরে ২০২০ থেকে ২০৫০ সালের মধ্যে ডি-কার্বনাইজেশন প্রক্রিয়া সফল করে তোলার মূল চাবিকাঠি হয়ে উঠেছে এসব নীতিমালা।

অ্যান মায়েস্ক ম্যাককিনি উগলা

এপি মোলার মায়েস্ক

শিপিং খাতের সবচেয়ে বনেদি বংশের প্রতিনিধি বলা চলে অ্যান মায়েস্ক ম্যাককিনি উগলাকে। ডেনমার্কের নৌবাণিজ্য কিংবদন্তি মায়েস্ক ম্যাককিনি মোলারের তিন কন্যার মধ্যে কনিষ্ঠতম উগলা। কনটেইনার শিপিং, বন্দর এবং লজিস্টিক জায়ান্ট মায়েস্ক পরিবারের বিশাল শিপিং সাম্রাজ্যের সাথে এই প্রভাবশালী নারী সবচেয়ে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। সত্তরের কাছাকাছি বয়সী উগলা ১৯৯১ সাল থেকে এপি মোলার মায়েস্কের পর্ষদ সদস্য এবং বর্তমানে ভাইস চেয়ারম্যান হিসেবে কর্মরত। নয় বছর মায়েস্ক ব্রোকারের চেয়ারের দায়িত্ব পালনের পর ২০১৯ সালে স্বেচ্ছায় এ পদ থেকে সরে দাঁড়ান তিনি। উগলা এবং তাঁর দুই বোন বিশ্বের অন্যতম প্রধান শিপব্রোকার কোম্পানির একমাত্র মালিক। এর মধ্যে অবশ্য এপি মোলার ফাউন্ডেশনের বিনিয়োগ শাখা এপি মোলার হোল্ডিংয়ের প্রধান নির্বাহী হিসেবে কর্মরত তাঁর ছেলে রবার্ট মায়েস্ক উগলা ৫১.৪ শতাংশ ভোটিং শেয়ার নিয়ন্ত্রণ করেন।

সিসিলিয়া একেলমান-বাতিস্তেলো

কন্টশিপ ইতালিয়া

প্রায় অর্ধ শতক ধরে নৌবাণিজ্যে এক উজ্জ্বল নক্ষত্র হয়ে রয়েছেন ইতালিয়ান উদ্যোক্তা সিসিলিয়া একেলমান-বাতিস্তেলো। টার্মিনাল অপারেটর কন্টশিপ ইতালিয়ার প্রেসিডেন্ট সিসিলিয়া শিপিংয়ের অন্যতম পরিচিত ও প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব। তিনি প্রমাণ করেছেন, পরিশ্রম ও কাজের প্রতি সৎ থাকলে বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানেও সাধারণ পদ থেকে শীর্ষস্থানে উঠে আসা সম্ভব। ১৯৭৩ সালে কন্টশিপ ইতালিয়ার বাণিজ্যিক প্রতিনিধি হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেছিলেন তিনি। দীর্ঘ ক্যারিয়ারে নিজ প্রতিষ্ঠান এবং বিশ্ববাণিজ্যে আর্থিক মন্দার ধাক্কা, একের পর প্রতিষ্ঠানের দেউলিয়াত্ব এবং একীভূত হয়ে যাওয়ার প্রত্যক্ষ সাক্ষীও বটে। মুক্তবাণিজ্য অর্থনীতির যুগে প্রতি মুহূর্তে নানামুখী চাপ সামলে কাজ করে যাওয়া সিসিলিয়াকেও প্রতিষ্ঠানের খাতিরে বেশ কয়েকবার কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে। বিশেষ করে ২০১৯ সালে জিওইয়া ট্যারোর ট্রান্সশিপমেন্ট হাবে কন্টশিপ ইতালিয়ার শেয়ার বিক্রি এবং কার্গো ভলিউম কমে যাওয়ায় সার্ডিনিয়ার ক্যাগলিয়ারি ফ্যাসিলিটি বন্ধ ঘোষণা করা। এর কোনোটিই ঝানু ব্যবসায়ী সিসিলিয়া একেলমান-বাতিস্তেলোর আত্মবিশ্বাসে এতটুকু চিড় ধরাতে পারেনি। তিনি বলেন, কাজই হলো তাঁর বেঁচে থাকার রসদ। "কী করবো আমি?" নিজেই ত্বরিত জবাব দেন, "ঘরের কাজকর্ম শুরু করবো? না, থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ!"

অ্যালেক্সা অ্যাপন্তে ভ্যাগো

মেডিটারেনিয়ান শিপিং কোম্পানি

শিপিং দুনিয়ার অন্যতম শক্তিশালী পরিবারের সদস্য অ্যালেক্সা অ্যাপন্তে ভ্যাগো মেডিটারেনিয়ান শিপিং কোম্পানি বা এমএসসির প্রতিষ্ঠাতা জিয়ানলুইজি অ্যাপন্তের কন্যা। বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম কনটেইনার ফ্লিট ও শীর্ষস্থানীয় একটি আন্তর্জাতিক ক্রুজ লাইনের চিফ ফিন্যানশিয়াল অফিসারের দায়িত্বে রয়েছেন তিনি। আগামী বছরই আশির কোঠায় পা রাখতে চলা তাঁর বাবা গ্রুপ চেয়ারম্যান হিসেবে এখনও সক্রিয়ভাবে ব্যবসায় নেতৃত্ব দিচ্ছেন। বর্তমানে গ্রুপ প্রেসিডেন্ট হিসেবে আছেন তাঁর ভাই ডিয়েগো। নতুন জাহাজ বহর বৃদ্ধির বিশাল কার্যক্রম হাতে নেওয়া এমএসসি ক্রুজের নির্বাহী চেয়ারম্যান হিসেবে আছেন অ্যাপন্তে ভ্যাগোর স্বামী পিয়ের ফ্র্যানসেসকো ভ্যাগো। অবশ্য গ্রিক প্রতিষ্ঠানটির সর্বোচ্চ পর্যায়ে বর্তমানে পালাবদলের বাতাস বইছে। এমএসসির কনটেইনার শিপিং অ্যান্ড লজিস্টিক বিভাগের প্রধান নির্বাহী হিসেবে শীঘ্রই দায়িত্ব নিতে চলেছেন মায়েস্কের সাবেক চিফ কমার্শিয়াল অফিসার সরেন টোফট। ক্রুজ এবং কার্গো অপারেশনের কার্যক্রম সম্প্রসারিত করার লক্ষ্যে ধীরে ধীরে পরিবারের নিয়ন্ত্রণ ছাড়ার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করছে এমএসসি।

রিটা আল সেমানি জ্যানসেন

ইনচে

গত বছর দুবাইতে আইনি প্রতিষ্ঠান ইনচের অন্যতম অংশীদার রিটা আল সেমানি জ্যানসেনকে লয়েড'স লিস্ট লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ডে ভূষিত করা হয়। পুরস্কার গ্রহণের সময় দেওয়া ভাষণে প্রবলভাবে পুরুষশাসিত এ ইন্ডাস্ট্রিতে তাঁর সাফল্যের পেছনের গল্প বলেছিলেন তিনি। নৌবাণিজ্যের আইনি দিকের মতো জটিল বিষয়ে কাজ করতে গিয়ে তীব্র মানসিক শক্তিই ছিল তাঁর এগিয়ে যাওয়ার অনুপ্রেরণা। পঁচিশ বছরের ক্যারিয়ারে শুধু দুবাই নয়, গোটা আরব আমিরাত এবং উপসাগরীয় দেশগুলোর অসংখ্য নারীকে এ খাতে এগিয়ে আসার পেছনের আদর্শ এবং দিকনির্দেশক হিসেবে নিরলস কাজ করে যাচ্ছেন তিনি। ডেনটন ওয়াইল্ড স্যাপটে, বেরিম্যানস ল্যাস মাওয়ের অ্যান্ড ওয়েলিংটন ক্যাপিটাল ল' ফার্মে সিনিয়র আইনজীবী হিসেবে বেশ কয়েক বছর কাজ করার পর ২০০৬ সালে মেরিটাইম আইনি সেবাদাতা প্রতিষ্ঠান ইনচেতে যোগ দেন রিটা। ১৯৯২ সাল থেকে দুবাইতে বসবাস করার কারণে সংযুক্ত আরব আমিরাতের আইন সম্পর্কে তাঁর অগাধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা রয়েছে। আরবি ও ইংরেজি দুই ভাষাতেই সমান দক্ষ রিটা ইনচের হয়ে কর্পোরেট অ্যান্ড কমার্শিয়াল ট্রানজেকশন, কোম্পানি অধিগ্রহণ এবং একীভূতকরণ, রিস্ট্রাকচারিং, জয়েন্ট ভেঞ্চার, এমপ্লয়মেন্ট, স্টার্ট-আপ এবং বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে কাজ করেন।

নাতাশা পিলিদিস

নৌবাণিজ্য উপমন্ত্রী, সাইপ্রাস

নৌবাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের উপমন্ত্রী হিসেবে যোগদানের মাত্র এক বছরের মাথায় শিপিং খাতের প্রভাবশালী নারীর তালিকায় স্থান পাওয়াটা সহজ নয়। ২০১৮ সালের মার্চে দায়িত্ব পাওয়ার পর তাঁর নেওয়া বেশ কিছু যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত ও পরিবর্তন সাইপ্রাসের শিপিং খাতে দারুণ ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। দেশটির শিপিং কমিউনিটি গত কয়েক বছর ধরেই তাঁকে এ পদে নিয়োগের দাবি জানিয়ে আসছিল। শিপ ম্যানেজমেন্ট এবং টনেজের হিসেবে ইউরোপের অন্যতম বৃহত্তম জাহাজ রেজিস্ট্রিকারী দেশের পরিচয় ছাপিয়ে দেশকে মেরিটাইম ক্লাস্টারে পরিণত করার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছেন নাতাশা। গত বছর বিভিন্ন মেরিটাইম কনফারেন্স এবং প্রদর্শনীতে তাঁর সরব উপস্থিতি বলে দেয় তিনি দেশ ও প্রতিষ্ঠানের পারস্পরিক যোগাযোগ বৃদ্ধিতে আগ্রহী। নাতাশার ভাষায়, "আমাদের আরও সরব হতে হবে। মানুষকে বুঝতে দিতে হবে যে, আমাদেরও অস্তিত্ব রয়েছে এবং আমরাও কিছু করতে পারি।" স্বাভাবিকভাবেই, মেরিটাইম দৃশ্যপটে এই অক্সফোর্ড গ্র্যাজুয়েটের প্রভাব বাড়ছে এবং এতে মূল সুবিধাভোগী হচ্ছে তাঁর নিজের দেশ।

ক্যাথি জে. মেটকাফ

চেম্বার অব শিপিং অব আমেরিকা

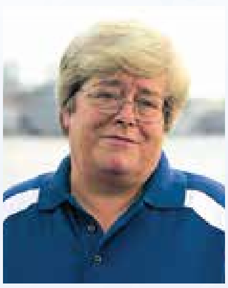

উত্তর আমেরিকার মেরিটাইম সেক্টরের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি, চেম্বার অব শিপিং অব আমেরিকার (সিএসএ) প্রেসিডেন্ট এবং প্রধান নির্বাহী ক্যাথি মেটকাফকে তাঁর অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ আজীবন সম্মাননা দিয়েছে লয়েড'স লিস্ট। প্রায় বিশ বছর সিএসএ'র মেরিটাইম অ্যাফেয়ার্স বিভাগের পরিচালক হিসেবে কাজ করার পর ২০১৫ সালে প্রধান নির্বাহী পদে যোগ দেন ক্যাথি। ফলে নৌবাণিজ্যের অলিগলি সম্পর্কে অসামান্য দখল রয়েছে তাঁর। প্রবল ব্যক্তিত্ববান এই নারীকে নিজের কাজের ক্ষেত্রে অগাধ পাণ্ডিত্যের কারণে ইন্ডাস্ট্রির সাথে জড়িত সকলেই বেশ সমীহ করে চলেন। সিএসএ'র কাজ হলো কংগ্রেস, ফেডারেল এবং রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন সংস্থার কাছে মেরিটাইম সংক্রান্ত সমস্যাগুলো তুলে ধরা ও দাবি আদায় করা। কিন্তু এসব সরকারি প্রতিষ্ঠানের কাছেও নিজের জন্য শ্রদ্ধার আসন আদায় করে নিয়েছেন ক্যাথি। 'এমপাওয়ারিং উইমেন ইন দ্য মেরিটাইম কমিউনিটি' স্লোগান নিয়ে গত বছর আইএমও'র ওয়ার্ল্ড মেরিটাইম ডে উদ্‌যাপনের ঠিক আগের দিন হিউস্টনে তাঁর হাতে লয়েড'স লিস্টের লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড তুলে দেওয়া হয়। অত্যন্ত সম্মানজনক এ পুরস্কার গ্রহণের প্রাক্কালে ক্যাথি বলেন, তাঁর চরিত্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ সম্ভবত 'একাগ্রতা'।

ক্যারেন পারনেল

আইটফ

জাহাজের মালিকদের অন্যতম বড় প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠন আইটফ, যদিও এ খাতের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মতো এটি তত পরিচিত নয়। এই অলাভজনক সংস্থাটি সমুদ্রে তেল দূষণ পরিষ্কার করতে সাহায্য করে। পৃথিবীর বৃহত্তর কল্যাণের স্বার্থে নিভৃতে থেকে নিরলস কাজ করে যাচ্ছেন আইটফের মহাপরিচালক ক্যারেন পারনেল। পাশাপাশি লয়েড'স লিস্টের সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম প্রধান সদস্য হিসেবেও সফলভাবে দায়িত্ব পালন করছেন। রাসায়নিক পদার্থবিদ্যায় পিএইচডি ডিগ্রিধারী পারনেল রয়্যাল সোসাইটি অব কেমিস্ট্রির একজন ফেলো। আইটফের সাথে কাজ করতে গিয়ে তিনি বিশ্বব্যাপী অসংখ্য ছোট-বড় তেল ছড়িয়ে পড়ার ঘটনায় ক্ষতি কমানোর সাথে জড়িত ছিলেন এবং বেশ কয়েকবার এনভায়রনমেন্টাল ড্যামেজ অ্যাসেসমেন্ট প্রক্রিয়ায় নেতৃত্ব দিয়েছেন। তাঁর দক্ষ নেতৃত্বগুণে জ্বালানি তেলের সাথে সাথে সমুদ্রের পানিতে ক্ষতিকর ও বিপজ্জনক পদার্থ ছড়িয়ে পড়া রোধেও আইটফ এখন সমান তৎপর।

উনি এইনেমো

আইবিআইএ

মেরিন ফুয়েল এবং শিপিং ইন্ডাস্ট্রিতে সাংবাদিক এবং বিশ্লেষক হিসেবে প্রায় দুই যুগ কাজ করার পর ২০১৬ সালের এপ্রিলে ইন্টারন্যাশনাল বাঙ্কার ইন্ডাস্ট্রি অ্যাসোসিয়েশনে (আইবিআইএ) পরিচালক পদে যোগ দেন উনি এইনেমো। সালফার ক্যাপ ২০২০ বাস্তবায়নে আন্তর্জাতিক বাঙ্কার ইন্ডাস্ট্রির মুখপাত্র হিসেবে সবচেয়ে সোচ্চার কণ্ঠ ছিল তাঁর। নতুন বিধিনিষেধ মেনে জ্বালানি তেলের গুণমান, প্রাপ্যতা এবং সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করতে তাঁর দীর্ঘ অভিজ্ঞতা ইতিমধ্যেই সুফল বয়ে আনতে শুরু করেছে গোটা বাঙ্কার তথা শিপিং ইন্ডাস্ট্রির জন্য।

মেরিটাইম ইভেন্টস

গ্রিন শিপিং এশিয়া সামিট ২০২০

সাংহাই, চীন

সামুদ্রিক পরিবেশের ওপর নৌপরিবহনের ক্ষতিকর প্রভাব হ্রাস এখন সময়ের দাবি। এই শিল্পখাত ইতিমধ্যেই পরিবেশের কথা মাথায় রেখে বেশ কিছু লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করেছে। এই সব লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে করণীয় নির্ধারণে এবং চলমান বিভিন্ন কার্যক্রম পর্যালোচনা করতে আয়োজিত হতে যাচ্ছে গ্রিন শিপিং এশিয়া সামিট ২০২০। এই সামিটের উদ্দেশ্য বাণিজ্যের নতুন সম্ভাবনা, নতুন বাজার, নতুন প্রযুক্তি এবং নতুন কর্মপরিকল্পনা অনুসন্ধান। এখানে অংশ নেবেন এশিয়ার বিভিন্ন দেশের মেরিটাইম খাতের প্রায় ২৫০ জন বিশেষজ্ঞ এবং ৫০ জন বক্তা। ২৭-২৯ এপ্রিল ২০২০ এই সামিট অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা থাকলেও বৈশ্বিক করোনা পরিস্থিতির কারণে এটি পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে।

বিস্তারিত: https://bit.ly/3aB1EjU

ডিজিটাল শিপ'স মেরিটাইম সাইবার রেজিলিয়েন্স ফোরাম

এথেন্স, গ্রিস

তথ্যপ্রযুক্তিগত বিপ্লবের এ যুগে শিপিং সেক্টরের সামনে সাইবার নিরাপত্তা ঝুঁকি আমাদের সামনে নিয়ে আসছে নিত্যনতুন চ্যালেঞ্জ। এই হুমকি মোকাবিলায় আইটি খাতে নিযুক্ত কর্মীদের প্রয়োজন কৌশলগত উদ্যোগ। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় তৃতীয়বারের মতো আয়োজিত হচ্ছে ডিজিটাল শিপ'স মেরিটাইম সাইবার রেজিলিয়েন্স ফোরাম। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে নৌপরিবহন খাতের এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় নিয়োজিত বিশেষজ্ঞগণ এই ফোরামে বক্তব্য রাখবেন। ৭ এপ্রিল ২০২০ এটি অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা থাকলেও বৈশ্বিক করোনা পরিস্থিতির কারণে তা পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে।

বিস্তারিত: https://bit.ly/2x3bZr7

অপটিমাইজড শিপ ফোরাম

২৮ জুলাই ২০২০, সিঙ্গাপুর

নৌপরিবহন শিল্পের বিভিন্ন খাতের সফলতা এবং ব্যর্থতা পর্যালোচনাসহ জাহাজ পরিচালনায় দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে রিভেরা মেরিটাইম মিডিয়া আয়োজন করতে যাচ্ছে অপটিমাইজড শিপ সিরিজের পরবর্তী ফোরাম। এর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে এ খাতের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের হাতে থাকা তথ্য বিনিময় এবং বিশ্লেষণ করে এই খাতের ডিজিটালাইজেশনে বিনিয়োগ অব্যাহত রাখা। আলোচনার বিষয়বস্তু হবে স্মার্ট শিপিং ও অটোনমির সাথে রেগুলেটরি ফ্রেমওয়ার্কের সম্পর্ক, জ্বালানি দক্ষতা, গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণ হ্রাস, রিয়েল টাইম ভেসেল মনিটরিং ও আইওটি অ্যাপ্লিকেশন ইত্যাদি।

বিস্তারিত: https://bit.ly/2Kr0nkH

বন্দর পরিচিতি

চিংদাও বন্দর

চীনের চিংদাও বন্দর এলাকায় মানুষের বসতির ইতিহাস আজ থেকে প্রায় ছয় হাজার বছরের পুরানো। সপ্তদশ শতাব্দীর আগে এটি ছিল একটি ছোট জেলে গ্রাম। সম্ভাব্য নৌ আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে, উনিশ শতকের শেষ দিকে চিং রাজবংশ এখানে দুর্গ গড়ে তোলে। জাপানের সাথে কয়েকবার হাত বদলের পর ১৯৪৯ সালে চীনের সমাজতান্ত্রিক রেড আর্মি এই বন্দরে প্রবেশ করে। ১৯৮৪ সালে চীন এই বন্দরকে বিদেশি বিনিয়োগের জন্য উন্মুক্ত ঘোষণা করে।

বর্তমানে এই বন্দরটি চীনের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক অঞ্চলের কেন্দ্র হিসেবে কাজ করছে। এরা হলো—চিংদাও ইকোনমিক অ্যান্ড টেকনোলজিক্যাল ডেভেলপমেন্ট এরিয়া, চিংদাও মুক্তবাণিজ্য অঞ্চল এবং চিংদাও হাই-টেক ইন্ডাস্ট্রিয়াল জোন। বন্দরটি সমুদ্রপথে পৃথিবীর ১৩০টি দেশের প্রায় ৪৫০টি বন্দরের সাথে যুক্ত। চীনের সাংদাঙ প্রদেশের চিংদাওয়ে পীত সাগরের কূলে অবস্থিত এ বন্দরটির ২০১৯ সালের লয়েড'স লিস্টের ব্যস্ততম ১০০ বন্দরের তালিকায় অষ্টম স্থানে রয়েছে। ২০১৯ সালে বন্দরটিতে কনটেইনার হ্যান্ডলিংয়ের পরিমাণ ছিল ২০ মিলিয়ন টিইইউ। কার্গো হ্যান্ডলিংয়ের দিক থেকে এ বন্দরের অবস্থান বিশ্বে সপ্তম। চিংদাও বন্দর এলাকাটি মূলত চারটি অংশে বিভক্ত—ডাগাং পোর্ট এরিয়া, চিংওয়ান পোর্ট এরিয়া, হুয়াংডং অয়েল পোর্ট এরিয়া এবং ডংজিয়াকাও পোর্ট এরিয়া। চিংদাও বন্দরের কনটেইনার হ্যান্ডলিং কার্যক্রম পরিচালনা করে চিংদাও কিয়ানওয়ান কনটেইনার টার্মিনাল কোম্পানি লিমিটেড, যা মূলত চিংদাও বন্দর, ডিপি ওয়ার্ল্ড, কিউপিসি, কসকো এবং এপিএম টার্মিনালের একটি যৌথ উদ্যোগ। ৫৫৬ একর আয়তনের এই টার্মিনালে রয়েছে ১১টি কনটেইনার বার্থ-যেখানে সর্বনিম্ন ড্রাফট ১৭.৫ মিটার এবং যাদের সম্মিলিত দৈর্ঘ্য প্রায় ৩.৪ কিলোমিটার। কনটেইনার টার্মিনালের বার্ষিক কনটেইনার হ্যান্ডলিং ৬.৫ মিলিয়ন টিইইউ। বন্দরের ব্রেকবাল্ক কার্গো হ্যান্ডলিংয়ে নিয়োজিত জিগাং কোম্পানির আওতায় রয়েছে দশটি জেটি, যাদের সম্মিলিত দৈর্ঘ্য ৫৮২ মিটার, আয়তন প্রায় ৩৮ হেক্টর। এই জেটিগুলোর পাঁচটি ব্যবহৃত হয় আকরিক দ্রব্য হ্যান্ডল করতে। চিংদাও পোর্ট কর্পোরেশনের একটি শাখা-কিয়াংগ্যাং কোম্পানি ৫৯৩ একর এলাকাজুড়ে এই জেটিগুলোতে কার্যক্রম পরিচালনা করে। স্টোরেজ এরিয়ার আয়তন ২৭২ একর। এই জেটিগুলোতে প্রতি ঘণ্টায় প্রতিটি জাহাজ থেকে ৬.১ হাজার টন আকরিক আনলোড করার সক্ষমতা রয়েছে। তাছাড়া কয়লা লোড-আনলোড করার জন্য রয়েছে ৫৬০ মিটার দীর্ঘ জেটি সুবিধা। ওল্ড পোর্ট অব চিংদাওয়ের ১২টি জেটিতে কার্যক্রম পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান হলো ড্যাগাং কোম্পানি। যা চায়নার প্রথম এবং বৃহত্তম কার্গো হ্যান্ডলিং প্রতিষ্ঠান, যা একইসাথে কনটেইনার, বাল্ক কার্গো, এক্সট্রা লার্জ ব্যাগিং অব বাল্ক কার্গো, অ্যালুমিনা ও সার জাতীয় পণ্য হ্যান্ডলিং এবং যাত্রীসেবা প্রদানে সক্ষম। এর আওতায় রয়েছে ১৪টি ওয়্যারহাউস এবং ১৫৫.৬ একর স্টোরেজ এরিয়া। এই বন্দরে ক্রুড অয়েল হ্যান্ডলিংয়ের জন্য রয়েছে দুটি ডক এবং ফুয়েল অয়েলের জন্য দুটি ডক। এই চারটি ডক পরিচালনা করে অয়েল পোর্ট কোম্পানি। এই বন্দরের লিক্যুইড কার্গো ধারণক্ষমতা প্রায় তিন মিলিয়ন কিউবিক মিটার। চিংদাও বন্দরের প্যাসেঞ্জার টার্মিনালে কার্যক্রম পরিচালনা করে আন্তর্জাতিক এবং অভ্যন্তরীণ যাত্রীসেবা প্রদানকারী তিনটি প্রতিষ্ঠান।

তাছাড়া এই বন্দরের কাস্টমসে প্রায় ৭০ শতাংশ পেমেন্ট অনলাইনেই আদায় করা হয়। সড়কপথ এবং রেলপথের মাধ্যমে এই বন্দর যুক্ত চীনের শক্তিশালী হিন্টারল্যান্ড ব্যবস্থার সাথে। চিংদাও বন্দর ২০১৭ সালে মন্দার মধ্য দিয়ে গেছে, যার ফলস্বরূপ ওই বছর কনটেইনার হ্যান্ডলিংয়ের প্রবৃদ্ধি কমে দাঁড়ায় ১.৬ শতাংশে। যা ২০১৬ সালে ছিল ২.৯ শতাংশ। তবে পণ্য পরিবহনে বেশ কিছু নতুন পরিষেবা যুক্ত করায় ২০১৯ এই বন্দরের সাথে সংশ্লিষ্ট সি-রেল কমবাইন্ড কার্গো ভলিউম বেড়েছে ২০ শতাংশ। এ ছাড়া চলমান অটোমেশন কার্যক্রম এই বন্দরের সক্ষমতাকে বাড়িয়ে চলেছে। ফাইভ-জি টেকনোলজি ডেভেলপমেন্টের উদ্দেশ্যে সম্প্রতি বন্দরটি চুক্তিবদ্ধ হয়েছে প্রযুক্তি সেবাদাতা প্রতিষ্ঠান হুয়াইয়ের সাথে। ২০১৯ সালে দশটি নতুন বৈদেশিক কনটেইনার শিপিং যুক্ত হওয়ায় বন্দরটি এখন মোট ১৭৩টি কনটেইনার রুটের পোর্ট কল নিতে সক্ষম।

গ্রন্থ পরিচিতি

ফিফটি শিপস দ্যাট চেঞ্জড দ্য কোর্স অব দ্য হিস্ট্রি

ইয়ান গ্রাহাম

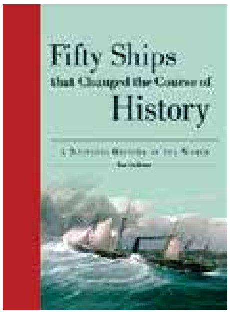

হাজার হাজার বছরের ইতিহাসে জাহাজগুলো শুধু দেশে দেশে বাণিজ্যই করেনি বরং বদলে দিয়েছে ইতিহাসের গতিপ্রকৃতিও। ইতিহাসে প্রভাববিস্তারী এরকম পঞ্চাশটি জাহাজ নিয়ে সাজানো হয়েছে *ফিফটি শিপস দ্যাট চেঞ্জড দ্য কোর্স অব দ্য হিস্টরি* গ্রন্থটি। লিখেছেন ইয়ান গ্রাহাম। বইটি শুরু হয়েছে খ্রিস্টপূর্ব ২৫৬৬ সালে ফারাও খুফু'র সোলার বার্জের বর্ণনার মাধ্যমে। এই বার্জটির ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয় ১৯৫৪ সালে দ্য গ্রেট পিরামিড অব গিজার কাছাকাছি। পরবর্তীতে সেই একই নকশা অনুসারে একে পুনর্নির্মাণ করা হয়। ধর্মীয় বিশ্বাস অনুসারে এই জাহাজটি ফারাওকে মৃত্যুর পর পরলোকে যাত্রা করতে সাহায্য করবে, তাঁর সাথে থাকবেন মিশরীয় পুরাণের সূর্যদেবতা রা। আর বইটি শেষ করা হয়েছে এর চার হাজার বছর পরে নির্মিত বিশ্বের বৃহত্তম যাত্রীবাহী জাহাজ এমএস অ্যালিউর অব দ্য সি'জ-এর বিস্তারিত বর্ণনার মাধ্যমে। অন্যান্য জাহাজগুলোর মধ্যে রয়েছে ১৮৯৭ সালে নির্মিত বিশ্বের প্রথম সফল সাবমার্সিবল জাহাজ ইউএসএস হল্যান্ড; প্রথম পারমাণবিক জ্বালানিনির্ভর সুপারক্যারিয়ার ইউএসএস এন্টারপ্রাইজ; এসএস টরি ক্যানিয়ন—সমুদ্রে সবচেয়ে বেশি তেল-দূষণ ঘটানো জাহাজ; বিশ্বের প্রথম কনটেইনারবাহী জাহাজ এসএস আইডিয়াল এক্স, যা বদলে দিয়েছিল বিশ্ববাণিজ্যের চেহারা; ইউএসএস মিসৌরি—দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী যুক্তরাষ্ট্রের নৌবাহিনীর শেষ যুদ্ধজাহাজ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হয়েছিল এ জাহাজে; এসএস নর্ম্যান্ডি—বিলাসবহুল সমুদ্রভ্রমণে স্থাপন করেছিল নতুন মাইলস্টোন; ইউ২১—জার্মানির সবচেয়ে বিধ্বংসী ইউবোট, প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ব্যবহৃত সাবমেরিন। আরএমএস লুসিতানিয়া—ইউবোট এটি ডুবিয়ে দিলে যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জড়িয়ে পড়া নিশ্চিত হয়ে যায়। ঐতিহাসিক মেফ্লাওয়ার, যার আরোহীরা শেষ পর্যন্ত ইংল্যান্ড থেকে আমেরিকাতে পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছিল; দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অন্যতম শক্তিশালী যুদ্ধজাহাজ বিসমার্ক, যেটি পরাজিত হয়েছিল একটি বাইপ্লেনের কাছে; অ্যামিস্ট্যাড—একে দখল করে নিয়েছিল এর দাস আরোহীরা এবং বিশ্বের প্রথম ট্রান্সওশানিক জাহাজ এসএস গ্রেট ব্রিটেন।

সময়ের ক্রমানুসারে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে এসব জাহাজের। সাথে যুক্ত হয়েছে জাহাজগুলোর দৃষ্টিনন্দন ছবি, তাদের নির্মাণকৌশল, পেইন্টিং, শিপ প্ল্যান ইত্যাদি। লেখকের কৌশলী গল্প বলার ধরন, পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিশ্লেষণ এবং প্রাঞ্জলতা সহজেই পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করতে সক্ষম। তাছাড়া নৌপরিবহন খাতের ইতিহাস সম্পর্কে একটি ধারাবাহিক ধারণা পাওয়া যায় বইটি থেকে। ইতিহাসে আগ্রহী যেকোনো পাঠকের জন্য এটি সংগ্রহে রাখার মতো একটি বই। ফায়ারফ্লাই বুকস থেকে ২০১৬ সালে প্রকাশিত ইংরেজি ভাষায় লেখা ২২৪ পাতার হার্ড কভারে বাঁধাই এই বইটির দাম পড়বে ২১.১৮ ডলার।

আইএসবিএন-১০: ১৭৭০৮৫৭১৯২
আইএসবিএন-১৩: ৯৭৮-১৭৭০৮৫৭১৯৩

মেরিটাইম ফ্যাক্ট

ব্যারোমিটার

সমুদ্রগামী কোনো জাহাজের জন্য আবহাওয়ার পূর্বাভাস একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কেননা ঝড়, নিম্নচাপ কিংবা আবহাওয়াতে যেকোনো ধরনের পরিবর্তন কোনো সমুদ্রগামী নৌযানের ভাগ্যে নিয়ে আসতে পারে বড় ধরনের দুর্যোগ। উপকূলের কাছাকাছি অবস্থান করলে নাহয় আবহাওয়া অফিসের খবরের মাধ্যমে সতর্ক হওয়া সম্ভব, কিন্তু মাঝসমুদ্রে? এই সমস্যার সমাধান করেছিলেন একজন ইতালিয়ান পদার্থবিদ ইভানগেলিস্টা টরিসেলি, ১৬৪৩ সালে ব্যারোমিটার আবিষ্কারের মাধ্যমে। ব্যারোমিটারের সাহায্যে বায়ুচাপ পরিমাপ করা হয়। মাপা যায় সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে কোনো স্থানের উচ্চতাও। মূলত তরলের ওপর বায়ুমণ্ডল কতটুকু বল প্রয়োগ করছে সেটা পরিমাপের মাধ্যমেই বায়ুচাপ পরিমাপ করা হয়। এর প্রাথমিক গঠনে কোনো তরলে ভর্তি একটি বাটিতে একই তরলে সম্পূর্ণভাবে পূর্ণ একমুখ খোলা নলের খোলামুখটি ডুবিয়ে দিয়ে নলটিকে উল্লম্বভাবে রাখা হয়। এ সময় নলের তরল স্তম্ভটি কিছুটা নেমে আসে। এই তরল স্তম্ভের উচ্চতা থেকেই বায়ুচাপ পরিমাপ করা হয়। সাধারণত তরল হিসেবে পারদ ব্যবহার করা হয় এবং সেক্ষেত্রে নলটির দৈর্ঘ্য হয় এক মিটার। তবে পানি ব্যবহার করলে নলটির উচ্চতা হতে হবে ১০.৩৬৩ মিটার।

বর্তমানে দুই ধরনের ব্যারোমিটার প্রচলিত–পারদ বা মারকিউরি ব্যারোমিটার অন্যটি হলো অ্যানেরয়েড ব্যারোমিটার। বিভিন্ন পোর্টেবল যন্ত্রপাতিতে অ্যানেরয়েড ব্যারোমিটার ব্যবহৃত হয়। এই ধরনের ব্যারোমিটারে নমনীয় পদার্থে তৈরি একটি বায়ুশূন্য ফাঁপা ক্যাপসুল থাকে। বায়ুচাপ পরিবর্তনের সাথে সাথে এই ক্যাপসুলের দেওয়ালের অবস্থানের পরিবর্তন হয়। এই পরিবর্তন থেকেই বায়ুচাপ পরিমাপ করা হয়। সাধারণত ব্যারোমিটারে বায়ুচাপ বাড়তে থাকলে বুঝতে হবে বাতাসে আর্দ্রতার পরিমাণ কমে আসছে। বায়ুচাপ ধীরে ধীরে কমতে থাকলে বোঝা যায় যে বাতাসে আর্দ্রতা বাড়ছে, অদূর ভবিষ্যতে বৃষ্টি হতে পারে।

মেরিটাইম ব্যক্তিত্ব

স্যার জন শার্ডান

প্রখ্যাত অভিযাত্রী এবং রত্নব্যবসায়ী স্যার জন শার্ডানের জন্ম প্যারিসে ১৬৪৩ সালে। তাঁর লেখা *দ্য ট্র্যাভেলস অব স্যার জন শার্ডান* পশ্চিমা সংস্কৃতির সূচনালগ্নে পারস্য এবং তৃতীয় বিশ্ব সম্পর্কে একটি অসাধারণ বই হিসেবে স্বীকৃত। সমালোচকদের মতে বইটিতে তৎকালীন পারস্যের গভীর এবং তাৎপর্যপূর্ণ বিশ্লেষণ পাওয়া যায়।

শিক্ষাজীবন শেষ হওয়ার পর তিনি তাঁর বাবার সাথে রত্নেরব্যবসা সামলাতে শুরু করেন। ১৬৬৪ সালে তিনি লিঁওর একজন ব্যবসায়ীর সাথে পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের দিকে যাত্রা করেন। এ সময় তিনি কনস্টান্টিনোপল এবং কৃষ্ণ সাগরে অভিযান পরিচালনা করেন। ১৬৬৭ সালে ইরানের বাদশাহ দ্বিতীয় শাহ আব্বাস তাঁকে রত্ন সংগ্রহের দায়িত্ব দেন। এই উপলক্ষে তিনি ভারত ভ্রমণ করেন। এরপর তিনি রত্নের খোঁজে ফ্রান্সে যান। ইতিমধ্যে রাজা দ্বিতীয় শাহ আব্বাস মারা গেলে তিনি তার উত্তরাধিকার সোলায়মানের রাজ্যাভিষেকেরও সাক্ষী হয়েছিলেন। ১৬৭২ সালে কনস্টান্টিনোপলে থাকার সময় তুরস্কের প্রধান আমত্যের সাথে এবং ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূতের দ্বন্দ্বে পরিস্থিতি বিপজ্জনক হয়ে উঠলে তিনি পালিয়ে একটি ছোট নৌকা নিয়ে কৃষ্ণ সাগর পাড়ি দেন। শুরু হয় তাঁর জীবনের সবচেয়ে রোমহর্ষক যাত্রা। এই যাত্রায় তিনি ক্রিমিয়ার কাফা, জর্জিয়া এবং আর্মেনিয়া হয়ে ১৬৭৩ সালে ইস্পাহানে পৌঁছান। ইস্পাহানে তিনি চার বছর অবস্থান করেন। এ সময় তিনি কাস্পিয়ান সাগর থেকে পার্সিয়ান উপসাগর এবং সিন্ধু নদী পর্যন্ত অভিযান পরিচালনা করেন। এবং আরেকটি অভিযানে কিছু ভারতীয় নগরীও ভ্রমণ করেন। এই দুই যাত্রা তাঁর ভাগ্য ফিরিয়ে দিলে ১৬৭৭ সালে তিনি উত্তমাশা অন্তরীপ হয়ে ইউরোপে ফিরে যান। অভিযানগুলোর বর্ণনাসমৃদ্ধ তাঁর রচিত চার খণ্ডের বইয়ের প্রথমটি প্রকাশিত হয় ১৬৮৬ সালে। ১৬৮১ সালে তিনি ব্রিটেনের রাজদরবারের জহুরী হিসেবে নিয়োগ পান। ১৬৮২ সালে রয়্যাল সোসাইটির সদস্য হিসেবে মনোনীত হন। কিছুকাল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রতিনিধি হিসেবে তিনি নেদারল্যান্ডসেও অবস্থান করেন। তিনি তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্তগুলো অনেকটা দিনলিপির মতো করে লিখতেন। ফলে লেখায় যেমন ধারাবাহিকতা পাওয়া যেত, তেমনি পাওয়া যেত তখনকার সভ্যতা সম্পর্কে সম্যক ধারণা। তিনি ১৭০৩ সালে লন্ডনে মৃত্যুবরণ করেন।

সদস্য দেশগুলো আঞ্চলিক সহায়তা সম্প্রসারণে এগিয়ে আসলে এই অঞ্চলের জলবিদ্যুৎ সম্ভাবনাকে কাজে লাগানো সম্ভব বলে জানান ২৫-২৬ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় অনুষ্ঠিত দুদিনের বিমসটেক সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী প্রতিনিধিরা

বিনিয়োগে জাপানের প্রথম পছন্দ বাংলাদেশ

এশিয়া ও ওশেনিয়া মহাদেশের দেশগুলোতে বিনিয়োগের জন্য জাপানি প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রথম পছন্দ বাংলাদেশ। কারণ এখানে সম্ভাবনার পাশাপাশি মুনাফার পরিমাণ অনেক বেশি। কয়েক বছর ধরে বাংলাদেশের টানা উচ্চ প্রবৃদ্ধিও জাপানি প্রতিষ্ঠানগুলোকে এখানে বিনিয়োগে উৎসাহিত করছে। জাপান এক্সটারনাল ট্রেড অর্গানাইজেশনের (জেইটিআরও) এক সমীক্ষায় এ তথ্য উঠে এসেছে। এশিয়া ও ওশেনিয়ার ২০টি দেশে ১৩ হাজার ৪৫৮টি জাপানি প্রতিষ্ঠানের ব্যবসার পরিকল্পনার ভিত্তিতে গত বছর আগস্ট ও সেপ্টেম্বরে এই সমীক্ষা করা হয়।

বাংলাদেশে কাজ করা জাপানি প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে প্রায় ৭০ শতাংশই আগামী এক থেকে দুই বছরের মধ্যে এদেশে ব্যবসা বাড়ানোর পরিকল্পনা করছে। প্রায় ২৩ শতাংশ প্রতিষ্ঠান একই গতিতে তাদের ব্যবসা চালিয়ে যাওয়ার কথা বলেছে। অন্যদিকে, ১ দশমিক ৬ শতাংশ জাপানি প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশে ব্যবসার পরিসর কমানোর কথা ভাবছে।

জাপানি প্রতিষ্ঠানগুলোর পছন্দের তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে ভারত। ভারতে কাজ করা ৬৫ দশমিক ৫ শতাংশ জাপানি প্রতিষ্ঠান ব্যবসা বাড়ানোর পরিকল্পনা করছে। বাংলাদেশ ও ভারতের পরেই জাপানিদের পছন্দ ভিয়েতনাম। সেখানে কাজ করা ৬৩ দশমিক ৯ শতাংশ জাপানি প্রতিষ্ঠানের ব্যবসা সম্প্রসারণের পরিকল্পনা রয়েছে। এরপরই রয়েছে পাকিস্তান। সেখানকার ৬২ দশমিক ৫ শতাংশ জাপানি প্রতিষ্ঠান বিনিয়োগ বাড়াতে আগ্রহী।

তবে জাপানি প্রতিষ্ঠানগুলোর দেশভিত্তিক সম্ভাব্য ব্যবসায়িক লাভের হিসেবে বাংলাদেশ পঞ্চম স্থানে রয়েছে। বাংলাদেশে পরিচালিত জাপানি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে প্রায় ৩৬ দশমিক ৭ শতাংশ ২০১৮ সালের তুলনায় ২০১৯ সালে মুনাফা বেশি হওয়ার সম্ভাবনার কথা বলেছে। ৪৪ দশমিক ৯ শতাংশের প্রত্যাশা ব্যবসা একই রকম থাকবে এবং প্রায় ১৮ দশমিক ৪ শতাংশ তাদের মুনাফা হ্রাসের আশঙ্কা করছে। প্রতিষ্ঠানগুলো দেশের স্থানীয় কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধির দিকে গুরুত্বারোপ করেছে। জরিপ করা দেশগুলোর মধ্যে স্থানীয়দের নিয়োগ করার পরিকল্পনার হারে বাংলাদেশ গত বছর পঞ্চম অবস্থানে থাকলেও এ বছর উঠে এসেছে দ্বিতীয় স্থানে। ৬৮ দশমিক ৩ শতাংশ প্রতিষ্ঠান আগামী এক বছরে বাংলাদেশি কর্মী বাড়ানোর পরিকল্পনা করছে। ২৯ দশমিক ৩ শতাংশ একই রাখবে এবং ২ দশমিক ৪ শতাংশ প্রতিষ্ঠান স্থানীয় কর্মী কমাতে চায়।

সমীক্ষা প্রতিবেদনে বলা হয়, স্থানীয়ভাবে বাংলাদেশে উৎপাদন ব্যয় জাপানের তুলনায় ৩০ দশমিক ৪ শতাংশ কম। গত ডিসেম্বরের হালনাগাদ তথ্য অনুযায়ী, প্রায় ৩০০ জাপানি প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশে ব্যবসা করছে। এক দশক আগে এ সংখ্যাটি ছিল ৮২। জাপানের উদ্যোক্তারা গত বছরের ডিসেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশে প্রায় ৩৮৬ মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করেছেন।

সদস্য দেশগুলোকে জ্বালানি সহায়তা বাড়ানোর আহ্বান বিমসটেকের

জ্বালানি সহায়তা সম্প্রসারণে বঙ্গোপসাগরীয় অঞ্চলের দেশগুলোকে সক্রিয় হওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে। বে অব বেঙ্গল ইনিশিয়েটিভ ফর মাল্টি সেক্টরাল টেকনিক্যাল অ্যান্ড ইকোনোমিক কো-অপারেশন (বিমসটেক) এর সদস্য দেশগুলোর মধ্যে যাদের জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের সম্ভাবনা রয়েছে, তা কাজে লাগিয়ে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করে প্রতিবেশী দেশগুলোর উন্নয়নে ব্যবহার করতে হবে। ২৫-২৬ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় অনুষ্ঠিত দুদিনের বিমসটেক সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী প্রতিনিধিরা এই আহ্বান জানান। জ্বালানি সহায়তা নিয়ে আয়োজিত এই সম্মেলনের মূল লক্ষ্য ছিল বিমসটেক দেশগুলোর মধ্যে একক গ্রিড লাইন নির্মাণ।

বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, ঝুঁকিপূর্ণ হলেও উৎপাদিত বিদ্যুৎ সঞ্চালনে গ্রিড লাইনের নির্মাণ-ব্যয় বেশি হবে, নাকি কম হবে, তার ওপরে নির্ভর করছে বিমসটেক অঞ্চলের ভাগ্য বদলের বিষয়টি। বিমসটেক দেশগুলোর মধ্যে নেপাল, মিয়ানমার, ভারত এবং ভুটানে বিপুল পরিমাণ জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের সম্ভাবনা রয়েছে। দেশগুলো আঞ্চলিক সহায়তা সম্প্রসারণে এগিয়ে আসলে এই সম্ভাবনাকে কাজে লাগানো সম্ভব।

ঢাকায় নিযুক্ত জাপানের রাষ্ট্রদূত নাওকি ইতো বলেন, ''সহায়তা সম্প্রসারণ ছাড়া এই অঞ্চলের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে না।'' তিনি মনে করেন, বিমসটেক দেশগুলোকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। এতে করে জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত হলে অর্থনৈতিক উন্নয়নও সম্ভব হবে।

সমাপনী দিনের প্রথম সেশন পরিচালনা করেন বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনের চেয়ারম্যান মো. আব্দুল জলিল। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সাউথ এশিয়া রিজিওনাল ইনিশিয়েটিভ ফর এনার্জি ইন্টিগ্রেশন (এসএআরআই/ইআই) এর কারিগরি প্রধান রাজীব রত্ন পাণ্ডা। এতে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ পাওয়ার গ্রিড কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক গোলাম কিবরিয়া, ভুটানের সেন্ট্রাল ইলেকট্রিসিটি অথরিটির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সামদ্রুপ থিনেলি প্রমুখ।

সম্মেলনের দ্বিতীয় সেশন পরিচালনা করেন ভারতের ইউএসএইডের ক্লিন এনার্জি অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট অফিসের আঞ্চলিক পরিচালক মাইকেল সাটিন। এতেও মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন রাজীব রত্ন পাণ্ডা। আর বক্তব্য রাখেন ঢাকায় নিযুক্ত জাপানের রাষ্ট্রদূত নাওকি ইতো, এডিবির কান্ট্রি ডিরেক্টর মনমোহন প্রকাশ প্রমুখ। সমাপনী বক্তব্য দেন বিমসটেকের জেনারেল সেক্রেটারি শহীদুল ইসলাম।

বিমসটেক অঞ্চলে বিদ্যুৎ সেবা সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ গত বছর জুনের হিসেবে ৯৫ ভাগ, গত জুলাই পর্যন্ত নেপাল ৭৮ ভাগ এবং গত ডিসেম্বর পর্যন্ত মিয়ানমার ৫০ ভাগ মানুষের ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে দিয়েছে।

পণ্য পরিবহনে জাহাজ ভাড়া বেড়েছে

সমুদ্রপথে কনটেইনারে পণ্য পরিবহন ভাড়া বাড়িয়েছে বিদেশি শিপিং সংস্থাগুলো। এ বছর ১ জানুয়ারি থেকে 'লো সালফার সারচার্জ' (এলএসএস) নামের বাড়তি মাসুল যুক্ত করায় ভাড়া বেড়ে গেছে, যা বাংলাদেশ থেকে আদায় করতে শুরু করেছে জাহাজ পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠানগুলো।

চট্টগ্রাম-সিঙ্গাপুর-চট্টগ্রাম রুটে একটি জাহাজে জ্বালানি তেল বাবদ খরচ বেড়েছে ৪০ হাজার মার্কিন ডলার। বর্ধিত ভাড়ার কারণে পণ্যভর্তি একটি কনটেইনার পরিবহনে বাড়তি ৫৬ ডলার গুনতে হচ্ছে ব্যবসায়ীদের। অর্থাৎ যেখানে চট্টগ্রাম-সিঙ্গাপুর রুটে একটি ২০ ফুটের কনটেইনারে আগে সর্বনিম্ন ভাড়া ছিল ১৪০ ডলার, সেখানে এখন দিতে হচ্ছে ১৯৬ মার্কিন ডলার। অর্থাৎ আমদানি ও রপ্তানি পণ্যভর্তি প্রতিটি কনটেইনার পরিবহনে ভাড়া বেড়েছে ৪০ শতাংশ। আর খালি কনটেইনার পরিবহনে মাসুল ২৮ মার্কিন ডলার। তবে এটা পরিবর্তিত হতে পারে। আমদানিতে এই বাড়তি

খরচ পণ্যের মূল্যের সঙ্গে যুক্ত হবে। অন্যদিকে রপ্তানির ক্ষেত্রে বাংলাদেশি ব্যবসায়ীরা চাপে পড়বেন। কারণ বিদেশি ক্রেতারা বাড়তি এ খরচ তাঁদের কাছ থেকে আদায় করে নেবেন। অবশ্য শেষ পর্যন্ত বাড়তি জাহাজভাড়ার দায় পুরোটাই চাপবে ভোক্তার ওপর।

জাহাজ কোম্পানি ও কনটেইনার লাইনগুলো বলছে, সালফার ক্যাপ ২০২০ অনুযায়ী জাহাজে জ্বালানি তেল ব্যবহারে সালফারের মাত্রা দশমিক ৫ শতাংশের নিচে রাখা বাধ্যতামূলক করেছে ইন্টারন্যাশনাল মেরিটাইম অর্গানাইজেশন (আইএমও)। আইএমও'র নির্দেশনা মানতে গিয়ে স্বল্প সালফারযুক্ত দামী জ্বালানি তেল কিনতে হচ্ছে। এতে জাহাজ পরিচালন ব্যয় অনেক বেড়েছে। তবে একসঙ্গে ভাড়া না বাড়িয়ে ধাপে ধাপে বাড়ানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। প্রতি মাসে জ্বালানি তেলের দাম হ্রাস-বৃদ্ধির ওপর ভিত্তি করে এলএসএস ওঠানামা করবে, তাই ভাড়াও কমবেশি হবে।

দেশীয় শিপিং এজেন্টরা বলছেন, আইএমও নির্দেশনার আগে ৩.৪ শতাংশ সালফারযুক্ত জ্বালানি তেলের দাম ছিল প্রতি টন ৪০০ থেকে ৪৫০ মার্কিন ডলার; আর ১ থেকে ১.৫ শতাংশ সালফারযুক্ত জ্বালানি তেলের দাম ৫৩০ থেকে ৫৮০ মার্কিন ডলার। অন্যদিকে, দশমিক ৫ শতাংশ সালফারযুক্ত জ্বালানি তেলের দাম ৬৮৭ মার্কিন ডলার।

এদিকে দশমিক ৫ শতাংশ সালফারযুক্ত জ্বালানি তেল ব্যবহারের বাধ্যবাধকতা থাকায় চট্টগ্রাম বন্দর ও জলসীমায় জ্বালানি তেল বিক্রি কমে গেছে। বিষয়টি নিশ্চিত করে জ্বালানি তেল সরবরাহকারীদের সংগঠন বাংলাদেশ বাঙ্কার অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক আবদুল রাজ্জাক বলেন, "আইএমও নির্দেশিত জ্বালানি তেল এই মুহূর্তে দেশে নেই। ফলে বিদেশি জাহাজগুলো বাইরে থেকেই ওই তেল নিয়ে আসছে। আগের তেল ব্যবহার করে কোনো জাহাজ বিদেশের বন্দরে ভিড়লে আটকে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তাই আমাদের তেল বিক্রি কমে গেছে। নতুন ধরনের তেল না আসা পর্যন্ত এই ধারা অব্যাহত থাকবে।"

নতুন নৌসচিব মোহাম্মদ মেজবাহ্ উদ্দিন চৌধুরী

নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের নতুন সচিব হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মোহাম্মদ মেজবাহ্ উদ্দিন চৌধুরী। ২০ ফেব্রুয়ারি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় তাঁর পদোন্নতি ও পদায়নের আদেশ জারি করে। মোহাম্মদ মেজবাহ্ উদ্দিন চৌধুরী ২৭ ফেব্রুয়ারি সচিব হিসেবে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ে যোগদান করেন। অবসরোত্তর ছুটিতে (পিআরএল) যাওয়া নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের জ্যেষ্ঠ সচিব মো. আবদুস সামাদের স্থলে তিনি নিয়োগ পান। এর আগে ২০১৯ সালের জুলাই মাসে তিনি সিলেটের বিভাগীয় কমিশনারের দায়িত্ব থেকে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রেষণ (এপিডি) উইংয়ের অতিরিক্ত সচিব হিসেবে পদোন্নতি পান। এ সময় তিনি সরকারের 'মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনায়' গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

মেজবাহ্ উদ্দিন চৌধুরী ১৯৯১ সালে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (প্রশাসন) ক্যাডারে যোগদান করেন এবং বরিশাল জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে সহকারী কমিশনার হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। পরবর্তীতে রাঙ্গামাটি, চট্টগ্রাম ও কুমিল্লা জেলার নেজারত ডেপুটি কালেক্টর হিসেবে কাজ করেন তিনি। উপজেলা নির্বাহী অফিসার হিসেবে কর্মরত ছিলেন ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার আখাউড়া উপজেলায়। এ ছাড়াও তিনি ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে ঢাকা বিদ্যুৎ বিতরণ কর্তৃপক্ষ, দ্বিতীয় সচিব হিসেবে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক হিসেবে নোয়াখালী জেলা প্রশাসকের কার্যালয় এবং বিনিয়োগ বোর্ডের এক্সিকিউটিভ চেয়ারম্যানের একান্ত সচিব হিসেবে কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে মেজবাহ্ উদ্দিন চৌধুরী রাজশাহী জেলার জেলা প্রশাসক হিসেবে মাঠ প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। তিনি অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে যুগ্মসচিব হিসেবে কর্মরত ছিলেন। বাংলাদেশ সরকারের অতিরিক্ত সচিব হিসেবে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের মর্যাদাপূর্ণ মন্ত্রিপরিষদ ও রিপোর্টিং অনুবিভাগের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। মেজবাহ্ উদ্দিন চৌধুরী দেশে-বিদেশে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয় বিভিন্ন মেয়াদে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। তিনি সিলেট বিভাগীয় কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালনের সময় শ্রেষ্ঠ বিভাগীয় কমিশনার হিসেবে শুদ্ধাচার পুরস্কার গ্রহণ করেন।

চট্টগ্রাম বন্দরে কনটেইনার জাহাজের অপেক্ষমাণ সময় শূন্য দিনে নেমেছে

৯ ফেব্রুয়ারি চট্টগ্রাম বন্দরের বহির্নোঙরে কনটেইনারবাহী জাহাজের গড় অপেক্ষমাণ সময় 'শূন্য দিনে' নেমে এসেছে। নতুন দশটি কি গ্যান্ট্রি ক্রেন স্থাপন, নতুন নতুন কনটেইনার হ্যান্ডলিং ইক্যুইপমেন্ট সংগ্রহ, উন্নত ব্যবস্থাপনা, অটোমেশন, সক্ষমতা বৃদ্ধির কারণে দ্রুত কনটেইনার জাহাজগুলো থেকে লোড-আনলোড হওয়ায় এটি সম্ভব হয়েছে। এর ফলে অপেক্ষমাণ জাহাজের জন্য শিপিং এজেন্ট বা আমদানিকারককে প্রতিদিন ১০-১৫ হাজার ডলার বাড়তি গুনতে হবে না। একই সঙ্গে সরকারের কস্ট অব ডুয়িং বিজনেস নীতি বাস্তবায়নেও ইতিবাচক প্রভাব পড়ছে।

বাংলাদেশ শিপিং এজেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি আহসানুল হক চৌধুরী কনটেইনার জাহাজের অপেক্ষমাণ সময় শূন্য দিনে নেমে আসা প্রসঙ্গে বলেন, "নিঃসন্দেহে বন্দরের কনটেইনার হ্যান্ডলিং সক্ষমতা বেড়েছে।"

বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান রিয়ার এডমিরাল জুলফিকার আজিজ বলেন, "সরকার কস্ট অব ডুয়িং বিজনেস কমাতে আন্তরিকভাবে কাজ করছে। বন্দর কর্তৃপক্ষও পরিকল্পনা অনুযায়ী টাইম টু অ্যাকশন ফলো করছে। সব মিলে ইতিবাচক পরিবর্তন আসছে।"

আন্তর্জাতিক নৌপথে চলাচলে ছয়টি বড় জাহাজ ক্রয়ের পরিকল্পনা

সরকার আন্তর্জাতিক নৌপথে চলাচলের জন্য সমুদ্রগামী ছয়টি বড় জাহাজ ক্রয়ের পরিকল্পনা করছে বলে জানিয়েছেন নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী। এ ছয়টি জাহাজের মধ্যে দুটি ক্রুড অয়েল মাদার ট্যাংকার, দুটি মাদার প্রোডাক্ট অয়েল ট্যাংকার (ডিজেল পরিবহন উপযোগী) এবং দুটি মাদার বাল্ক ক্যারিয়ার (কয়লা পরিবহন উপযোগী)। এ ছাড়া সমুদ্রগামী আরও চারটি নতুন সেলুলার কনটেইনার জাহাজ ক্রয়ের পরিকল্পনাও রয়েছে বলে জানান প্রতিমন্ত্রী। ৯ ফেব্রুয়ারি সংসদ অধিবেশনে এক প্রশ্নের জবাবে প্রতিমন্ত্রী এ তথ্য জানান।

উল্লেখ্য, দেশের অভ্যন্তরীণ নৌপথে চলাচলের জন্য বিআইডব্লিউটিসির রয়েছে ৮৫টি জলযান। যার মধ্যে কার্গো জাহাজ ১২টি (কনটেইনারবাহী জাহাজ ৪টি, কোস্টার ১টি, বে ক্রসিং বার্জ ৭টি)। আন্তর্জাতিক নৌপথে চলাচলের জন্য বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন (বিএসসি) এর বহরে রয়েছে আটটি জাহাজ। এর মধ্যে ৩টি নতুন প্রোডাক্ট অয়েল ট্যাঙ্কার, ৩টি নতুন বাল্ক ক্যারিয়ার এবং ২টি লাইটারেজ ট্যাঙ্কার।

প্রতিমন্ত্রী জানান, বিআইডব্লিউটিসির জন্য ২টি অভ্যন্তরীণ যাত্রীবাহী জাহাজ, ২টি উপকূলীয় যাত্রীবাহী জাহাজ এবং বিভিন্ন ধরনের ১০টি ফেরি নির্মাণাধীন রয়েছে। এ ছাড়া অভ্যন্তরীণ নৌপথে চলাচলের জন্য ৩টি যাত্রীবাহী ক্রুজার, ৩টি আধুনিক অভ্যন্তরীণ যাত্রীবাহী জাহাজ, ৪টি আধুনিক উপকূলীয় যাত্রীবাহী জাহাজ, ৮টি সি ট্রাক, ১টি স্যালভেজ কাম ফায়ার ফাইটিং টাগসহ মোট ৩৯টি নৌযান সংগ্রহ/নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

বন্দরে আটককৃত নয় হাজার কোটি টাকার কোকেন মাটিচাপা

সূর্যমুখী তেল ঘোষণা দিয়ে বলিভিয়া থেকে আনা ৩৭০ লিটার তরল কোকেন মাটি চাপা দিয়ে ধ্বংস করেছে র‍্যাব-৭। যার মূল্য প্রায় নয় হাজার কোটি টাকা। ৫ ফেব্রুয়ারি পতেঙ্গায় র‍্যাব-৭ এর সদর দপ্তরে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালের উপস্থিতিতে চট্টগ্রাম বন্দর থেকে আটককৃত এই কোকেন ধ্বংস করা হয়। এ সময় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, পরিবেশ অধিদপ্তরসহ সংশ্লিষ্ট সব প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

বলিভিয়া থেকে মেসার্স খান জাহান আলী লিমিটেডের নামে আমদানি করা সূর্যমুখী তেলবাহী একটি কনটেইনার চট্টগ্রাম বন্দরে আসলে গোপন তথ্যের ভিত্তিতে ২০১৫ সালের ৭ জুন সেটি আটক করে সিলগালা করে দেয় শুল্ক গোয়েন্দা অধিদপ্তর। কনটেইনারটি উরুগুয়ের মন্টেভিডিও বন্দর থেকে জাহাজে তোলা হয়। সেখান থেকে সিঙ্গাপুর হয়ে ২০১৫ সালের ১২ মে পৌঁছায় চট্টগ্রাম বন্দরে। আটকের পর আদালতের নির্দেশে ওই কনটেইনারের ১০৭টি ড্রাম থেকে নমুনা সংগ্রহ করা হয়। প্রাথমিক পরীক্ষায় কোকেনের উপস্থিতি না পাওয়ায় নমুনাগুলো ঢাকার বিসিএসআইআর এবং বাংলাদেশ ড্রাগ টেস্টিং ল্যাবরেটরিতে পুনঃপরীক্ষা করা হয়। উভয় পরীক্ষাগারেই ৫৯ ও ৯৬ নম্বর ড্রামের নমুনায় তরল কোকেনের অস্তিত্ব ধরা পড়ে। দুটি ড্রামে ১৮৫ লিটার করে মোট ৩৭০ লিটার তরল কোকেন ছিল।

চট্টগ্রাম বন্দরে নতুন দুই স্ক্যানার

চট্টগ্রাম বন্দরে জেনারেল কার্গো বার্থের ১ নম্বর গেট (জিসিবি-১) এবং নিউমুরিং কনটেইনার টার্মিনালের ৩ নম্বর গেট (এনসিটি-৩) এ স্থাপিত নতুন দুটি কনটেইনার স্ক্যানার উদ্বোধন করা হয়েছে। ৪ ফেব্রুয়ারি অভ্যন্তরীণ সম্পদ

বিভাগের সিনিয়র সচিব ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) চেয়ারম্যান আবু হেনা মো. রহমাতুল মুনিম স্ক্যানার দুটি উদ্বোধন করেন। প্রতিটি স্ক্যানারের মাধ্যমে ঘণ্টায় ১৫০টি করে কনটেইনার স্ক্যান করা যাবে। চট্টগ্রাম বন্দরের কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করার লক্ষ্যে স্থাপিত 'এফএস-৬০০০' সিরিজের এই অত্যাধুনিক ফিক্সড কনটেইনার স্ক্যানার চীন থেকে আমদানি করা হয়েছে। উদ্বোধনকালে এনবিআর চেয়ারম্যান বলেন, "কনটেইনার হ্যান্ডলিংয়ের কাজটি মূলত বন্দর কর্তৃপক্ষের। আমরা এখানে কেবল সহায়ক ভূমিকা পালন করি। এই স্ক্যানারগুলো পণ্যবাহী কনটেইনার স্ক্যান করতে সক্ষম। এ ধরনের স্ক্যানারে জৈব, অজৈব, ধাতব, প্লাস্টিক, বিভিন্ন পণ্যের রঙিন প্রতিচ্ছবি (ইমেজ) পাওয়া যাবে। তাই স্ক্যানিংয়ের মাধ্যমে কনটেইনারের পণ্যের পার্থক্য নিরূপণ ও সঠিকতা যাচাই সহজ ও দ্রুততর হবে।"

বাংলাদেশে বিনিয়োগ বাড়াতে আগ্রহী সিঙ্গাপুর

বন্দরের পাশাপাশি বাংলাদেশের কৃষি, ওষুধ, পোশাক শিল্প, সামুদ্রিক খাবার, নির্মাণসামগ্রীসহ বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগ বাড়াতে চায় সিঙ্গাপুর। ৪ ফেব্রুয়ারি বে টার্মিনাল নির্মাণকাজের অগ্রগতি বিষয়ক একটি বৈঠকে ঢাকায় নিযুক্ত সিঙ্গাপুরের হাইকমিশনার ডেরেক লোহ ইউ-শের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরীকে এ আগ্রহের কথা জানায় সিঙ্গাপুর।

বৈঠকে জানানো হয়, বে টার্মিনাল নির্মাণের জন্য সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের কাজ চলছে। বিস্তারিত প্রতিবেদন পাওয়ার পর এবং সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে আগামী বছরের ফেব্রুয়ারিতে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ ও সিঙ্গাপুর বন্দর কর্তৃপক্ষের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরের কথা রয়েছে। বৈঠককালে পোর্ট অব সিঙ্গাপুর অথরিটি (পিএসএ) বে টার্মিনালের দুই-তিনটি জেটিসহ প্রথম কনটেইনার টার্মিনাল নির্মাণে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। পিএসএ কর্তৃপক্ষ দ্রুতই এ বিষয়ক প্রস্তাব পাঠাবে।

বন্দরের চার একর ভূমি উদ্ধার

চট্টগ্রাম নগরের বড়পোল চৌরাস্তা মোড় এলাকায় উচ্ছেদ অভিযান চালিয়ে চার একর ভূমি দখলমুক্ত করেছে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ। ৪ ফেব্রুয়ারি বন্দরের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট গৌতম বাড়ের নেতৃত্বে পরিচালিত অভিযানে প্রায় দেড় শ অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করে এই জমি উদ্ধার করা হয়। অভিযানে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের এস্টেট বিভাগের সহকারী ব্যবস্থাপক মুহাম্মদ শিহাব উদ্দিন, নিরাপত্তা বিভাগের পরিদর্শক শহীদুল ইসলাম, বন্দর থানার উপ-পরিদর্শক তাজুল ইসলামসহ বন্দরের প্রকৌশল, বিদ্যুৎ ও যান্ত্রিক বিভাগের কর্মকর্তা ও আনসার সদস্যরা অংশ নেন। উল্লেখ্য, গত ছয় মাসে পতেঙ্গাসহ বিভিন্ন স্থানে পরিচালিত অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ অভিযানে প্রায় ৩৫ একর জমি উদ্ধার করা হয়, যার মূল্য প্রায় দুই শ কোটি টাকা।

সুতার পরিবর্তে এলো বালু

চীন থেকে সোহারা ফ্যাশন লিমিটেডের নামে ৪৯ হাজার ৬৯৭ ডলারের সুতার পরিবর্তে বালু ভর্তি কনটেইনার এসেছে চট্টগ্রাম বন্দরে। ৩ ফেব্রুয়ারি বন্দরের সিসিটি ইয়ার্ডে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে পরীক্ষার সময় বালু ভর্তি কনটেইনারটি দেখতে পায় কাস্টমস কর্মকর্তারা।

কাস্টম হাউসের অডিট, ইনভেস্টিগেশন অ্যান্ড রিসার্চ (এআইআর) শাখার সহকারী কমিশনার নূর-এ-হাসনা সানজিদা অনসূয়া জানান, "সোহারা ফ্যাশনের নামে চট্টগ্রাম কাস্টম হাউসে দুটি বিল অব এন্ট্রি দাখিল হয় গত ২২ জানুয়ারি। এক্সিম ব্যাংকের ইনভয়েস ভ্যালু যথাক্রমে ২৫ হাজার ৫০৫ ডলার এবং ২৪ হাজার ১৯২ ডলার। এ প্রতিষ্ঠানের ঘোষণা ছিল পলিয়েস্টার সুতা। কিন্তু ৪০ ফুট দীর্ঘ কনটেইনারটিতে পাওয়া গেছে বালুর বস্তা।" এর আগে একই প্রতিষ্ঠানের আরেকটি কনটেইনারেও বালু পাওয়া গিয়েছিল। বালুগুলোর নমুনা সংগ্রহ করে রাসায়নিক পরীক্ষা করা হচ্ছে। পরীক্ষার প্রতিবেদন পাওয়ার পর কাস্টমস আইনে মানি লন্ডারিং মামলা হবে।

অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদে তিন মাস সময় পেল বন্দর কর্তৃপক্ষ

চট্টগ্রাম বন্দরের অধীনে থাকা কর্ণফুলী তীরের অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষকে আরও তিন মাস সময় দিয়েছে হাইকোর্ট। একই সঙ্গে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদের আগে সংশ্লিষ্ট স্থানের পানি, গ্যাস ও বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার নির্দেশ দিয়েছেন আদালত। এ বিষয়ে পরবর্তী শুনানি ও আদেশের জন্য ১২ মে দিন ধার্য করেন আদালত। এ ছাড়া বন্দর চেয়ারম্যানকে ব্যক্তিগত হাজিরা থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান ১১ ফেব্রুয়ারি উপস্থিত হওয়ার পর বিচারপতি মো. আশফাকুল ইসলাম ও বিচারপতি মোহাম্মদ আলীর সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ এ আদেশ দেন। আদালতে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের পক্ষে ছিলেন অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল মুরাদ রেজা ও আইনজীবী ব্যারিস্টার ইমরানুল কবীর।

চট্টগ্রাম বন্দরে চীনা জাহাজের নাবিকদের শতভাগ স্ক্রিনিং

করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে চট্টগ্রাম বন্দরে আসা চীনা জাহাজের নাবিকদের সবার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করছে কর্তৃপক্ষ। বন্দরের মূল জেটিতে আসা কনটেইনার জাহাজে সরাসরি এবং বহির্নোঙরে অপেক্ষমাণ কার্গো জাহাজে অ্যাম্বুলেন্স শিপের মাধ্যমে স্ক্রিনিং কার্যক্রম পরিচালনা করছেন স্বাস্থ্য কর্মকর্তারা।

বন্দর কর্তৃপক্ষের উপসংরক্ষক ক্যাপ্টেন ফরিদুল আলম বলেন, "কনটেইনারবাহী জাহাজগুলো সরাসরি বন্দরের মূল জেটিতে চলে আসার পর নভেল করোনা ভাইরাস শনাক্তকরণে স্ক্রিনিং কার্যক্রমের মাধ্যমে জাহাজের সব কর্মকর্তা ও নাবিকদের পরীক্ষার আওতায় আনা হচ্ছে। ১ নম্বর গেটে একটি হেলথ ডেস্ক ২৪ ঘণ্টা চালু রাখা হয়েছে। শতভাগ নিশ্চিত হওয়ার পরই নাবিকরা নগরে ঢোকার অনুমতি পাচ্ছে।"

জাহাজে করোনা ভাইরাস সংক্রমিত কেউ নেই-ক্যাপ্টেন এমন ঘোষণা দেওয়ার পরই সাগরে বা বহির্নোঙরে জাহাজ থেকে পণ্য খালাসের অনুমতি মিলছে। ১ ফেব্রুয়ারি থেকেই নতুন পদ্ধতি কার্যকর এবং পালনে কড়াকড়ি করেছে বন্দর কর্তৃপক্ষ। যতদিন করোনা ভাইরাসের প্রকোপ থাকবে, ততদিন এই উদ্যোগ অব্যাহত রাখবে বন্দর কর্তৃপক্ষ।

চার দিনের পরিবহন ধর্মঘটে আমদানি-রপ্তানিতে ব্যাপক ক্ষতি

নিয়োগপত্রের দাবিতে ২৬ ফেব্রুয়ারি সকাল থেকে ধর্মঘট শুরু করে আইসিডির পণ্য বহনে নিযুক্ত প্রাইম মুভার শ্রমিকরা। ৮৫০টি প্রাইম মুভারের মাধ্যমে চট্টগ্রাম বন্দরের আশপাশে গড়ে ওঠা ১৭টি আইসিডি থেকে পণ্য পরিবহন করা হয়। ধর্মঘটের কারণে পণ্যবাহী এসব যান চলাচল বন্ধ ছিল। ট্রেইলর চলাচল বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে ২৮ ফেব্রুয়ারি ১০২১টি রপ্তানি পণ্য বোঝাই কনটেইনার না নিয়ে তিনটি জাহাজ চট্টগ্রাম বন্দর ত্যাগ করে। এর আগে ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৮০টি কনটেইনার পণ্য ছাড়াই দুটি জাহাজ চট্টগ্রাম বন্দর ছেড়ে যায়। চালকদের টানা ধর্মঘটের কারণে বন্দরে নিয়ে যাওয়ার জন্য আইসিডিগুলোতে প্রায় ৯ হাজার কনটেইনারের স্তূপ জমে যায়। এতে রপ্তানি পণ্য বিশেষ করে তৈরি পোশাক ডেলিভারি দিতে না পেরে চরম ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন পোশাক রপ্তানিকারকরা। ধর্মঘটের কারণে বন্দর থেকে ডিপোতে আমদানি পণ্য না আসায় আমদানিকারকরা পণ্য ডেলিভারি নিতে পারেননি। পরিস্থিতি আরও জটিল হওয়ার আশঙ্কায় চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ ও স্থানীয় সাংসদ এমএ লতিফ মধ্যস্থতা করার উদ্যোগ নেন। এর প্রেক্ষিতে বন্দর ভবনে ট্রেইলর শ্রমিক, বন্দর কর্তৃপক্ষ ও আইসিডি মালিকদের সংগঠন বাংলাদেশ ইনল্যান্ড কনটেইনার ডিপোস অ্যাসোসিয়েশন (বিকডা) নেতাদের নিয়ে বৈঠক হয়। বৈঠকে নিয়োগপত্র দেওয়ার আশ্বাস দিলে টানা চার দিনের প্রাইম মুভার ট্রেইলর ধর্মঘট প্রত্যাহার করে নেয় শ্রমিকরা।

বন্দরে পণ্য আসার তিন দিনের মধ্যে কাগজপত্র জমা না দিলে জরিমানা

বন্দরে পণ্য পৌঁছানোর তিন দিনের মধ্যে বিল অব এন্ট্রিসহ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র শুল্ক কর্তৃপক্ষের কাছে জমা না দিলে জরিমানার মুখে পড়বে আমদানিকারক। এ সংক্রান্ত একটি বিধান কাস্টমস আইনে সংযোজনের উদ্যোগ নিয়েছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)।

২৫ ফেব্রুয়ারি রাজধানীর পল্টনে ইআরএফ কার্যালয়ে আয়োজিত 'ইজ অব ডুয়িং বিজনেস: ট্রেডিং অ্যাক্রস বর্ডারস' শীর্ষক এক কর্মশালায় এ কথা জানান এনবিআর সদস্য খন্দকার আমিনুর রহমান। ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরাম (ইআরএফ), এনবিআর ও বিশ্বব্যাংক গ্রুপের অঙ্গ সংস্থা ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্স কর্পোরেশন (আইএফসি) যৌথভাবে এ কর্মশালা আয়োজন করে। খন্দকার আমিনুর রহমান বলেন, "বন্দরে পণ্য আসার ৭২ ঘণ্টার মধ্যে বিল অব এন্ট্রি দাখিল না করলে জরিমানা আরোপের বিধান আনা হচ্ছে।"

করোনা ভাইরাস আতঙ্ক কাটিয়ে চীন থেকে পণ্য আসা শুরু

নভেল করোনা ভাইরাসের আতঙ্ক কাটিয়ে ওঠার পর চীনের অনেকগুলো সমুদ্রবন্দরে পণ্য জাহাজীকরণ শুরু হয়েছে। চীনা নববর্ষ এবং করোনা ভাইরাস ধরা পড়ার পর জানুয়ারির প্রথম থেকে এসব বন্দরে কার্যক্রম পুরোপুরি বন্ধ ছিল। এতে বিপুল পরিমান পণ্য চীনের এসব বন্দরের ইয়ার্ড এবং চীনা কারখানার গুদামে আটকে ছিল। পরিস্থিতি অনেকটা নিয়ন্ত্রণে চলে আসায় এসব এলাকার কারখানায় পুনরায় উৎপাদন শুরু হয়েছে। ফলে এসব এলাকার কাছাকাছি থাকা সমুদ্রবন্দরগুলো গত ১৬ ফেব্রুয়ারি থেকে ধাপে ধাপে সচল হয়েছে। এর ফলে তৈরি পোশাক শিল্পের কাঁচামাল, অন্যান্য শিল্পের পণ্য এবং ভোগ্যপণ্য কনটেইনার ভর্তি হয়ে জাহাজে তোলা শুরু হয়েছে।

চীনের এসব বন্দরে কার্যক্রম শুরু হওয়ায় হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন চরম

ছবিতে সংবাদ

৩ ফেব্রুয়ারি করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে করনীয় ঠিক করতে বন্দরের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে বৈঠক করেন পর্ষদ সদস্য কমডোর এম শফিউল বারী।

বিমসটেক সেক্রেটারি জেনারেল এম শহীদুল ইসলাম ৬ ফেব্রুয়ারি চট্টগ্রাম বন্দর পরিদর্শনে আসেন। এ সময় তিনি বন্দরের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় করেন।

২২ ফেব্রুয়ারি 'মুজিববর্ষ চট্টগ্রাম বন্দর গলফ টুর্নামেন্ট' এর উদ্বোধন করেন বন্দর চেয়ারম্যান রিয়ার এডমিরাল জুলফিকার আজিজ।

১৭ ফেব্রুয়ারি চট্টগ্রাম বন্দর মহিলা কলেজের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ করছেন পর্ষদ সদস্য কমডোর এম শফিউল বারী।

১৯ ফেব্রুয়ারি চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ করছেন পর্ষদ সদস্য জাফর আলম। এ সময় পরিচালক (প্রশাসন) মমিনুর রশিদ ও সচিব ওমর ফারুক উপস্থিত ছিলেন।

উদ্বেগে থাকা দেশীয় আমদানিকারকরা। আটকে থাকা পণ্য জাহাজীকরণের খবরে কিছুটা স্বস্তি ফিরেছে দেশের তৈরি পোশাক শিল্পের ব্যবসায়ীদের মাঝে।

বিজিএমইএ'র প্রথম সহসভাপতি এম এ সালাম বলেন, "চীনের বন্দরগুলোতে পণ্য জাহাজীকরণ শুরু হওয়ায় আমরা আশার আলো দেখতে পাচ্ছি। এতে দেশের পোশাক শিল্পের উদ্বেগ কিছুটা হলেও কেটেছে। করোনা ভাইরাসের কারণে চীনে ছুটি আরও দীর্ঘায়িত হলে আমরা চরম অনিশ্চয়তায় পড়ে যেতাম।"

তৈরি পোশাক শিল্পের পণ্য ছাড়াও আদা-রসুন এবং ফলের চালানও কনটেইনারে করে আসা শুরু হয়েছে। এসব পণ্যের বেশিরভাগই আসে চীনের চিংদাও বন্দর থেকে।

বর্জ্যমুক্ত হলো পদ্মাপাড়ের একাংশ

রাজশাহীর পাঠানপাড়া এলাকার পদ্মাপাড় প্লাস্টিক ও পলিথিন বর্জ্যমুক্ত করা হয়েছে। রাজশাহীর তরুণদের সংগঠন ইয়াসের (ইয়ুথ অ্যাকশন ফর সোশ্যাল চেঞ্জ) সদস্যরা ৭ ফেব্রুয়ারি বিকেলে ওই এলাকায় পরিচ্ছন্ন অভিযান চালায়। এতে ইয়াস, সম্মিলিত স্বেচ্ছাসেবী ফোরাম রাজশাহীসহ বিভিন্ন সংগঠনের শতাধিক তরুণ স্বেচ্ছাসেবী অংশগ্রহণ করেন।

পদ্মা নদীকে দূষণমুক্ত ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করতে গণসচেতনতা গড়ে তোলার লক্ষ্যে 'শহর আমার, দায়িত্ব আমার' শীর্ষক চলমান গণসচেতনতা প্রচারাভিযানের অংশ হিসেবে ইয়াস ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান বারসিক যৌথভাবে 'প্লাস্টিক ও বর্জ্য মুক্ত পরিচ্ছন্ন পদ্মাপাড়, জীবন্ত নদী তারুণ্যের অঙ্গীকার' স্লোগানে বরেন্দ্র অঞ্চলের 'জীবন্ত সত্তা' পদ্মা নদী রক্ষায় এ পরিচ্ছন্ন অভিযানের আয়োজন করে।

সেন্ট মার্টিন-কক্সবাজার রুটে জাহাজ চলাচল বন্ধ

কক্সবাজার থেকে সেন্ট মার্টিন নৌপথে কর্ণফুলী এক্সপ্রেস জাহাজ চলাচল শুরুর সপ্তাহ দুয়েকের ব্যবধানে সাময়িক বন্ধ ঘোষণা করেছে কর্তৃপক্ষ। গত ৩১ জানুয়ারি আনুষ্ঠানিকভাবে জাহাজটির উদ্বোধন করেন নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী। ১৫ ফেব্রুয়ারি কর্ণফুলী এক্সপ্রেস কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, প্রপালশন সিস্টেমের জরুরি মেরামতের জন্য জাহাজ চলাচল সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা হয়েছে। মেরামত শেষে পুনরায় জাহাজ চলাচল শুরু হবে।

প্রায় ৫৫ মিটার দীর্ঘ ও ১১ মিটার প্রশস্ত প্রতিটি নৌযানে মেইন প্রপালশন ইঞ্জিন হচ্ছে দুটি। আমেরিকার বিখ্যাত কামিন্স ব্র্যান্ডের একেকটি ইঞ্জিনের ক্ষমতা প্রায় ৬০০ বিএইচপি করে। জাহাজটি ঘণ্টায় প্রায় ১২ নটিক্যাল মাইল গতিতে ছুটতে পারে। ১৭টি ভিআইপি কেবিন সমৃদ্ধ এই জাহাজটিতে তিন ক্যাটাগরির প্রায় ৫০০ আসনসহ কনফারেন্স রুম, ডাইনিং স্পেস এবং সি ভিউ ব্যালকনি রয়েছে।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন

যথাযোগ্য মর্যাদায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ও শহীদ দিবস পালন করেছে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ। দিবসটি উপলক্ষে ২১ ফেব্রুয়ারি সকালে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে স্থাপিত শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান রিয়ার এডমিরাল জুলফিকার আজিজ এবং পর্ষদ সদস্যবৃন্দ। এরপর একে একে চট্টগ্রাম বন্দর সিবিএ, অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশন, বন্দর পরিচালিত স্কুল ও কলেজগুলো শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন। এ সময় বন্দরের সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারী, স্কুল-কলেজের শিক্ষকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে বন্দরের শহীদ মো. ফজলুর রহমান মুন্সী অডিটোরিয়ামে স্কুল পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে সুন্দর হস্তাক্ষর ও দেশাত্মবোধক গানের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। পরে বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

MARITIME MAGAZINE IN ENGLISH FROM CPA

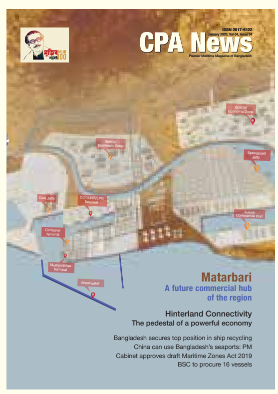

Request for your hardcopy:
enlightenvibes@gmail.com
or find in online:
https://issuu.com/enlightenvibes

নৌপরিবহন খাতে নারীর ক্ষমতায়ন

বর্তমান বৈশ্বিক পরিস্থিতি

পুরো বিশ্বে প্রায় **৮৭,০০০** জাহাজে কর্মরত নারী নাবিকের সংখ্যা **১.২৫ মিলিয়ন**

যা মোট নাবিকের মাত্র **২ শতাংশ**

যাদের **২৬%** কাজ করেন ক্রুজ শিপগুলোতে, **৬৮%** ফেরিতে

নারী নাবিকদের **৪০%** অনবোর্ডে কোনো **স্যানিটারি বিন** ব্যবহারের সুযোগ পান না

এখন পর্যন্ত আইএমও'র অর্জন

উইমেন ইন মেরিটাইম প্রোগ্রামের **৩১ বছরে** পদার্পণ

বিশ্বের **১৫২টি** দেশকে নিয়ে **৭টি** আঞ্চলিক উইমেন ইন মেরিটাইম অ্যাসোসিয়েশন গঠন

ওয়ার্ল্ড মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি থেকে **প্রায় ১,০০০ নারীর** স্নাতক ডিগ্রি অর্জন

আইএমও'র উদ্যোগে এবং অর্থায়নে **হাজার হাজার নারীকে** মেরিটাইম বিষয়ক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান

১৯৮৮ সাল থেকে আইএমও ইন্টারন্যাশনাল ল ইনস্টিটিউটে নারীদের জন্য **৫০% সিট** বরাদ্দ

২০১৯ সালে আইএমও'র সফলতা

৫০০ এর বেশি নারী নৌপরিবহন খাতের বিভিন্ন কনফারেন্সে অংশগ্রহণ করেন

মেরিটাইম খাতে কর্মরত নারীদের নিয়ে আইএমও **'টার্নিং দ্য টাইড'** নামে তৃতীয় তথ্যচিত্র প্রকাশ করে

পোর্ট অপারেশন, পোর্ট সিকিউরিটি এবং মেরিটাইম ম্যানেজমেন্ট বিষয়ে **৬৫ জন নারীকে** ফেলোশিপ প্রদান করা হয়

উইস্টা ইন্টারন্যাশনালের সাথে যৌথভাবে একটি **জরিপ** পরিচালনা করে

আফ্রিকার **১৩ জন নারীকে** সার্চ অ্যান্ড রেসকিউ অপারেশন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়

নারীর ক্ষমতায়ন, ব্লু ইকোনমিতে নারী, ডিজিটালাইজেশন অ্যান্ড ডাইভারসিটি, উইমেন ইন এসটিইএম, উইমেন ইন ফিশারিজ এবং উইমেন ইন পোর্টস বিষয়ক বিভিন্ন সচেতনতামূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়

লিঙ্গ সমতা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে **১টি** বৈশ্বিক নেটওয়ার্ক এবং **১০টি** ন্যাশনাল উইমেন ইন মেরিটাইম অ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা করা হয়

নাবিক দিবসে **১৫ মিলিয়ন** মানুষ **'আই অ্যাম অ্যাট সি'** শীর্ষক জেন্ডার সচেতনতামূলক ক্যাম্পেইনে অংশগ্রহণ করে

মেরিটাইম খাতে কর্মরত **২৫ জন নারীর** সফল **অনলাইন প্রোফাইল** তৈরি এবং প্রকাশ করা হয়

এ বছর উইমেন ইন মেরিটাইম প্রোগ্রামে **৭,৩৫,০০০ মার্কিন ডলার** ব্যয় করা হয়

সামুদ্রিক মাইক্রোপ্লাস্টিক নিয়ে কেবল নারীদের অংশগ্রহণে একটি গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়

নৌপরিচালনায় **৯ জন নারীকে** প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়

২০১৯ ও ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের তুলনামূলক চিত্র

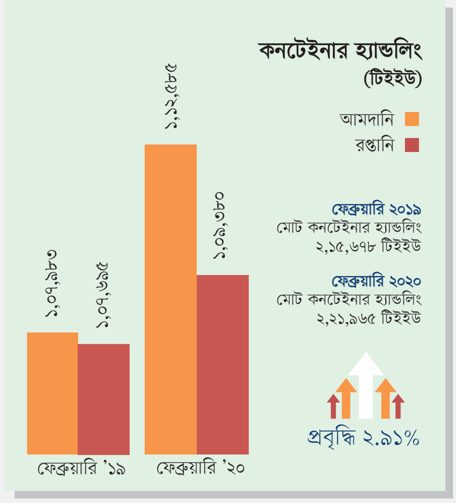

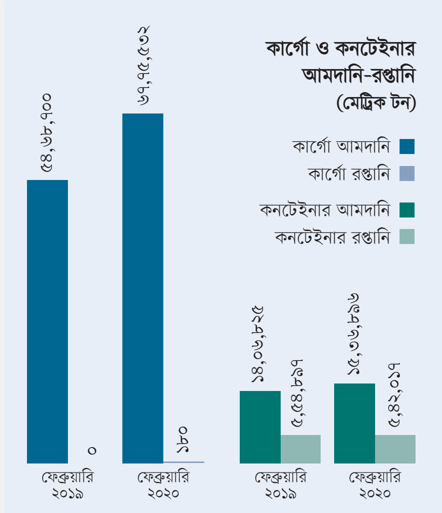

আর্থিক প্রতিবেদন (কোটি টাকায়)

	ফেব্রুয়ারি '১৯	ফেব্রুয়ারি '২০
রাজস্ব আয়	২৫২.৪৬	২৪৭.০২
রাজস্ব ব্যয়	১৩১.৯৯	১১৪.৪৩
উদ্বৃত্ত রাজস্ব	১২০.৪৭	১৩২.৫৯
ইনকাম ট্যাক্স (সরবরাহকারী ও ঠিকাদারদের কাছ থেকে সংগৃহীত)	৫.৯৫	৫.৩৮
ভ্যাট (সরবরাহকারী ও ঠিকাদারদের কাছ থেকে সংগৃহীত)	৬.৬৩	৮.৭৩
ভ্যাট (কর্তৃপক্ষের আয় থেকে)	২৭.৯২	২৯.১৮

তথ্যযোগ
১. *মো. নজরুল ইসলাম*
পরিবহন পরিদর্শক, অপারেশন শাখা, পরিবহন বিভাগ
২. *মো. কামরুল আহসান*
হিসাব সহকারী, অর্থ ও হিসাব বিভাগ

BANDARBARTA
a monthly maritime magazine by
Chattogram Port Authority